দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-১৮৪ ॥ ২২ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ০৬ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৮ রবিঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

সামুদ্রিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার হলে দেশ গরিব থাকবে না : প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের প্রাকৃতিক ও সামুদ্রিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে আরও সমৃদ্ধ হবে, দেশ আর গরিব থাকবে না বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। সোমবার (২১ অক্টোবর) হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের গ্র্যান্ড বলরুমে ইউএসএআইডি-এর ইকোফিশ-২ প্রকল্পের রেজাল্ট শেয়ারিং এবং ফেজ-আউট ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেছেন, ইকোফিশ-২ প্রকল্পে কাজের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন কমিউনিটির সদস্যরা, বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা দেশ গঠনে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তা প্রশংসার যোগ্য।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ডিজিটালাইজেশনের ওপর জোরারোপ প্রধান উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ডিজিটালাইজেশনের ওপর গুরুত্ব আরোপ (২১ অক্টোবর) সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। বৈঠকে দ্রুত ডিজিটাল ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে, বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে সব সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ই-রিটার্ন পোর্টালের মাধ্যমে কর বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক করা এবং বড় করপোরেশনগুলোকে তাদের পুরো সংস্থায় ই-রিটার্ন গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা। বৈঠকে ডিজিটালাইজেশন সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি এনবিআরের এক দরজায় সব সেবা (ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো) প্রকল্পকে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করার ওপর নতুন করে জোর দেওয়া হয়। অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ নিশ্চিত করা, একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল রোডম্যাপ এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য বাস্তবায়ন করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার

২-এর পাতায় দেখুন

নতুন এমডি আসছে সরকারি ১০ ব্যাংকে

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যাংক খাতের সংস্কারের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত ছয় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও চারটি বিশেষায়িত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অপসারণ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। গত এক মাসের বেশি সময় ধরে ব্যাংকগুলোর এমডি পদ শূন্য আছে। এসব ব্যাংকে নতুন এমডি নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। প্রধান উপদেষ্টার সায় ও সবকিছু ঠিক থাকলে আজ-কালের মধ্যে নতুন এমডি নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করবে সরকার। সোমবার (২১ অক্টোবর) অর্থ মন্ত্রণালয় ও উপদেষ্টা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। নতুন এমডি হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত ৬ ব্যাংকে যাদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছেড় সোনালী ব্যাংকের এমডি হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শওকত আলী খানকে; জনতা ব্যাংকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের এমডি মজিবর রহমানকে; অগ্রণী ব্যাংকে একই ব্যাংকের সাবেক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ারুল ইসলামকে; রূপালী ব্যাংকে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা

২-এর পাতায় দেখুন

আমার কাছে শেখ হাসিনার পদত্যাগের দালিলিক প্রমাণ নেই : রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন বলেছেন, তিনি শুনেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন, কিন্তু তার কাছে এ-সংক্রান্ত কোনো দালিলিক প্রমাণ বা নথিপত্র নেই। মানবজমিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি এ মন্তব্য করেন। সাক্ষাৎকারটি গত শনিবার পত্রিকার রাজনৈতিক ম্যাগাজিন সংস্করণ 'জনতার চোখ'-এ প্রকাশিত হয়। মতিউর রহমান চৌধুরীর মতে, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র যদি সত্যিই জমা দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেটির অনুলিপি কারও না কারও কাছে থাকার কথা। কিন্তু তিন সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান চালালেও এর খোঁজ কেউ দিতে পারেনি তাকে। এমনকি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগেও যোগাযোগ করা হয়েছে, যেখানে সাধারণত প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের পদত্যাগপত্র সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু সেখানেও কিছু পাওয়া যায়নি। তাই শেষমেশ রাষ্ট্রপতির কাছেই সরাসরি এর উত্তর জানার সুযোগ মেলে। ৫ আগস্ট ছাত্র-আন্দোলন ও গণবিক্ষোভের মুখে দেশত্যাগ করেন শেখ হাসিনা। সংবিধানের ৫৭ (ক) ধারা অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, তার কাছে শেখ হাসিনার কোনো পদত্যাগপত্র বা সংশ্লিষ্ট কোনো প্রমাণ পৌঁছায়নি। রাষ্ট্রপতির ভাষ্যে, আমি বহুবার পদত্যাগপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। হয়তো তার সময়

২-এর পাতায় দেখুন

অর্থ আত্মসাৎ মামলায় আপিলের অনুমতি পেলেন ড. ইউনূস

স্টাফ রিপোর্টার : গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের লভ্যাংশ আত্মসাতের মামলায় অভিযোগ গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আবেদন খারিজের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে আপিলের অনুমতি দিয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সোমবার (২১ অক্টোবর) প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। আদালতে ড. ইউনূসের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। এর আগে গত ২৪ জুলাই গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের লভ্যাংশ আত্মসাতের মামলায় অভিযোগ গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আবেদন খারিজ করে দেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে এক বছরের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে বিচারিক আদালতকে নির্দেশ দেন আদালত। বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকতার ও বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

২-এর পাতায় দেখুন

হাসিনাকে উৎখাত করা হয়েছে, পদত্যাগপত্রের ভূমিকা নেই: হাসনাত

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জনগণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করেছে, তাই তার পদত্যাগপত্রের কোনো ভূমিকা নেই বলে মন্তব্য করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ। সোমবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন। হাসনাত আব্দুল্লাহ লিখেছেন, হাসিনাকে উৎখাত করা হয়েছে। একটি অবৈধ সরকারকে জনগণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করেছে। এখানে পদত্যাগপত্রের কোনো ভূমিকা নেই। দেড় ঘণ্টায় ফেসবুক পোস্টটিতে ৮ হাজারেরও বেশি পাঠক মন্তব্য করেছেন। মোখলেসুর রহমান সাগর নামে একজন লিখেছেন, গণ-অভ্যুত্থানে পদত্যাগ পত্র লাগে না। মীর রূপক মিয়া লিখেছেন, হাসিনার পদত্যাগের কোনো তাৎপর্য নেই।

২-এর পাতায় দেখুন

দেশের অর্থনীতির সামনে অনিশ্চয়তাগুলো কী

স্টাফ রিপোর্টার : কোভিড মহামারির পর সবচেয়ে কম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে চলতি অর্থবছরে। বিশ্বব্যাংকের এই পূর্বাভাস নিশ্চিত করছে যে গতি হারাচ্ছে দেশের অর্থনীতি। বিভিন্ন সূচক বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গত কয়েক মাসে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও শ্লথ হয়েছে। অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, অর্থনীতিতে যেসব অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, সরকারের উচিত সেগুলোর দিকে দ্রুত মনোযোগ দেওয়া। ১০ অক্টোবর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের সাউথ এশিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেটে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশে ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে। তবে এটি প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাসের মধ্যবর্তী পয়েন্ট। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অর্থনীতি ঠিকমতো না চললে প্রবৃদ্ধি কমে হতে পারে ৩ দশমিক ২ শতাংশ, আর খুব ভালো করলে হবে সর্বোচ্চ ৫ দশমিক ২ শতাংশ। দেশের অর্থনীতি শ্লথ হয়ে পড়ায় যদি প্রবৃদ্ধি বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী তলানিতে গিয়ে ঠেকে, তাহলে তা হবে কোভিডের সময়ে অর্জিত প্রবৃদ্ধির চেয়েও কম। করোনোভাইরাস মহামারির সবচেয়ে খারাপ সময়ে ২০১৯২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ। সংক্রমণ ঠেকাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল। এ কারণে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বন্ধ ছিল শিল্পের উৎপাদন কর্মকাণ্ড। মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। বিশ্বব্যাংকের মতে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক নিয়ামক হতে পারে দুটি বিষয়। একটি সংস্থাটির কথায় 'উল্লেখযোগ্য' অনিশ্চয়তা। বিশ্বব্যাংক বলছে, এই অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগ ও শিল্পের প্রবৃদ্ধি দুর্বল হবে। অন্য বিষয়টি হলো দেশের বিভিন্ন এলাকার বন্যা, যা কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি সীমিত করে দেবে। এ কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সার্বিকভাবে কমবে, যা গত অর্থবছরে ছিল ৫ দশমিক ২ শতাংশ। ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন মনে করেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা এখন অনিশ্চয়তা। তিনি বলেন, 'অনিশ্চয়তা যদি কাটানো না যায়, তাহলে ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগের পথে হাঁটবেন না। অনিশ্চয়তার মধ্যে বিনিয়োগকারীরা হাত গুটিয়ে

সংকোচনের ধারায় অর্থনীতি
অর্থনীতির চার চ্যালেঞ্জ

২-এর পাতায় দেখুন

তিন জেলায় ২শত আইন কর্মকর্তা নিয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার : আগে নিয়োগ করা সব আইন কর্মকর্তার নিয়োগাদেশ বাতিল করে বগুড়া, ঠাকুরগাঁও ও ঝিনাইদহের বিভিন্ন আদালতে ২শত সরকারি আইন কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছে সরকার। তাদের মধ্যে ১০৭ জন বগুড়ায়, ২১ জন ঠাকুরগাঁও এবং ৭২ জন ঝিনাইদহের আদালতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আইন কর্মকর্তাদের সরকারি কৌসুলি (জিপি), অতিরিক্ত সরকারি কৌসুলি, সহকারী সরকারি কৌসুলি, পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি), অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর ও সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। রোববার (২০ অক্টোবর) রাতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর উইং থেকে এ সম্পর্কিত তিনটি নিয়োগাদেশ জারি করা হয়েছে। বগুড়া জেলা ও দায়রা

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে নেদারল্যান্ডস: রাষ্ট্রদূত

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকায় নিযুক্ত ডাচ রাষ্ট্রদূত ইরমা ভ্যান ডুরেন জানিয়েছেন, নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে প্রস্তুত। গতকাল সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়, বিদায়ী রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় রোববার পররাষ্ট্র সচিব মো. জসিম উদ্দিনের সঙ্গে বিদায়ী সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ আশ্বাস দেন। বৈঠকে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সাথে ডাচ কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক সম্পর্ক সম্প্রসারণের বিশেষ করে পানি, সামুদ্রিক এবং কৃষি খাতে বর্ধিত আগ্রহের কথাও ব্যক্ত করেন। উভয় পক্ষই পানি, কৃষি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রতিরক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত দুই দেশের মধ্যে বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তারা গত মাসে নিউইয়র্কে ৭৯তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ও ডাচ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ফলপ্রসূ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কথাও উল্লেখ করেন। পররাষ্ট্র সচিব ডাচ রাষ্ট্রদূতকে তার বাংলাদেশে দায়িত্ব পালন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য অভিনন্দন জানান এবং রাষ্ট্রদূত তার দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সকল সহায়তার জন্য সচিবকে ধন্যবাদ জানান। সৌজন্য সাক্ষাতের পর পররাষ্ট্র সচিব বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। অন্যান্যের মধ্যে কূটনৈতিক কোরের ডিন ও মরক্কোর রাষ্ট্রদূত, ভারত, যুক্তরাজ্য, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, আর্জেন্টিনা, স্পেন, নরওয়ে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও মিশরের দূত, ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি এবং ডেনমার্কের ডেপুটি চিফ অফ মিশন মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন।

স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে আন্দোলনে ৭ কলেজের শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অধিভুক্ত থেকে মুক্তি হয়ে এবার স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে আন্দোলন করছেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার দিকে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে ঢাকা কলেজ থেকে সায়েন্স ল্যাব হয়ে নীলক্ষেত ঘুরে আবার ঢাকা কলেজের সামনে আসেন। এ সময় তারা 'অধিভুক্ত বাতিল করো, সাত কলেজ স্বাধীন করো', 'আর নয় সংস্কার, এবার চাই অধিকার', 'দফা এক দাবি এক, অ্যাফিলিয়েটেড নট কাম ব্যাক', 'ঢাবি তোমাদের প্রহসন মানবো আমি কতক্ষণ', 'শিক্ষা না বাণিজ্য, শিক্ষা শিক্ষা', 'টু জিরো টু ফোর, অ্যাফিলিয়েটেড নো মোর', 'ঢাবির প্রহসন মানি না মানবো না'সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন। শিক্ষার্থীরা বলছেন, ২০১৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত

২-এর পাতায় দেখুন

সোমবার ধর্ষণের প্রতিবাদে রাজু ভাস্কর্যের সামনে সাধারণ শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করে।

২০২৫ সালের সরকারি ছুটির প্রজ্ঞাপন: ঈদ-পূজার ছুটি বেড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : মুসলমান ধর্মালম্বীদের দুই ঈদ এবং সনাতন ধর্মালম্বীদের দুর্গাপূজার ছুটি বাড়িয়ে ২০২৫ সালের সরকারি ছুটির প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। সোমবার (২১ অক্টোবর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এর আগে গত ১৭ অক্টোবর উপদেষ্টা পরিষদের সভায় ঈদুল ফিতরে পাঁচ দিন, ঈদুল আজহায় ছয় দিন এবং দুর্গাপূজায় দুই দিন ছুটির অনুমোদন দেওয়া হয়। আগে দুই ঈদে তিন দিন করে এবং দুর্গাপূজায় এক দিন করে সরকারি ছুটি ছিল। ২০২৫ সালের সরকারি ছুটির প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, আগামী বছরের ৩১ মার্চ সোমবার ঈদুল ফিতর এবং ৭ জুন শনিবার ঈদুল আজহায় এক দিন করে সাধারণ ছুটি। এর সাথে ঈদুল ফিতরের আগের দুই দিন ও পরের

২-এর পাতায় দেখুন

১১ বছরে সড়কে ঝরেছে লক্ষাধিক প্রাণ, সংস্কার কমিশন গঠনের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে বিগত ১১ বছরে ৬০ হাজার ৯৮০টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে ১ লাখ ৫ হাজার ৩৩৮ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১ লাখ ৪৯ হাজার ৮৪৭ জন। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সংস্কার কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। গতকাল সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে 'সড়ক সেক্টরে সীমাহীন অব্যবস্থাপনা: দায়িত্ব নেবে কে?' শীর্ষক আলোচনা সভায় বিগত সরকারের ১১ বছরের সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রকাশিত প্রতিবেদনে আহত ও নিহতের তথ্য উঠে আসে। ওই সভায় সংস্কার কমিশন গঠনের দাবি জানানো হয়। সংগঠনটির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলছেন, সড়ক সেক্টরে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, চরম অব্যবস্থাপনা, চাঁদাবাজি ও নৈরাজ্যের কারণে বিগত ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই দুর্ঘটনা এবং হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে ২০ হাজার ১২৪টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে নিহত হয়েছেন ৩৭ হাজার ৫৫৩ জন, যা মোট নিহতের ৩৯ দশমিক ৬৫ শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪৬ হাজার ১৬৭ জন। প্রতিবেদনে বলা হয়, ১১ বছরে সড়কে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ২ লাখ ৫৫ হাজার ১৮৫ জনের মধ্যে ৭৫ হাজার ৮৮৪ জনের পরিচয় মিলেছে। এর মধ্যে ১৪ হাজার ৯২৮ জন চালক, ১৭ হাজার ১৫০ জন পথচারী, ৭ হাজার ৩৩২ জন পরিবহন শ্রমিক, ৮ হাজার ৮০১ জন শিক্ষার্থী, ১ হাজার ৫৯৩ জন শিক্ষক, ৫১৪ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, ১২ হাজার ১০৯ জন নারী, ৮ হাজার ৬৭ জন শিশু, ৫৫৯ জন সাংবাদিক, ৪৩০ জন চিকিৎসক, ২৯৪ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা, ৫৫ জন শিল্পী, ৩৬১ জন আইনজীবী, ৩৩০ জন প্রকৌশলী এবং ৩ হাজার ৪১৬ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী। ১১ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় ৮৮ হাজার ১২৭টি যানবাহনের পরিচয় গণমাধ্যমে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২০ হাজার ৫৪৯টি ট্রাক, পিকআপ, লরি ও কাভার্ডভ্যান, ২০ হাজার ১২৪টি মোটরসাইকেল, ১৫ হাজার ৩০১টি বাস, ৮ হাজার ২১৫টি নছিমন-করিমন-মাহিন্দ্রা-ট্রাক্টর ও লেগুনা, ৯ হাজার ৪৪টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ৯ হাজার ৩১২টি ব্যাটারিচালিত রিকশা, রিকশা, ভ্যান ও ইজিবাইক, ৫ হাজার ৫৮২টি কার-জিপ-মাইক্রোবাস সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। দুর্ঘটনার ধরন

২-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারী

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ পাচ্ছেন সাংবাদিক এম মুশফিকুল ফজল আনসারী। এজন্য তার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে সোমবার (২১ অক্টোবর) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, এম মুশফিকুল ফজল আনসারীকে অন্য যে কোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী তিন বছর মেয়াদে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপূর্বক বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে রাষ্ট্রদূত পদে পদায়নের নিমিত্ত তার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হলো। এ নিয়োগের অন্য শর্ত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে। মুশফিকুল ফজল আনসারী যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাস্টনিউজবিডি ডট কমের সম্পাদনার পাশাপাশি স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের সদরদপ্তর ও হোয়াইট হাউজে

২-এর পাতায় দেখুন

JOIN OUR VOLUNTEER TEAM

Manabik Foundation is a voluntary organization engaged in the service of humanity. It's working for the welfare of the poor and helpless people of the country.

MANABIK FOUNDATION

Let's join us

+8801887454562

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ২২ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ০৬ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতায় ফুলেফেঁপে উঠছে ভারতের তৈরি পোশাক খাত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে পুঁজি করে ফুলেফেঁপে উঠছে ভারতের তৈরি পোশাক (আরএমজি) শিল্প খাত। এমনকি তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি হিস্যাও ভারতীয় রপ্তানিকারকদের দখলে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। আর এই শঙ্কা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের তৈরি পোশাকের রপ্তানির চিত্রে। এতে দেখা যায়, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সেপ্টেম্বরে ভারতের তৈরি পোশাকের রপ্তানি একলাফে ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় ব্যবসায়ী-রা বলছেন, বৈশ্বিক বিভিন্ন ব্র্যান্ড এখন পোশাকের অর্ডার বাংলাদেশের পরিবর্তে ভারতে দিচ্ছেন। সোমবার ভারতের ইংরেজি দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ভারতের তৈরি পোশাক খাতের এই প্রবৃদ্ধি এমন এক সময়ে ঘটেছে, যখন অন্যান্য পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলো মন্দার সম্মুখীন হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি ও সরবরাহ চেইনে বিঘ্ন-সহ বৈশ্বিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সত্ত্বেও ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির পেছনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ভূমিকা রয়েছে। ভারতীয় তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের (এইপিসি) চেয়ারম্যান সুধীর সেখরি বলেন, ''বিশ্বজুড়ে নানা সংকট আর অব্যাহত মুদ্রাস্ফীতির চাপ সত্ত্বেও ভারতের তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানির উচ্চ প্রবৃদ্ধির রেকর্ড হয়েছে। যদিও প্রধান প্রধান পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলো সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তৈরি পোশাক রপ্তানির মন্থর গতির মুখোমুখি হয়েছে।''বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক বাংলাদেশ। সম্প্রতি সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেওয়ায় বাংলাদেশে কিছু কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। কেয়াররেটিং এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে যদি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা বছরের এক বা দুই চতুর্থাংশের বেশি সময় ধরে চলতে থাকে, তাহলে রপ্তানিকারকদের সময়মত ডেলিভারি নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ''এমন পরিস্থিতিতে ভারত ২০০ থেকে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত মাসিক রপ্তানি আদেশ পেতে পারে।''প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তৈরি পোশাক খাতের অপারেশনাল

৭-এর পাতায় দেখুন

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে দ্রুত নিয়োগ চেয়ে ইসি সচিবের কাছে স্মারকলিপি

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদের স্থগিত নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত চালু করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা। গতকাল সোমবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ইসি সচিব শফিউল আজিমের কাছে পরীক্ষার্থীদের ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এ-সংক্রান্ত স্মারকলিপি জমা দেন। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৯ সালের ২০ মে ইসি থেকে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। যেখানে একটি ক্যাটাগরিতে নিয়োগের কথা উল্লেখ থাকে। যার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২০২৩ সালের ১৬ জুন অনুষ্ঠিত হয় এবং চলতি বছরের ২৮ মার্চ তার ফলাফল প্রকাশিত হয়। গত ১৭ জুন লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও প্রবেশপত্র দেওয়া হলেও অনিবার্য কারণবশত পরীক্ষাটি স্থগিত হয়ে যায়। অন্যদিকে দেশের পরিস্থিতি হঠাৎ করে অস্থিতিশীল হয়ে যাওয়ার কারণে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদের লিখিত পরীক্ষাটি আর নেওয়া হয়নি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি পাঁচ বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যথাসময়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়নি এবং এর মাঝে আমাদের অনেকের সরকারি চাকরির পরীক্ষার বয়সসীমা শেষ হয়ে গেছে। এ ছাড়া অনেকের বয়স প্রায় শেষের দিকে। এমতাবস্থায় আমরা চাকরি প্রত্যাশীরা দিন দিন অসহায় হয়ে পড়েছি, বেকারত্ব দিন দিন আমাদের জীবন কে নাভিশ্বাস করে তুলেছে। এতে কয়েকটি

৭-এর পাতায় দেখুন

জনসম্পৃক্ততায় ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও বৈধ-অবৈধ যানবাহনের আধিক্যের কারণে রাজধানীর সড়কের শৃঙ্খলা ভেঙে অসহনীয় যানজট সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেছেন, ছাত্র-জনতাসহ নগরে বসবাসকারী জনসাধরণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ট্রাফিক শৃঙ্খলা উন্নয়ন সম্ভব। সোমবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে ডিএমপির ট্রাফিক পক্ষ-২০২৪ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ছাত্র-জনতাসহ নগরে বসবাসকারী জনসাধরণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ট্রাফিক শৃঙ্খলা উন্নয়ন সম্ভব। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঢাকা মহানগর পুলিশ ১৫ দিনব্যাপী কর্মসূচি নিয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এর ফলে ঢাকা মহানগরীর ট্রাফিক বিভাগের কাজে যেমন গতি আসবে, তেমনি ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জনভোগান্তি কমে আসবে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অবকাঠামো বৃদ্ধি পেলেও পরিবহন ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল ও আধুনিকায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে হয়নি। শহরের জনগণের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে সাশ্রয়ী ও আরামদায়ক যানবাহন উল্লেখযোগ্যভাবে দেওয়া সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি একই সড়কে রিকশা ঠেলাগাড়িসহ অসংখ্য অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল করে। মানুষ তার প্রয়োজনে এসব যানবাহনের দ্বারস্ত হচ্ছে। ফলে ঢাকা মহানগরীতে সুশৃঙ্খল ও কাঠামোগত ট্রাফিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন কঠিনতর হচ্ছে। অপরদিকে সময়ে সময়ে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও অস্থিরতার কারণে সড়কের শৃঙ্খলা ভেঙে যাচ্ছে। বৈধ-অবৈধ যানবাহনের আধিক্যের কারণে যানজটের আকার দিন দিন অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের পর ঢাকা শহরসহ সারা দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। দেশের আপামর জনগণের কথা বিবেচনা করে ছাত্র-জনতা ভলান্টিয়ার বেশে কয়েকদিন সুশৃঙ্খলভাবে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করে সড়ক ও পরিবহনের শৃঙ্খলা বজায় রাখে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায়

৭-এর পাতায় দেখুন

রিমান্ড শেষে কারাগারে কামাল আহমেদ মজুমদার

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থী ইকরামুল হক সাজিদকে গুলি করে হত্যার মামলায় সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সোমবার (২১ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুদ্দীন হোসাইনের আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এদিন তিন দিনের রিমান্ড শেষে

৭-এর পাতায় দেখুন

আরাকান আর্মির মধ্যে সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধির মধ্যে

রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশ করছে বাংলাদেশে

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে। মূলত মিয়ানমারের আরাকানে সামরিক এবং বিদ্রোহী আরাকান আর্মির মধ্যে সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধির মধ্যে রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশ করছে বাংলাদেশে। সরকারি হিসেবে গত দেড় মাসে নতুন এমন অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা আট হাজারেরও বেশি। তবে স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে, বাস্তবে নতুন করে ঢোকা রোহিঙ্গার সংখ্যা এর দ্বিগুণ। বাংলাদেশে এখন রোহিঙ্গার সংখ্যা ১২ লাখেরও বেশি। এর মধ্যে আট লাখ রোহিঙ্গা ঢুকেছে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী কয়েক মাসে। সরকার অবশ্য বলছে, নতুন করে আর একজন রোহিঙ্গাকেও আশ্রয় দেয়ার মতো অবস্থায় নেই বাংলাদেশ। যদিও মিয়ানমারে সংঘর্ষ চলতে থাকায় বাংলাদেশ যেন নতুন করে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয় সে বিষয়ে চাপ আছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর গঠিত নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে আন্তর্জাতিক চাপ উপেক্ষা করতে পারবে কি-না সেটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে রোহিঙ্গাদের নিয়ে কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে উল্লেখ করে ড. ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ গত ৭ বছর ধরে মায়ানমার থেকে আগত ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে মানবিক কারণে আশ্রয় দিয়ে আসছে। এর ফলে আমরা বিশাল সামাজিক-অর্থনৈতিক-পরিবেশগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। তিনি বলেন, মায়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে সৃষ্ট

বাংলাদেশে এখন রোহিঙ্গার সংখ্যা ১২ লাখেরও বেশি

৭-এর পাতায় দেখুন

আন্দোলনে আহত দুজনের কর্নিয়া প্রতিস্থাপন সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে চোখে আঘাতপ্রাপ্তদের মধ্যে দুই শিক্ষার্থীর কর্নিয়া প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে চিকিৎসকরা। গত রোববার রাত ৮টায় জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত দুজন ইসরাফিল ও অনিকের কর্নিয়া প্রতিস্থাপন সার্জারি শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রেস ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম এই তথ্য জানান। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম চক্ষু হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন এবং বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া আহত ইসরাফিল ও অনিকের পরিবারের সঙ্গেও সার্বিক বিষয়ে কথা বলেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা থেকে শুরু করে পুনর্বাসনে সরকার আহতদের পাশে থাকবে জানিয়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

৭-এর পাতায় দেখুন

ভারতের উড়িষ্যার দিকে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের উড়িষ্যা উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'। এই সপ্তাহের শেষের দিকে উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড়টি। আজ থেকেই উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় এলাকায় মৎসজীবীদের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, আগামী বুধবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে আঘাত হানতে পারে ডানা। এর প্রভাবে বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতের আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, মধ্য বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন উত্তর আন্দামান সাগরের কাছে সৃষ্ট ঘূর্ণাবর্ত আগামীকাল মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) নিম্নচাপে পরিণত হবে। নিম্নচাপটি বুধবার (২৩ অক্টোবর) ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে।এরপর শক্তি বৃদ্ধি করে বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হবে। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে অবস্থান করবে। এরপর উড়িষ্যার পুরি ও উপকূলে আছড়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর উপকূলেও এর সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়তে পারে। আবহাওয়া অফিস আরও জানিয়েছে, উড়িষ্যার-পশ্চিমবঙ্গ উপকূল বরাবর বুধবার সন্ধ্যা থেকে ৪০ থেকে ৫০ কিমি/ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো বাতাস থাকতে পারে। রাতের দিকে বেড়ে তা ৬০ কিমি/ঘণ্টা হতে পারে। বৃহস্পতিবার সকালে বাতাসের গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ১০০-১১০ কিমি পর্যন্ত হতে পারে। ২৫ অক্টোবর, শুক্রবার সকালে সেটা বেড়ে ১২০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়ও হতে পারে। স্থানীয় প্রশাসন, আজ সোমবার থেকে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামীকাল

৭-এর পাতায় দেখুন

হত্যাচেষ্টা মামলায় আগাম জামিন পেলেন জেড আই খান পান্না

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহাদুল ইসলাম নামে একজনকে গুলি ও মারধর করে হত্যাচেষ্টার মামলায় সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্নাকে আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। সোমবার (২১ অক্টোবর) বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। পুলিশ রিপোর্ট দাখিল হওয়া পর্যন্ত জামিনে থাকবেন তিনি। জামিন পেয়ে জেড আই খান পান্না সাংবাদিকদের বলেন, 'জামিন পেয়েছি তবে মুখ ও বিবেক বন্ধ হবে না।' আদালতে জেড আই খান পান্নার পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম, আলী

৭-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনাসহ ৫৭ জনের নামে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর রামপুরা এলাকায় সোহান শাহ নামে একজনকে গুলি করে হত্যার মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৫৭ জনকে আসামি করা হয়েছে। গত রোববার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ মামলা করেন নিহত সোহানের মা সুফিয়া বেগম। আদালতের বিচারক আরোবিয়া খানম বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে রামপুরা থানাকে অভিযোগটি এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। মামলায় অন্য আসামিরা হলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাবেক ডিবি প্রধান হারুনুর রশিদ, আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, সাবেক যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার বিশ্বাস, সাবেক এসবি প্রধান মনিরুল ইসলাম, সাবেক নরসিংদী ১ ও ২ আসনের সদস্য নজরুল ইসলাম হিরু ও আনোয়ার আশরাফ খান দিলীপ, ঢাকা ১৪ ও ১৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাইনুল

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা খুঁড়ে চলছে উন্নয়ন ও সংস্কারের কাজ। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে এসব কাজ চলছে ধীরগতিতে। রাজধানীর মতিঝিলে সাদেক হোসেন খোকা সড়কে দীর্ঘদিন ধরে এই খোঁড়াখুঁড়িতে চরম ভোগান্তিতে সাধারণ জনগণ।

শেখ হাসিনার মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দেয়া সকল মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা। গতকাল সোমবার সকালে গুলিস্তানের বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে তারা এ বিক্ষোভ মিছিল করে। বিক্ষোভ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বলেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে অন্যায় করা হচ্ছে। আমরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এসেছি। এই সকল মিথ্যা মামলা অভিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় এ বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. জসিম উদ্দিন, গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক আবু আব্বাস ভূঁইয়া, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নিজাম উদ্দিন,

৭-এর পাতায় দেখুন

রোহিঙ্গা শিবিরে গুলিতে একই পরিবারের ৩ সদস্য নিহত

কক্সবাজারঃ কক্সবাজারের উখিয়ার ১৭ নম্বর রোহিঙ্গা শিবিরে অস্ত্রধারীদের গুলিতে একই পরিবারের তিনজন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন। সোমবার (২১ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলেন - ক্যাম্প-১৭ এর ১০৪ নম্বর ব্লকের আহমদ হোসেন (৬০), তার ছেলে সৈয়দুল আমিন (২৮) ও মেয়ে আসমা (১৩)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ১৪ এপিবিএন অধিনায়ক (অতিরিক্ত ডিআইজি) মো. ইকবাল। ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের বরাত দিয়ে তিনি জানান, ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ওয়ালাপালং পুলিশ ক্যাম্পের আওতাধীন বর্ধিত ক্যাম্প-২০ এর লাল পাহাড় সংলগ্ন এস-৪ ও বি-৭ ব্লক এলাকা দিয়ে ১৫-২০ জন অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারী অস্ত্রসহ প্রবেশ করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা ওই ব্লকে বসবাসরত আহমদ হোসেন ও তার পরিবারকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। বুকে ও গলায় গুলি লেগে ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হয়। পরে আহত অবস্থায় আহমদ হোসেনের মেয়ে আসমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়। মো. ইকবাল বলেন, প্রাথমিকভাবে পুলিশ ধারণা করছে, সৈয়দুল আমিন আরসার কার্যক্রমের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত ছিলেন নিহত রোহিঙ্গা আহমদ হোসেন। এর জেরে প্রতিপক্ষ এ ঘটনা ঘটাতে পারে। ঘটনার পরে সন্ত্রাসীরা রোহিঙ্গা শিবিরের লাল পাহাড়ের দিয়ে পালিয়ে যায় এবং এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান তিনি।

পদ থেকে অব্যাহতি চাইলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : এইচএসসি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন অধ্যাপক তপন কুমার সরকার। সোমবার (২১ অক্টোবর) তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিবের কাছে আবেদন জমা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি বোর্ড থেকে তাকে প্রত্যাহার করে নিজের কর্মস্থল বা অন্য কোথাও পদায়নের অনুরোধ করেছেন। অধ্যাপক তপন কুমার সরকার বলেন, বোর্ড চেয়ারম্যানের পদ থেকে আমাকে প্রত্যাহার করে অন্য কোথাও দায়িত্ব দেওয়ার জন্য আবেদন করেছি। আমাকে মাউশির মাধ্যমে পদায়নের জন্য অনুরোধ করেছি।তিনি জানান, 'শিক্ষার্থীরা মনে করছেন, আমার জন্য তাদের ফল খারাপ হয়েছে; তারা ফেল করেছেন। সেজন্য আমি স্বেচ্ছায় এ পদ থেকে সরে যেতে চাচ্ছি। আমি

৭-এর পাতায় দেখুন

লেবাননে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, হিজবুল্লাহ সমর্থিত ব্যাংকে হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লেবাননের রাজধানী বৈরুত এবং দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হিজবুল্লাহকে সমর্থন যোগায় এমন একটি ব্যাংকের কয়েকটি শাখায়ও হামলা চালানো হয়েছে। খবর বিবিসির। এর মধ্যে বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় দাহিয়েহ শহরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। বেক্কা উপত্যকা ও লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের মতো ওই এলাকাও হিজবুল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এসব হামলায় কেউ হতাহত হয়েছে কি না তা এখনো জানা যায়নি। লেবাননের ২৫টি এলাকায় হামলা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টিই রাজধানী বৈরুতে। এসব এলাকায় রাতভর হামলা হতে পারে বলে সেখানকার বাসিন্দাদের ইসরায়েল আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) বলছে, হিজবুল্লাহকে সমর্থন করে এমন ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক অবকাঠামোগুলো তাদের মূল লক্ষ্য। রোববার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে আইডিএফের মুখপাত্র রিয়ার

৭-এর পাতায় দেখুন

দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন কুড়িগ্রামের ৩ গ্রাম

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলায় দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনযাপন করছেন তিন গ্রামের প্রায় সাড়ে তিনশ গ্রাহক।ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনের কবলে পড়ে উপজেলার চিলমারী ইউনিয়নের চর শাখাহাতী, গয়নার পটল ও শহিদুল মিস্ত্রির গ্রামের শত শত গ্রাহক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকলেও চালু করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস)। ফলে বিড়ম্বনায় পড়েছেন তিন গ্রামের শিক্ষার্থীসহ হাজারো মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, ব্রহ্মপুত্রের তলদেশ দিয়ে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে চিলমারী ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে সরকার। চরের গ্রামগুলোতে বৈদ্যুতিক খুঁটির মাধ্যমে গ্রাহকদের বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এতে কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনের মুখে সরবরাহ লাইনের খুঁটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

৭-এর পাতায় দেখুন

গ্রেফতার আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা থমকে যেতে পারে ব্যবসার গতি

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থক বা সরাসরি পদধারী কয়েকজন ব্যবসায়ী গত দুই মাসে গ্রেফতার হয়েছেন। অন্যরাও খুব স্বস্তিতে নেই। তাদেরও কাটছে না গ্রেফতার আতঙ্ক, যা ব্যবসা ও নতুন বিনিয়োগকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ী নেতারা। এতে আরও থমকে যেতে পারে কিছুটা ধুঁকতে থাকা ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি। আওয়ামী লীগের পতনের পর কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী এরই মধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন। গ্রেফতারদের অধিকাংশই ক্ষমতাচ্যুত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হলেও অন্য ব্যবসায়ীদের জন্যও বিষয়টি উদ্বেগের। এসব ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে কাজ করে হাজার হাজার মানুষ। তাদের গ্রেফতারে যদি ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তার প্রভাব পুরো অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে পড়বে। যেটা কারও জন্যই খুব সুখকর হবে না। তবে প্রকৃত অপরাধী বা দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের শাস্তির বিষয়ে সবাই একমত, তবে সেটা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতি না করে। ৫ আগস্টের পর গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র ও বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি মো. আতিকুল ইসলাম, বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ও সংসদ সদস্য আবদুস সালাম মুর্শেদী। তবে সালমান এফ রহমান ও নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ অনেক ব্যবসায়ী আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ক্ষমতাচ্যুত সরকার ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপনে চলে যান। সরাসরি বড় পদে না থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিতে সক্রিয় ছিলেন তারা। ফলে কিছুটা হলেও ব্যবসায়ীদের স্বাভাবিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক রপ্তানিমুখী ব্যবসায়ী বলেন, 'আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত

৭-এর পাতায় দেখুন

মাথায় আঘাত, রাশিয়া সফর বাতিল করলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নিজ বাড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা। চিকিৎসকদের পরামর্শে রাশিয়া সফর বাতিল করেছেন তিনি। সোমবার (২১ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রাজিলের ৭৮ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট লুলা গত শনিবার ব্রাসিলিয়ায় নিজ বাড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। তার মাথায় পাঁচটি সেলাই লেগেছে এবং মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্রাসিলিয়ার সিরিও-লিবানেস হাসপাতাল বলেছে, তারা প্রেসিডেন্টকে অস্থায়ীভাবে দীর্ঘ দূরত্বের ফ্লাইট এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দিয়েছে। প্রেসিডেন্টের মাথার পেছনে আঘাত লেগেছে এবং চিকিৎসকরা তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

৪৬ বছরে পাচার ৮ লাখ কোটি টাকা

উৎপাদনের (জিডিপি) অন্তত ৩ শতাংশের সমপরিমাণ মতো অর্থ পাচার হয়ে যাচ্ছে, যা দেশে বহুমাত্রিক বৈষম্য ও দারিদ্র্যের বিস্তার ঘটাচ্ছে এবং সর্বগ্রাসী দুর্নীতিকে উৎসাহিত করছে। অর্থনীতি সমিতির হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৭৫ হাজার ৭৩৪ কোটি টাকা, যা একই অর্থবছরের সৃষ্ট মোট কালো টাকার (৮ লাখ ৪১ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা) ৯ শতাংশের সমপরিমাণ এবং একই অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ১৬.৩ শতাংশের সমপরিমাণ। এ হিসাবে ৪৬ বছরে (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে) দেশের মোট অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৭ লাখ ৯৮ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা। যেখানে প্রতিবছর বাজেট সংকুলানের জন্য সরকারকে দেশি-বিদেশি বিপুল ঋণ নিতে হচ্ছে, সেখানে মোট বাজেটের প্রায় এক-পঞ্চমাংশের সমপরিমাণ অর্থ পাচার হয়ে যাওয়া জাঁতি হিসেবে অত্যন্ত উদ্বেগের। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে অন্তর্বর্তী সরকারের টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। তবে মনে করে, যেহেতু দুর্নীতি-কালো টাকা-অর্থ পাচার বাংলাদেশের অর্থনীতিকে টেকসই ও উন্নত করার পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকে পরিণত হয়েছে, সেহেতু 'দুর্নীতি, কালো টাকা ও অর্থ পাচার কমিশন' শীর্ষক একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২৩-২৪: বৈষম্য নিরসনে জনগণতান্ত্রিক বাজেট' দলিলে এই কমিশনের বিশদ রূপরেখা দেওয়া আছে। যেখানে উল্লেখ করা হয়, এই কমিশনের প্রধান কাজ হবে দুর্নীতি, কালোটাকা ও অর্থ পাচারসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড নিরন্তর চালিয়ে যাওয়া এবং অনুসন্ধান-গবেষণার ফল প্রতি তিন মাস অন্তর গণমাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা।

১১ বছরে সড়কে ঝরেছে লক্ষাধিক

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই সময়ে মোট সংঘটিত দুর্ঘটনার ৩১ দশমিক ৭৬ শতাংশ জাতীয় মহাসড়কে, ৩৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়কে, ২২ দশমিক ৫৪ শতাংশ ফিডার রোডে সংঘটিত হয়। এছাড়াও সারা দেশে সংঘটিত মোট দুর্ঘটনার ৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ ঢাকা মহানগরীতে, ১ দশমিক ৮২ শতাংশ চট্টগ্রাম মহানগরীতে এবং শূন্য দশমিক ৮৩ শতাংশ রেলক্রসিংয়ে সংঘটিত হয়েছে। মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, দেশের ইতিহাসে সড়ক মন্ত্রণালয়ের এক যুগেরও বেশি সময়ের মন্ত্রী হিসেবে ওবায়দুল কাদের পরিবহনে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, ভাড়া নৈরাজ্য, সড়কে চাঁদাবাজি, মানসম্মত গণপরিবহন নামানো, অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে চরমভাবে ব্যর্থতার কারণে সড়কে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সরকার পরিবর্তনের পরও সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়, নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিআরটিএতে ওবায়দুল কাদেরের প্রেতাত্মারা পদে পদে বসে আছে। এখনও তারা সড়কে গণহত্যা বন্ধ, যানজট ও দুর্ঘটনা কমানো, সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সড়কের চাঁদাবাজরা পালিয়েছে, জ্বালানি তেলের দাম কমেছে কিন্তু পরিবহন ভাড়া কমছে না। পণ্যমূল্য কমছে না। তিনি বলেন, সড়ক মন্ত্রণালয়, বিআরটিএসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাবেক সড়কমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের আশীর্বাদপুষ্ট কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা শতশত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। তারা মন্ত্রণালয় ও বিআরটিএকে পকেটে নিয়ে ঘোরেন। এখানও সেই ধারা অব্যহত রয়েছে। তারা বিগত সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে তৎপর। মোজাম্মেল হক বলেন, রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন সড়কে ভয়াবহ যানজট ও বিশৃঙ্খলা থামাতে না পারলে বর্তমান সরকারকে ভয়াবহ খেসারত দিতে হবে। পরিবহন খাত জঞ্জালমুক্ত করতে হলে এই খাতের আপদমস্তক সংস্কার প্রয়োজন। অন্যান্য জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ খাতের মতো পরিবহন খাত সংস্কার কমিশন গঠনের দাবি জানান তিনি। বছরভিত্তিক যাত্রী কল্যাণ সমিতির এই প্রতিবেদনগুলো নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের জেল-জুলুম, মামলা-হামলাসহ নানামুখী হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। কখনও কখনও যাত্রী কল্যাণ সমিতির সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিবেদন প্রকাশ বন্ধের জন্য নানাভাবে চাপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি বন্ধে তৎকালীন সড়ক মন্ত্রীর রাজনৈতিক বক্তব্য ছাড়া কার্যকর অর্থে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে আলোচনা সভায় উঠে আসে। এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন- গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিবিদ ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, গণপরিবহন বিশ্লেষক আবদুল হক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, যাত্রী কল্যাণ সমিতির সহ-সভাপতি তাওহিদুল হক লিটন, প্রচার সম্পাদক মাহামুদুল হাসান রাসেল প্রমুখ।

কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে রিগ

কতটাকা দিতে হবে সে মোতাবেক ফরমায়েশি ডিপিপি। গ্যাজপ্রমকে বিনা দরপত্রে দেওয়া কূপ খননের কাজের ক্ষেত্রে দর নির্ধারণ হতো মন্ত্রণালয়ে বসে। পরে সে অনুযায়ী প্রত্যেকটি কূপেই ১০০ থেকে ১৩০ কোটি টাকা বেশি দেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। আর সেই খরচের অংক মেলাতে আজগুবি সব খাত দেখানো হয়েছে। দরপত্র ছাড়া বিশেষ আইনে গ্যাজপ্রমের সঙ্গে সম্পাদিত সবগুলো চুক্তি যাচাই-বাছাই করার দাবি উঠেছে। চড়া দরে দেওয়া দরপত্রে দেশের কয়েক হাজার কোটি টাকা হাতিয়েছে একটি সিন্ডিকেট। লুটপাটে জড়িতদের মুখোশ উন্মোচন করতে বিশেষ আইনে সম্পাদিত চুক্তি পর্যালোচনা কমিটির কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। বাপেক্স সূত্র জানিয়েছে, শুধু রিগ মোবিলাইজেশন খাত নয় আরও অনেক বিষয়ে জালিয়াতি করা হয়েছে টবগী, ভোলা নর্থ-২ এবং ইলিশা কূপ খনন প্রকল্পে। আগের কূপগুলোর তুলনায় ভোলার ওই তিনটি কূপের গভীরতা কম হলেও দর ধরা হয় অনেক বেশি। গ্যাজপ্রম শাহবাজপুর কূপ#৩ ও কূপ#৪ খনন করেছে। এগুলোর গভীরতা ছিল ৪ হাজার মিটার (এমডি)। আর টবগী, ভোলা নর্থ-২ এবং ইলিশার গভীরতা ছিল প্লাস-মাইনাস ৩৪৫০ মিটার। প্রায় ৫০০ মিটার গভীরতা কমলেও দর বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে। আওয়ামী লীগের শাসনামলে গ্যাজপ্রমকে চড়াদরে কাজ দেওয়ার বিষয়টি ছিল ওপেন সিক্রেট। রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বাপেক্স ৭০ থেকে ৮০ কোটি টাকায় যে কূপ খনন করতে পারে, একই কূপ খননে ২২০ দেওয়া হয়েছে গ্যাজপ্রমকে। এভাবে ১৯টি কূপ খননে রাষ্ট্রের কয়েক হাজার কোটি টাকা ভাগ বাটোয়ারা করা হয়েছে। জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, কূপ খননে যা হয়েছে তাকে মহাসাগর ডাকাতি বলা যায়। তিনগুণ পর্যন্ত বিল দেওয়া হয়েছে বিনা দরপত্রে। প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র নিশ্চিত করা গেলে কয়েক হাজার কোটি টাকা বেঁচে যেতো।

আর যে কাজ রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বাপেক্স করতে পারে সেই কাজ চড়া দরে ঠিকাদারকে দিতে হবে কেনো এমন প্রশ্ন তুলেছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. বদরুল ইমাম। তিনি বলেছেন, যেখানে বাপেক্স কাজ করতে সক্ষম সেখানে বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে। বাপেক্সের কূপ গ্যাজপ্রমকে দিয়ে করানোর কোন যৌক্তিকতা দেখি না। কেনো বিদেশি কোম্পানি দিয়ে করাতে হলো এটা নিয়েও তদন্ত হওয়া উচিত। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট মোকাবিলার কথা বলে ২০১০ সালে 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বিধান বৃদ্ধি (বিশেষ আইন) আইন' প্রণয়ন করে সরকার। শুরুতে দুই বছরের জন্য আইনটি করা হলেও দফায় দফায় মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। আইনটির ৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'এই আইনের অধীনকৃত বা কৃত বলিয়া বিবেচিত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।' বিশেষ আইন ব্যবহার করে মোট ১৯টি কূপ খননের কাজ দেওয়া হয় গ্যাজপ্রমকে। রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বাপেক্স ৭০ থেকে ৮০ কোটি টাকায় যে কাজ করতে পারে, একই কূপ সোয়া ২০০ কোটি টাকায় দেওয়া হয়েছে। গ্যাজপ্রমকে যখন কূপ প্রতি ২০০ কোটি টাকা করে দেওয়া হয়, ওই সময়ে বাপেক্স রূপগঞ্জ (২০১৫ সাল) কূপ খনন করেছে ৬১ কোটি টাকা খরচে। ওই প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রাক্কলিত দর ছিল ৯৭ কোটি টাকা, সেই কাজ বাপেক্স ৬১ কোটি টাকায় শেষ করে বাকি টাকা ফেরত দিয়েছে। শ্রীকাইল ইস্ট-১ ও সালদা নর্থ-১ (২০১৬ সাল) কূপ দুটি খননে ব্যয় হয়েছে ১৪৪ কোটি টাকা। এতে করে কূপ প্রতি খরচ পড়েছে ৭২ কোটি টাকা। গ্যাজপ্রমকে কমিশন ভোগীরা বিভিন্ন রকম যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে, বাপেক্স যেহেতু নিজের রিগ ব্যবহার করেছে সে কারণে রিগ ভাড়া দিতে হয় নি, তাই খরচ কম। রিগ ভাড়া যোগ করলে ধারেকাছে চলে যাবে গ্যাজপ্রমকে দেওয়া দর। একটি কূপ খনন করতে আদর্শ সময় বিবেচনা করা হয় ৪৫দিন (যদিও ৩০ দিনে শেষ হয়ে থাকে) সে হিসাবে রিগ দৈনিক ভাড়া ২০ হাজার ডলার/১২০ টাকা) ভাড়া দাঁড়ায় ১০ কোটি টাকার মতো। অর্থাৎ সবমিলিয়ে দাঁড়ায় ৮২ কোটি টাকা। যেখানে এই পরিসংখ্যান থেকে টবগী, ভোলা নর্থ-২ এবং ইলিশা কূপ খননে ৬২ মিলিয়ন ডলারে চুক্তি করা হয়। যা বাংলা টাকায় তখন পড়েছিল সোয়া ২০০ কোটি টাকার মতো। বিভিন্ন সময়ে এভাবে কয়েকগুণ বেশি দরে ১৯টি কূপের কাজ দেওয়া হয় গ্যাজপ্রমকে। আরও ১৫টি কূপ খনন প্রস্তাব প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল। সবচেয়ে এগিয়ে ছিল বাপেক্সের ভোলা গ্যাসফিল্ডের ৫টি কূপ খনন প্রকল্প। ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির আরেকটি মিটিং হলেই চূড়ান্ত হতো। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে সেই প্রস্তাব আর চূড়ান্ত হয়নি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান দায়িত্ব নেওয়ার পরই বিশেষ আইনে প্রক্রিয়াধীন থাকা প্রকল্প স্থগিত করে দিয়েছেন। যদিও গ্যাজপ্রমের এ দেশীয় এজেন্টরা এখনও হাল ছাড়েন নি, তারা নানাভাবে তদবির অব্যাহত রেখেছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরল নজির গড়েছে গ্যাজপ্রম। গ্যাজপ্রমকে বাংলাদেশি এজেন্টরা দিনে দিনে দানবে পরিণত করেছিল। তাদের চাপে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সের প্রাণ যায় যায় অবস্থা হয়েছে। দরপত্র ছাড়া বিশেষ আইনে কূপ খননের কাজ দিতে তাড়াহুড়ো ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রস্তাবিত ১৫টি কূপে প্রতিটিতে ২৩ মিলিয়ন ডলার হারে (১২০ টাকা) প্রায় ৪২০০ কোটি টাকায় চুক্তি করতে যাচ্ছিল বাংলাদেশ। ওই কাজগুলো বাপেক্স দিয়ে সর্বোচ্চ ১২০০ কোটি টাকায় করা সম্ভব। যার ভুরিভুরি নজির মন্ত্রণালয়ে বিদ্যমান, তারপরও চোখ বন্ধ করে ধারাবাহিকভাবে চড়া দরে কাজ দেওয়া হয়েছে। জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এমনও সব নজির রয়েছে যা একইসঙ্গে ভয়ানক বলা যায়। তবুও সেই ভয়াবহ কাজ করে গেছেন তৌফিক ই-ইলাহী চৌধুরী সিন্ডিকেট। ২০১৪ সালে বাপেক্সের ৩৫৪তম বোর্ড সভায় শ্রীকাইল-৪ কূপ খননের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। ৫৫৬তম বোর্ডসভায় ৬৪টি কোটি টাকার ডিপিপি (প্রকল্প উন্নয়ন প্রস্তাব) অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত ডিপিপি পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করে। নিয়ম হচ্ছে পেট্রোবাংলা অনুমোদন সাপেক্ষে কাজ শুরু হবে। কিন্তু পেট্রোবাংলায় ৬৪ কোটি টাকার ডিপিপি অনুমোদন না দিয়ে ২০০ কোটি টাকার ডিপিপি প্রেরণ করার ফরমায়েশ দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে একই কাজের (একই গভীরতা) জন্য ২০০ কোটি টাকার ডিপিপি করা হয়। আর সেই কাজটি দেওয়া হয় গ্যাজপ্রমকে। এর পেছনে কলকাঠি নাড়ছেন ন্যাশনাল গ্রুপের চেয়ারম্যান রাশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী আব্দুস সাত্তার মিয়া (মিয়া সাত্তার)। রহস্য মানব মিয়া সাত্তার এক সময় রাশিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। আওয়ামী লীগের উপরে মহলে দহরম মহরম থাকায় যা খুশি তাই করেছেন। অনেক বিতর্ক হলেও তার অপকর্ম থেমে থাকেনি। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়ে আওয়ামী লীগে পক্ষে জনমত গড়তে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন মিয়া সাত্তার। রাশিয়াতে "বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি" গঠন করে বিভিন্ন সভা-সেমিনারের আয়োজন করেন। এসব সেমিনার থেকে আমেরিকার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তোলা হয়। ওই সব আয়োজনে নেপথ্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তিনি। তারই পুরস্কার হিসেবে নির্বাচনের পর চড়া দরে আরও ১৫টি কূপ খননের কাজ দিতে যাচ্ছিল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের পতনের পরে ভোল পাল্টে ফেলার চেষ্টা করছেন মিয়া সাত্তার। গ্যাজপ্রমের বাংলাদেশ অফিসের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তারা কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন কর্মকর্তা বলেছেন, আমি সম্প্রতি যোগদান করেছি, রিগ মোবিলাইজেশনের বিষয়টি আমার যোগদানের পূর্বের, সে কারণে বিষয়টি আমার জানা নেই। দ্বীপজেলা ভোলায় ৯টি কূপ রয়েছে, এগুলো থেকে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব। সেখানে গ্যাসের চাহিদা নেই, আবার মূল ভূখণ্ডে আনার পাইপলাইন না থাকায় দৈনিক মাত্র ৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। ২০১৭ সাল থেকে বেকার পড়ে রয়েছে কয়েকটি কূপ সেই ভোলায় দ্রুত সরবরাহ আইনে চড়াদরে ৫টি কূপ খনন প্রকল্প কার স্বার্থে গ্রহণ করছে এমন প্রশ্ন তুলেছেন সংশ্লিষ্টরা। দেশের স্বার্থ নয়, এই প্রকল্প রাশান কোম্পানি গ্যাজপ্রমকে কাজ দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন অনেকেই। যখন গ্যাজপ্রমকে দিয়ে টবগী ও ভোলা নর্থ (বসে থাকা কূপ) খনন করা হয় তখনও আপত্তি উঠেছিল। তখন বলা হয়েছিল এসব কূপ এখন খনন করে কোনো লাভ নেই। তখন সংশ্লিষ্টদের এমন আপত্তি সত্ত্বেও কূপ দু'টি অস্বাভাবিক চড়া দরে খনন করা হয়। ক্যাবের জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক শামসুল আলম বলেন, ভোলার কূপ খননের বিষয়টি বাংলাদেশের জ্বালানি চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। নাইকোকে যেমন বিশেষ ব্যক্তিদের লাভ-লস হিসেবে করে কাজ দেওয়া হয়েছিল, এখানে তেমনি হয়েছে। এখানে বিশেষ ক্ষমতা আইনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ১০ টাকার কাজ একশ টাকায় দেওয়া হয়েছে এমন অরাজকতার দৃষ্টান্ত বিশ্বের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। গ্যাজপ্রমকে কাজ দিতে যে সব অন্যায় করা হয়েছে সেগুলো ফৌজদারি অপরাধ, এগুলোর জন্য ফৌজদারি আইনে বিচার হওয়া উচিত।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে কয়েক মাস

সেপ্টেম্বরে বন্ধ হয়েছে আরও ২৬টি কোম্পানি। যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্মগুলোর পরিদফতরের (আরজেএসসি) তথ্য অনুযায়ী, গত ৫ মাসে (মে থেকে সেপ্টেম্বর) ১২৮টি কোম্পানি বন্ধ হয়েছে। এর মধ্যে চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ৮৩টি কোম্পানি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। আগের সরকারের সুবিধাভোগী অনেক ব্যবসায়িক পৃষ্ঠপোষক ইতোমধ্যে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন, যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি স্থবির অবস্থায় রয়েছে। শুধু তাই নয়, শ্রমিক অসন্তোষের কারণে গত মাসের শুরুর দিকে বন্ধ ছিল ২ শতাধিক পোশাক কারখানার উৎপাদন। বিজিএমইএ'র তথ্য বলছেড়সাভার, আশুলিয়া ও গাজীপুরে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে পোশাকশিল্পে আনুমানিক প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে। তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে কিছু অর্ডার চলে গেছে প্রতিযোগী দেশগুলোতে। সংগঠনটির সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম শনিবার (১৯ অক্টোবর) বলেছেন, আমাদের শিল্প ভালো নেই। প্রতিযোগী দেশগুলো থেকে আমরা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছি। বিশ্বে আমাদের পোশাক আমদানি কমে আসছে। চলতি বছরের জানুয়ারি-আগস্ট সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক আমদানির পরিমাণ বেড়েছে ১ দশমিক ৫ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশ থেকে কমে গেছে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ। কিন্তু চীন থেকে রফতানি বেড়েছে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। একইভাবে ভিয়েতনাম থেকে বেড়েছে ৫ দশমিক ২ শতাংশ, ভারত থেকে বেড়েছে ৭ দশমিক ৬ শতাংশ এবং কম্বোডিয়া থেকে বেড়েছে ৭ দশমিক ৭ শতাংশ। ইউরোপে জানুয়ারি-জুলাই সময়ে মোট আমদানি বেড়েছে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ। সেখানে বাংলাদেশ থেকে বেড়েছে মাত্র ২ দশমিক ৮ শতাংশ। কিন্তু চীন থেকে বেড়েছে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ, ভারত থেকে বেড়েছে ৫ দশমিক ১৮ শতাংশ, কম্বোডিয়া থেকে বেড়েছে ১৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ, ভিয়েতনাম থেকে বেড়েছে ১২ দশমিক ৬১ শতাংশ এবং পাকিস্তান থেকে বেড়েছে ১৪ দশমিক ৪১ শতাংশ। আর তুলনামূলক রফতানি প্রবৃদ্ধির বিচারে চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে বাংলাদেশের রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ। আর ভিয়েতনামের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ এবং ভারতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ এই বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় প্রবৃদ্ধিতে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছি। যেটি এসব দেশে রফতানি আদেশ শিফট হয়ে যাওয়াকে ইঙ্গিত করে। রফিকুল ইসলাম বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে নির্দিষ্ট কিছু শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতার কারণে শুধু সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের প্রায় ২৫০-৩০০ মিলিয়ন ডলারের রফতানি ও উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে।' বিশ্লেষকরা বলছেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে কিছু কোম্পানির ব্যবসা করার সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে। এছাড়া মূল্যস্ফীতির চাপে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, বিক্রি কমে যাওয়া, সুদের উচ্চ হার, শ্রম অসন্তোষ, পরিবহন ও কারিগরি সমস্যা, ডলার সংকটে কাঁচামালের ঘাটতি, বৈশ্বিক যুদ্ধ ও আকস্মিক বন্যার বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করতে হচ্ছে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের। কোম্পানিগুলোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীড়স্থায়ীভাবেই প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এরইমধ্যে ১৬০টির মতো কোম্পানি বন্ধের প্রক্রিয়াও এগিয়ে চলছে। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আরজেএসসিতে বন্ধের আবেদনসহ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট জমা দিয়েছে। আবার কিছু কোম্পানি সাধারণ সভার বৈঠকে প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। বন্ধের তালিকায় ছোট প্রতিষ্ঠান যেমন রয়েছে, তেমনই বড় গ্রুপের প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্মগুলোর পরিদফতরে নিবন্ধিত এসব কোম্পানির মধ্যে পণ্য সরবরাহ ও সেবাদানকারী উভয় খাতের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া নতুন বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়ে নিবন্ধন নেওয়া কোম্পানিও বন্ধের তালিকায় আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১৫ লাখ কোটি টাকা মোট ঋণের প্রায় ৩২ শতাংশই দুর্দশাগ্রস্ত ঋণ ছিল। এই পরিসংখ্যান আগের বছরের তুলনায় প্রায় এক লাখ কোটি টাকা বা ২৬ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ব্যাংকিং খাতে বর্তমানে ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৬ লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপির পরিমাণ মোট বিতরণকৃত ঋণের ১২ শতাংশের কম। তবে এস আলম গ্রুপের ঋণসহ বড় ঋণগুলো বিবেচনায় নিলে খেলাপি ঋণের হার ২০ শতাংশ হয়ে যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে বেসরকারি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, 'দুর্ভাবনার বিষয় যে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ (এনপিএল) ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের এনপিএল ২ লাখ কোটি টাকার কিছু বেশি হলেও এস আলমসহ কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ঋণ এনপিএলে পরিণত হলেড়সেটি ৩ লাখ থেকে সাড়ে ৩ লাখ কোটি টাকা হয়ে যেতে পারে। এই পরিমাণটা হবে আইনি কাঠামোসহ বিভিন্ন জায়গায় থাকা ঋণগুলো বাদেই।' বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে জানা যায়, দেশের শিল্প উদ্যোক্তারা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ঋণ পুনঃতফসিল করেছেন। ২০২৩ সালের শেষে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ স্থিতির ২৬ দশমিক ৪ শতাংশই ছিল শিল্প খাতের। দ্বিতীয় স্থানে ছিল বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাত। এ খাতের উদ্যোক্তারা ২০ দশমিক ৯ শতাংশ ঋণ পুনঃতফসিল করেছেন। এছাড়া পুনঃতফসিলকৃত ঋণের ১১ দশমিক ৩ শতাংশ চলতি মূলধন, ব্যবসায়িক ১১ শতাংশ, আমদানি ৮ দশমিক ৭ শতাংশ, ৬ দশমিক ৫ শতাংশ নির্মাণ, ৫ দশমিক ২ শতাংশ কৃষি খাতে এবং ৫ দশমিক ৫ শতাংশ অন্যান্য খাতে। ব্যাংকগুলো সর্বশেষ ২০২৩ সালে ৯১ হাজার ২২১ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ পুনঃ তফসিল করেছে। পুনঃতফসিল করা এই অঙ্ক এক বছরের হিসাবে এযাবৎকালে সর্বোচ্চ। এছাড়া ২০২৩ সালের শেষে ব্যাংক খাতের পুনঃতফসিলকৃত ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৮৮ হাজার ৫৪০ কোটি টাকা, যা ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা মোট ঋণের ১৮ দশমিক ৭৫ শতাংশ। পুনঃতফসিল করা ঋণের সঙ্গে খেলাপি ও অবলোপন করা ঋণ যোগ করলে মন্দ ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫ লাখ কোটি টাকা। এর সঙ্গে অনেক ব্যাংকের পরিচালকদের নেওয়া ঋণ বিবেচনায় নিলে প্রকৃত পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে যে খেলাপি ঋণ হিসাব করা হয়নি, সেগুলো এর সঙ্গে যোগ করা হলে মন্দ ঋণ আরও বেশি হতো।' তিনি বলেন, 'একদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমর্থনে লুটপাট হয়েছে, অপরদিকে বড় ঋণগ্রহীতারা তাদের প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে ঋণ সুবিধা নিয়েছে, কিন্তু ফেরত দেয়নি। ফলে ব্যাংকগুলো এখন চাপে পড়েছে।' এদিকে যাচাই-বাছাই না করে ঋণ বিতরণ করায় বেশ কয়েকটি ব্যাংক এখন চাপে পড়েছে। কয়েকটি ব্যাংক আমানতকারীদের টাকা সময়মতো ফেরত দিতে পারছে না। এছাড়া দেশের ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও খেলাপি ঋণ বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত তিন মাসে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর খেলাপি ঋণ ৮২২ কোটি টাকা বেড়েছে। গত জুনের শেষে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা, যা এই খাতে বিতরণ করা মোট ঋণের ৩৩.১৫ শতাংশ।

রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন সাংবাদিক মুশফিকুল

দায়িত্ব পালন করেন। জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ তুলে ধরে নানা প্রশ্ন করতেন। বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন, নির্বাচন জালিয়াতি এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা নিয়ে প্রায় জাতিসংঘ ও হোয়াইট হাউজের প্রেস কনফারেন্সে প্রশ্ন করতেন তিনি। এর আগে সাংবাদিকতায় সাহসী ভূমিকার কারণে আওয়ামী লীগ সরকারের রোষানলে পড়ে ২০১৫ সালে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। মুশফিকুল ফজল আনসারী ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সহকারী প্রেস সচিব ছিলেন। এ ছাড়া দৈনিক ইত্তেফাকের কূটনীতিক প্রতিবেদকও ছিলেন তিনি। বার্তা সংস্থা ইউএনবিসহ আরও কয়েকটি মিডিয়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন তিনি। বিশ্বব্যাংকের কনসালট্যান্টও ছিলেন। ব্রিটেনের দ্য টাইমস ও সানডে টাইমস পত্রিকায় ওয়ার্কএক্সিপিরিয়েন্স রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেছেন। মুশফিকুল ফজল আনসারি গত ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে ফেরেন। দেশের সাংবাদিকরা জাতীয় প্রেসক্লাবে তাকে সংবর্ধনা দেন।

২০২৫ সালের সরকারি ছুটির

দুই দিন (২৯ ও ৩০ মার্চ এবং ১ ও ২ এপ্রিল) নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। আর ঈদুল আজহার আগের দুই দিন ও পরের তিন দিন (৫ ও ৬ জুন এবং ৮, ৯ ও ১০ জুন) নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া, দুর্গাপূজায় বিজয় দশমীর দিন ২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সাধারণ ছুটি এবং আগের দিন ১ অক্টোবর বুধবার নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি রয়েছে।

সাধারণ ছুটি : ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ২৮ মার্চ এপ্রিল জুমাতুল বিদা, ৩১ মার্চ ঈদুল ফিতর, ১ মে মে দিবস, ২১ মে বুদ্ধপূর্ণিমা (বৈশাখি পূর্ণিমা), ৭ জুন ঈদুল আজহা, ১৬ আগস্ট জন্মাষ্টমী, ৫ সেপ্টেম্বর ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.), ২ অক্টোবর দুর্গাপূজা (বিজয়া দশমী), ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস এবং ২৫ ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন (বড়দিন)।

নির্বাহী আদেশে সাধারণ ছুটি : ১৫ ফেব্রুয়ারি শবে বরাত, ২৮ মার্চ শবে কদর, ২৯ ও ৩০ মার্চ এবং ১ ও ২ এপ্রিল ঈদুল ফিতরের আগে দুই দিন ও পরে দুই দিনসহ মোট চার দিন, ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ, ঈদুল আজহার আগে ৫ ও ৬ জুন দুদিন এবং পরে ৮ থেকে ১০ জুনসহ মোট পাঁচ দিন, ৬ জুলাই আশুরা এবং ১ অক্টোবর দুর্গাপূজার মহানবমীর দিন নির্বাহী আদেশে ছুটি থাকবে।

ঐচ্ছিক ছুটি : ঐচ্ছিক ছুটির মুসলিম পর্বের মধ্যে রয়েছেড়২৮ ফেব্রুয়ারি শবে মেরাজ, ৩ এপ্রিল ঈদুল ফিতরের পরের তৃতীয় দিন, ১১ জুন ঈদুল আজহার পরের চতুর্থ দিন, ২০ সেপ্টেম্বর আখেরি চাহার সোম্বা এবং ৪ অক্টোবর ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম। হিন্দু পর্বের ঐচ্ছিক ছুটির দিনগুলোর মধ্যে রয়েছেড় ৩ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজা, ২৬ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রি ব্রত, ১৪ মার্চ দোলযাত্রা, ২৭ মার্চ হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব, ২১ সেপ্টেম্বর মহালয়া, ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর দুর্গাপূজা (সপ্তমী ও অষ্টমী), ৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজা এবং ৩১ অক্টোবর শ্যামাপূজা। খ্রিস্টান পর্বের ঐচ্ছিক ছুটিড়১ জানুয়ারি ইংরেজি নববর্ষ, ৫ মার্চ ভস্ম বুধবার, ১৭ এপ্রিল পূণ্য বৃহস্পতিবার, ১৮ এপ্রিল পূণ্য শুক্রবার, ১৯ এপ্রিল পূণ্য শনিবার, ২০ এপ্রিল ইস্টার সানডে এবং ২৪ ও ২৬ ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের জন্মোৎসব (বড়দিনের আগে ও পরের দিন)। ঐচ্ছিক ছুটির বৌদ্ধ পর্বের মধ্যে রয়েছেড়১১ ফেব্রুয়ারি মাঘী পূর্ণিমা, ১৩ এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তি, ১০ ও ১২ মে বুদ্ধ পূর্ণিমা (পূর্বের ও পরের দিন), ৯ জুলাই আষাঢ়ি পূর্ণিমা, ৬ সেপ্টেম্বর মধু পূর্ণিমা এবং ৫ অক্টোবর প্রবারণা পূর্ণিমা (আশ্বিনী পূর্ণিমা)। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ও এর বাইরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীদের জন্য ঐচ্ছিক ছুটির মধ্যে রয়েছেড়১২ ও ১৫ এপ্রিল বৈসাবি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর অনুরূপ সামাজিক উৎসব। ছুটির প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, একজন কর্মচারীকে তার নিজ ধর্ম অনুযায়ী বছরে অনধিক মোট তিন দিনের ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক কর্মচারীকে বছরের শুরুতে নিজ ধর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত তিন দিনের ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। সাধারণ ছুটি, নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে যুক্ত করে ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। যেসব অফিসের সময়সূচি ও ছুটি তাদের নিজস্ব আইন-কানুন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে বা যেসব অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাকরি সরকার থেকে অত্যাবশ্যক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান নিজস্ব আইন-কানুন অনুযায়ী জনস্বার্থ বিবেচনা করে এ ছুটি ঘোষণা করবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিন জেলায় ২শত আইন কর্মকর্তা

জজ আদালতে জিপি ও পিপি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন যথাক্রমে মো. শফিকুল ইসলাম (টুকু) ও মো. আব্দুল বাছেদ। ঠাকুরগাঁও জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জিপি ও পিপি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন যথাক্রমে মোহাম্মদ সারওয়ার হোসেন ও মোহাম্মদ আব্দুল হালিম। ঝিনাইদহ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জিপি ও পিপি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন যথাক্রমে মো. মোকাররম হোসেন টুলু ও এসএম মশিয়ুর রহমান। পেশাগত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সততা সম্পর্কে নিজ নিজ জেলার জেলা ও দায়রা জজ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৪৯২ ধারা এবং দ্য লিগ্যাল রিমেমব্রেন্সার্স ম্যানুয়াল, ১৯৬০-এর ২ নং অধ্যায়ের ১নং অনুচ্ছেদের বিধি ৯ এবং ৬ নং অনুচ্ছেদের বিধি ১৭-এর বিধান অনুযায়ী তাদেরকে সাময়িকভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে আদেশে জানানো হয়েছে। উপ সলিসিটর (জিপি-পিপি) সানা মো. মাহরুফ হোসাইন স্বাক্ষরিত এই নিয়োগাদেশে জেলা তিনটির জেলা ও দায়রা জজ আদালত ও এদের অধীন আদালত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ জজ আদালতে এর আগে নিয়োগ করা সব আইন কর্মকর্তার নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তাদেরকে নিজ নিজ পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে

হওয়ার পর সাত বছরে নানা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষায় নানা সংকট উত্তরণে সাত কলেজকে নিয়ে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি করছেন তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত থেকে বেরিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় করতে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জোর দাবি জানানা তারা। শিক্ষার্থীরা প্রাথমিকভাবে তিনটি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছে। এগুলো হলো-

১. সাত কলেজ নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় করার অভিপ্রায়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি সংস্কার কমিটি গঠন করতে হবে।

২. সংস্কার কমিটি অনধিক ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সাত কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে সাত কলেজের সমন্বয়ে শুধু একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার রূপরেখা প্রণয়ন করবেন।

৩. সংস্কার কমিটি বর্তমান কাঠামো সচল রাখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবেন; যাতে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সেশন জটিলতার কোনো ধরনের পরিবেশ তৈরি না হয়।

দেশের অর্থনীতির সামনে

বসে থাকেন। টাকাটা তাঁরা পকেটে রেখে দেন। তাই অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠতে সরকারকে চেষ্টা করতে হবে, পদক্ষেপ নিতে হবে।' জাহিদ হোসেনের মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য তিনটি সূত্র থেকে এই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। প্রথমত, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, যার কারণে শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং মালিক, শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় একটি সমঝোতার পরও যা চলমান রয়েছে। দ্বিতীয়ত, আর্থিক খাতের দুর্বলতা, যা ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তৃতীয়ত, জ্বালানি খাতের দীর্ঘদিনের সমস্যা।

সংকোচনের ধারায় অর্থনীতি : অর্থনীতির সাম্প্রতিক শ্লথ গতি অবশ্য হঠাৎ আসেনি। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, ২০২২২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ছিল ৫ দশমিক ৮ শতাংশ। অর্থাৎ গত অর্থবছরেই বাংলাদেশের অর্থনীতি শ্লথ হতে শুরু করে, যে ধারা চলতি বছরে আরেকটু জোরদার হতে পারে। অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখে যেসব দেশীয় প্রতিষ্ঠান, তারা জানাচ্ছে, টানা তিন মাস ধরেই সংকোচনের ধারায় রয়েছে অর্থনীতি। দেশের অন্যতম প্রধান ব্যবসায়ী সংগঠন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) ও বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ যৌথভাবে প্রতি মাসে যে পারচেজিং ম্যানেজারস ইনডেক্স (পিএমআই) প্রকাশ করে, তাতে দেখা যাচ্ছে, দেশে জুলাই ও আগস্ট মাসের ধারাবাহিকতায় সেপ্টেম্বর মাসেও অর্থনীতি সংকোচনের ধারায় ছিল। তবে আগস্ট মাসের তুলনায় সংকোচনের গতি সামান্য কমেছে। আগস্ট মাসের তুলনায় সেপ্টেম্বর মাসে পিএমআইয়ের মান ৬ দশমিক ২ পয়েন্ট বেড়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে পিএমআই সূচক ছিল ৪৯ দশমিক ৭, আগস্ট মাসে যা ছিল ৪৩ দশমিক ৫। পিএমআই সূচকের মান ৫০-এর নিচে থাকার অর্থ হলো, অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে এই সূচক প্রণয়ন করা হয়, অর্থনীতির মূল চারটি খাতের ভিত্তিতেড়কৃষি, উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা। দেখা গেছে, সেপ্টেম্বর মাসে কেবল উৎপাদন খাত সম্প্রসারণের ধারায় ফিরেছে। বাকি তিনটি খাত সংকোচনের ধারায় ছিল। বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম মনে করেন, সার্বিকভাবে অর্থনীতির অবস্থা 'যথেষ্ট খারাপ'। তিনি বলেন, ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা, দুর্নীতি, প্রবৃদ্ধির হিসাবে গরমিলের কারণে অর্থনীতিকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হচ্ছে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'আমাদের অর্থনীতির তিনটি প্রধান খাত রাইস (চাল অর্থাৎ কৃষি), রেমিট্যান্স (প্রবাসী আয়) ও আরএমজি (তৈরি পোশাক)। এগুলো কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পে পুঁজির ব্যবস্থা করতে হবে। সারের যাতে ঘাটতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। আর কর্মীদের বিদেশ গমন যেন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়, তাও নিশ্চিত করতে হবে।' অর্থনীতির বড় অনিশ্চয়তা এখন উৎপাদন খাতে। নানা রকম উদ্যোগের পরও সবচেয়ে বড় রপ্তানি শিল্প পোশাক খাতে উৎপাদনব্যবস্থা এখনো ভঙ্গুর রয়ে গেছে। জুলাই মাস থেকে সাভার, আশুলিয়া ও গাজীপুরের পোশাকশিল্প এলাকা শ্রমিক বিক্ষোভ দেখছে। সম্প্রতি পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও তা টেকসই হয়েছে কি না, সেটি এখনো নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। পোশাকশিল্পের মালিকদের সমিতি জানিয়েছে, তাদের উৎপাদন ও রপ্তানিতে যেমন ক্ষতি হয়েছে, তেমনই কিছু ক্রয়াদেশ অন্য দেশে চলে গেছে।

এ মাসের গোড়ার দিকে বিশ্বব্যাংকের 'বিজনেস রেডি' প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এটি মূলত 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' বা 'সহজে ব্যবসার সূচক' শীর্ষক প্রতিবেদনের বিকল্প হিসেবে এসেছে। কোনো কোম্পানির কাজ শুরু করা, পরিচালনা ও বন্ধ করা এবং প্রতিযোগিতার কাজের ধরন পরিবর্তনের মতো ১০টি বিষয়ের ভিত্তিতে নতুন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু তাতে বাংলাদেশ খুব ভালো অবস্থানে নেই। **অর্থনীতির চার চ্যালেঞ্জ :** অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, সংস্কার কার্যক্রমে বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে আছে। আবার বিজনেস রেডির কোনো কোনো সূচকে বাংলাদেশ এমনকি নেপাল ও পাকিস্তান চেয়েও পিছিয়ে আছে। আছে নীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কখন কী নিয়ম চালু করবে, তার নিশ্চয়তা থাকে না। এ কারণে ব্যবসায়ীরা অনিশ্চয়তায় ভোগেন। বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে গত আওয়ামী লীগ সরকার ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। তবে বিশ্বব্যাংক আগেই তা অর্জনযোগ্য নয় বলে জানিয়েছিল। গত এপ্রিলে চলতি অর্থবছরের জন্য সংস্থাটি ৫ দশমিক ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল। এখন তারা প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস আরও বেশ খানিকটা কমিয়ে ৪ শতাংশে নামিয়ে আনল। নতুন প্রকাশিত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেটে বিশ্বব্যাংক দেশের অর্থনীতির জন্য চারটি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে। এগুলো হলো মূল্যস্ফীতি, যা কিছুটা কমলেও উচ্চহারে থাকবে; বহিস্থ খাতের চাপ, যার মূল কারণ প্রয়োজনের তুলনায় কম রিজার্ভ; আর্থিক খাতের দুর্বলতা, যা দূর করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন কাজ করছে এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। গত ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের রাজনৈতিক গতিপথ কী হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা কেবল বাড়ছেই। জাহিদ হোসেন মনে করেন, যদি অনিশ্চয়তার বিষয়গুলো দ্রুত কাটিয়ে ওটা যায় এবং প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত পক্ষে থাকে, তাহলে চলতি অর্থবছরে হয়তো ৫ শতাংশের একটু বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে। তিনি একে 'শোভন প্রবৃদ্ধি' হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের চেষ্টা করতে হবে ৫ দশমিক ২ শতাংশের দিকে যেতে।' তবে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি সরকারি প্রাক্কলন অনুযায়ী হবে না বলে ধারণা করছেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তবে তাঁর মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতির যে অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে যদি একটি কাম্য পরিবেশ তৈরি করা যায়, তাহলে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে পারে। খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'চলতি অর্থবছরের সমস্যাগুলো থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিতে পারি, তাহলে আগামী বছর অর্থনীতিতে আবার চাঙা ভাব ফিরে আসবেড়এটা আমরা আশা করতে পারি।'

হাসিনাকে উৎখাত করা হয়েছে

সাদিক খান লিখেছেন, সহমত। তার পতন হয়েছে, পদত্যাগপত্রে কী আসে যায়? মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম নামে আরেকজন লিখেছেন, যে সরকারকে মানি না, তার পদত্যাগপত্র দিয়ে কী করব? এর আগে, দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, আমার কাছে শেখ হাসিনার পদত্যাগের কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। এরপর থেকেই বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়। তার প্রতিক্রিয়াতেই সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ এমন মন্তব্য করেছেন।

অর্থ আত্মসাৎ মামলায় আপিলের

পরে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করেন ড. ইউনূস। এর আগে গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের লভ্যাংশ আত্মসাতের মামলায় অভিযোগ গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আবেদনে অভিযোগ গঠনের আদেশ বাতিল চাওয়া হয়। গত ১২ জুন গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের লভ্যাংশ আত্মসাতের মামলায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আদালত।

আমার কাছে শেখ হাসিনার

হয়নি। কথোপকথনের সময় রাষ্ট্রপতি বলেন, ৫ আগস্ট সকাল সাড়ে ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে বঙ্গভবনে ফোন আসে, তখন বলা হয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসবেন। এরপরই বঙ্গভবনে প্রস্তুতি শুরু হয়। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে আরেকটি ফোন আসে যে তিনি (শেখ হাসিনা) আসছেন না। তখনকার অস্থির সময়ের বিষয়ে তিনি বলেন, 'চারদিকে অস্থিরতার খবর। কী হতে যাচ্ছে জানি না। আমি তো গুজবের ওপর নির্ভর করে বসে থাকতে পারি না। তাই সামরিক সচিব জেনারেল আদিলকে বললাম খোঁজ নিতে। তার কাছেও কোনো খবর নেই। আমরা অপেক্ষা করছি। টেলিভিশনের স্ক্রলও দেখছি। কোথাও কোনো খবর নেই। একপর্যায়ে শুনলাম, তিনি দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। আমাকে কিছুই বলে গেলেন না। রাষ্ট্রপতি বলেন, সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার যখন বঙ্গভবনে এলেন, তখন জানার চেষ্টা করেছি প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন কি না? একই জবাব-শুনেছি তিনি পদত্যাগ করেছেন। মনে হয় সে সময় পাননি জানানোর। তিনি বলেন, সবকিছু যখন নিয়ন্ত্রণে এল, তখন একদিন মন্ত্রিপরিষদ সচিব এলেন পদত্যাগপত্রের কপি সংগ্রহ করতে। তাকে বললাম, আমিও খুঁজছি। মতিউর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতার একপর্যায়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, এ বিষয়ে আর বিতর্কের সুযোগ নেই। প্রধানমন্ত্রী চলে গেছেন এবং এটাই সত্য। তবু এই প্রশ্নটি যাতে আর কখনও না ওঠে, তা নিশ্চিত করতে আমি সুপ্রিম কোর্টের মতামত চেয়েছি। রাষ্ট্রপতির পাঠানো রেফারেন্সের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ ৮ আগস্ট এ সম্পর্কে তাদের মতামত দেন। তাতে বলা হয়, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক শূন্যতা দূর করতে এবং নির্বাহী কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টামণ্ডলীকে শপথবাক্য পাঠ করাতে পারবেন বলে আপিল বিভাগ মতামত দেন। 'উনি তো কিছুই বলে গেলেন না' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনের শেষে বলা হয়েছে, 'পালিয়ে যাওয়ার আগমুহূর্তে রেডিও-টেলিভিশনে ভাষণ দেওয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছিলেন শেখ হাসিনা। বলেছিলেন, দীর্ঘ নয়, অল্প সময় কথা বলবেন তিনি। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং সেনাপ্রধানের অনাগ্রহে সে সুযোগ পাননি শেখ হাসিনা। তখন তাকে বলা হয়, চারদিকে লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। সবাই মারমুখী। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা গণভবনে পৌঁছে যেতে পারে। তার নিরাপত্তার কথা ভেবেই তাকে সে সুযোগ দেওয়া যাবে না। হাসিনা বিরক্ত, ক্ষুব্ধ। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। বক্তৃতার একটি খসড়া তৈরি করেছিলেন তিনি। নানা সূত্রে জানা যায়, এতে তিনি বলতে চেয়েছিলেন, তার ইচ্ছায় নয়, বলপূর্বক তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। কারা এবং কোন বিদেশি শক্তি তার সরকারকে উৎখাত করতে চেয়েছে, এটাও তিনি দেশবাসীকে জানাতে চেয়েছিলেন। তার শাসনকালে দেশের কী কী উন্নয়ন হয়েছে, তারও বয়ান ছিল। সকাল থেকে দুপুর, এ সময় নানাভাবে দর-কষাকষিও চলছিল। বারবার ফোন আসছিল নয়াদিল্লি থেকে। বলা হচ্ছিল, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ঢাকার তরফে দিল্লিকে বলা হয়েছিল, তারা যেন বিমান পাঠিয়ে হাসিনাকে নিয়ে যান। সে অনুরোধে সাড়া দেয়নি দিল্লি। এরপর বাংলাদেশের উদ্যোগে বিমানবাহিনীর একটি সি-১৩০ বিমানে তাকে দিল্লি পাঠানো হয়। হাসিনাকে বহনকারী বিমানে আরও দুজন ছিলেন। তার ছোট বোন শেখ রেহানা ও নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিক।

নতুন এমডি আসছে সরকারি ১০

পরিচালক আবদুর রহিমকে; বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে জনতা ব্যাংকের সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জসীম উদ্দিনকে এবং বেসিক ব্যাংকে এমডি হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে জনতা ব্যাংকের সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুজ্জামান খানকে। বিশেষায়িত ৪ ব্যাংকের এমডি হিসেবে যাদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে সোনালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মীর মোফাজ্জল হোসেনকে করা হচ্ছে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের এমডি। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের এমডি করা হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সালমা বানুকে। সোনালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সঞ্চিতা বিনতে আলীকে করা হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের এমডি এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক চানু গোপাল ঘোষকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের এমডি হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে। ব্যাংক খাতের সংস্কারের অংশ হিসেবে গত ১৯ সেপ্টেম্বর এসব ব্যাংকের এমডিদের একসঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হয়। সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, বেসিক ও বিডিবিএল ড়এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নিয়োগ বাতিল করে পৃথক পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে ব্যাংকগুলোর সার্বিক কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। এমডি না থাকায় এসব ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যানরাও ভূমিকা রাখতে পারছেন না।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে

সময়সূচি নির্ধারণ করা। প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া, এনবিআরের চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ, বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী প্রমুখ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থী হত্যায় এডিসি শাহেন শাহ ৩ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষার্থী রমিজ উদ্দিন রূপ হত্যা মামলায় ডিবি পুলিশের সাবেক এডিসি (এসপি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) শাহেন শাহকে তিন দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক রুবেল মল্লিক আসামির সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন আসামি পক্ষের আইনজীবী। রাষ্ট্রপক্ষে রিমান্ডের পক্ষে অবস্থান নেন। শুনানি শেষে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক শাহিন রেজা আসামির তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত ১৭ অক্টোবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে ঢাকার বেইলী রোড এলাকা থেকে শাহেন শাহকে গ্রেপ্তার ডিবি পুলিশ। মামলা সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ৪ আগস্ট রাজধানীর তেজগাঁও থানার কারওয়ান বাজার এলাকায় গুলিতে নিহত হন ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী রমিজ উদ্দিন রূপ (২১)। এ ঘটনায় তার বাবা এ কে এম রকিবুল আহম্মেদ বাদী হয়ে তেজগাঁও থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২২৩ জনকে আসামি করা হয়।

মা ইলিশ শিকার করায় মুন্সীগঞ্জে ২ জেলের কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : মা ইলিশ শিকার করায় মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার পদ্মা নদীতে অভিযান চালিয়ে দুই জেলেকে কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। এ সময় ১০ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে। গত রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টা থেকে গভীর রাত ৩টা পর্যন্ত পদ্মায় এ অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসেন।

শেখ হাসিনার মামলা প্রত্যাহারের

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শেখ মুহাম্মদ জামাল হোসাইন, ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সম্পাদক এনামুল হক প্রিন্স, হাসান আহম্মেদ খান, সাবেক সহ-সভাপতি এম. এম. নাজমুল হাসান,ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল রান, ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি পারভিন মিশু ও লাবনী চৌধুরী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মো. হাসান প্রমুখ।

মাথায় আঘাত, রাশিয়া সফর বাতিল

খবরে বলা হয়েছে, ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য রোববার বিকেলে প্রেসিডেন্টের রাশিয়া সফরে যাওয়ার কথা ছিল। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের কার্যালয় বলেছে, প্রেসিডেন্ট লুলা ব্রাসিলিয়া থেকে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে ব্রিকস সম্মেলনে অংশ নেবেন। তবে প্রেসিডেন্টের আঘাতের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি কার্যালয়।

গ্রেফতার আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা

থাকায় গ্রেফতার আতঙ্কে আছি। কিন্তু আমি কোনো ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করিনি। যদি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আমার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অপরাধ প্রমাণ করতে পারে, আমি বিনা দ্বিধায় যে কোনো ধরনের শাস্তি গ্রহণ করতে রাজি। কিন্তু সঠিক তদন্ত বা প্রমাণ ছাড়া এটা করলে ক্রেতাদের কাছে এবং সমাজে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত করবে, যেখানে শত শত লোক কাজ করে।' সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা বিনিয়োগে ধীরগতি এবং নতুন বিনিয়োগে আস্থা ক্ষয় হওয়ার আশঙ্কা করছেন। তারা মনে করেন, বিষয়গুলো সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করা উচিত। 'এটা ঠিক নয় যে সব ব্যবসায়ী দুর্নীতিগ্রস্ত বা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা দুর্নীতিবাজ- এটাও ঠিক নয়। আমরা বিষয়গুলো সাধারণীকরণ করছি, যা আমাদের ইমেজ সংকটে ফেলেছে।' এ মন্তব্য করেন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান। তিনি বলেন, 'আমি সব সময় ন্যায়বিচার ও প্রকৃত অপরাধীর শাস্তির পক্ষে। যদি কোনো ব্যবসায়ী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতি করেন, তাহলে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু ব্যবসা সচল রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি দাবি করেন, 'আমরা যদি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে না পারি এবং কারখানা চালাতে না পারি তাহলে তা অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এমনকি নতুন বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রভাব পড়তে পারে।' 'সরকারকে আস্থার জায়গা তৈরি করতে হবে। কারণ আতঙ্কে থাকলে ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করতে যাবে না। অন্তর্বর্তী সরকারকে একটা পরিষ্কার বার্তা দিতে হবে যে তারা কীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ করে দেবেন।' বলেন ফজলে শামীম। ব্যবসায়ী নেতারা মনে করেন তাদের রাজনীতি নয়, ব্যবসায়ী পরিচয় মূল্যায়ন করা উচিত। বিজিএমইএর সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদুল্লাহিল রাকিব বলেন, 'রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন, একজন উদ্যোক্তাকে রাজনৈতিক ব্যক্তির পরিবর্তে ব্যবসায়ী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। যদি একজন ব্যবসায়ীকে রাজনৈতিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে এটি তার প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করতে পারে, যেখানে কয়েকশ বা হাজার হাজার লোক কাজ করে।' 'অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের স্বার্থে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নয়, যা সংস্থার কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যদি তারা দোষী প্রমাণিত হয় তবে সংস্থা এবং জীবনধারণের জন্য নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ক্ষতি না করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' বলেন এ ব্যবসায়ী নেতা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অর্থনীতিবিদ বলেন, 'দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত এমন একজনকেও আমাদের রেহাই দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু একটি যুক্তি আছে যে আমাদের সেই লোকদের ব্যবসা বন্ধ করা উচিত নয়। কারণ এটি অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানের ক্ষতি করবে।' 'ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সরকারকে ব্যবসায়িক পরিবেশে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে হবে। সরকারকে সুস্পষ্ট বার্তা দিতে হবে যে তারা রাজনৈতিক বিবেচনা করবে না বরং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। দুর্নীতিবাজদের শাস্তি না হলে তা অন্যদের অন্যায় কাজে উৎসাহিত করবে। দুর্নীতিবাজদের দমন ও ভালো ব্যবসায়ীদের পুরস্কৃত করার এখনই সময়।' তিনি যোগ করেন। একইভাবে নতুন বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার জন্য সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ

কিছু খুঁটি নদীতে পড়ে যায়। ভাঙনে সরবরাহ লাইন নদীতে বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় স্থানীয়রা বিদ্যুৎ বিভাগকে অবগত করলেও তারা আমলে নেয়নি। এ অবস্থায় গত ৪ অক্টোবর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয় পবিস। সরকারি সম্পদ নদীতে ভেসে যেতে পারে এমন আশঙ্কায় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের মাধ্যমে পবিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্থানীয়রা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা কয়েকটি খুঁটি স্থানান্তর করে। সরবরাহ লাইনও স্বাভাবিক করে। তবে তখন থেকে আর বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করেনি পবিস। গত ১৭ দিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছন্ন হয়ে আছেন ইউনিয়নের তিনটি গ্রামের প্রায় সাড়ে তিনশ গ্রাহক। শাখাহাতী গ্রামের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলম ও মাইদুল জানান, ভাঙনে বেশ কিছু বৈদ্যুতিক খুঁটি নদীতে চলে গেছে। গ্রামবাসী নিজ উদ্যোগে কিছু খুঁটি সরিয়ে নিয়ে সরবরাহ লাইন মেরামত করেছে। এখনও বিভিন্ন স্থানে খুঁটি পড়ে আছে। লাইন মেরামত কিংবা বিদ্যুৎ চালু করা নিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের কোনো মাথাব্যথা নেই। মাইদুল বলেন, কত খুঁটি যে নদীতে চলে গেছে তার ঠিক নাই। চিলমারীর দায়িত্বে থাকা এজিএম ও ডিজিএমকে জানালে তারা বলেন সব নদীতে গেলেও আমাদের কিছু করার নাই। কিছু খুঁটি স্থানীয়রা সরিয়ে নতুন করে স্থাপন করেছে। কিন্তু তারা দেখতেও আসছে না, বিদ্যুৎ চালুও করছে না। আমরা অন্ধকারে আছি। বাচ্চাদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। ভোগান্তিতে থাকা গ্রাহক গওছুল মুন্সি ও নুরু মিয়া বলেন, আগে সোলার ব্যবহার করতাম। তখনই ভালো আছিল। বিদ্যুৎ আসার পর সোলার বাদ দিছি। পইড়া থাইকা সব নষ্ট হইছে। অহন বিদ্যুৎ নাই। আমরা অন্ধকারে পইড়া গেছি। লাইন মেরামতে অংশ নেওয়া স্থানীয় ইলেক্ট্রিশিয়ান আপেল বলেন, চেয়ারম্যান বিদ্যুতের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে আমাদেরকে লাইন মেরামত করতে বলেন। আমরা করি। কিন্তু এরপর বিদ্যুতের লোকজন লাইন দেখতে আসে নাই, বিদ্যুৎ চালুও করে নাই। এখন বলতেছে লাইন নাকি অবৈধ। সাড়ে তিনশ বাড়িতে কারেন্ট নাই। আমি থানাহাট অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করছি। তারা বলে, আমি কেন লাইন ঠিক করছি? আমার নামে নাকি মামলা হবে। চিলমারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম বলেন, বিদ্যুৎ অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতেছি। ডিজিএম, এজিএম সবাইকে বলছি, তারা খালি বলছে দেখি দেখি। ইঞ্জিনিয়ার ফোন ধরেন না। পবিস চিলমারী জোনাল অফিসে যোগাযোগ করে বিদ্যুৎ বিভাগের অবহেলা নিয়ে স্থানীয়দের অভিযোগের সত্যতা মেলে। গ্রাহকদের অন্ধকারে থাকা নিয়ে যেন তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। চিলমারী জোনাল অফিসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম) মো. আলামিন বলেন, তারা (স্থানীয়রা) নিজে নিজে লাইন নতুন করে নির্মাণ করেছে। তাহলে নতুন পাওয়ার প্ল্যান করে বিদ্যুৎ নিয়ে নিক! এটা তো আমাদের রুলস ও রেজুলেশনে পড়ে না। এখন কোনোভাবে লাইন দেওয়ার সুযোগ নাই। বিস্তারিত জানতে হলে আপনি অফিসে আসেন। ডিজিএমের সঙ্গে কথা বলেন। চিলমারী অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) মোস্তফা কামালকে ফোন দিলে তিনি রিসিভ করেননি। কিছুক্ষণ পর আবারও যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার ফোন নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়। কয়েক শত গ্রাহক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকলেও তা অবগত নন কুড়িগ্রাম-লালমনিরহাট পবিস এর জেনারেল ম্যানেজার মো. মহিতুল ইসলাম। এই প্রতিবেদকের কাছে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন তিন গ্রামের নাম জেনে নিয়ে তিনি বলেন, আমি বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিচ্ছি।

আন্দোলনে আহত দুজনের কর্নিয়া

নূরজাহান বেগম বলেন, চিকিৎসা থেকে শুরু করে রিহ্যাবিলিটেশন পর্যন্ত সরকারকে আন্দোলনে আহতদের পাশে দাঁড়াতে হবে। এটা সরকারের দায়িত্ব। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত দুজন রোগীর চোখে কর্নিয়া ট্রান্সপ্লান্টেশন করার জন্য সেবা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও নেপাল থেকে অতি সংবেদনশীল কর্নিয়া টিস্যু বাংলাদেশে আনা হয়। এর আগে সেবা ফাউন্ডেশন থেকে ৪০টি কর্নিয়া পাওয়ার আশ্বাস পাওয়া গেছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথমবারের মতো আন্দোলনে আহত দুজনের চোখের কর্নিয়া ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়। গত রোববার সন্ধ্যায় এ সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন হয় বলে জানান চিকিৎসকরা। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম এদিন আরও বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা এবং তারা যে ট্রমার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে তাদের তুলে আনার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নয়, ব্যক্তি হিসেবেও আমি-আপনি; সবাইকে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা আরও বলেন, এখানে চোখের চিকিৎসা নানা ধাপে হয়ে থাকে। চিকিৎসা বা সার্জারি কারও এক মাস কারও ছয় মাস লাগে। এভাবে চোখের অবস্থা বুঝে চোখের কর্নিয়া সার্জারি করা হবে। অনুষ্ঠানে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. খায়ের আহমেদ চৌধুরীসহ হাসপাতালের ডাক্তাররা উপস্থিত ছিলেন।

লেবাননে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

এডমিরাল ড্যানিয়েল হ্যাগারি সতর্ক করে বলেন, হিজবুল্লাহর সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থ দিচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠানে যারা রয়েছেন তাদের অবিলম্বে সেখান থেকে সরে যেতে হবে। আগামী কয়েক ঘণ্টায় কয়েকটি টার্গেটে হামলা চালানো হবে এবং আরও কিছু জায়গায় হামলা হতে পারে। তিনি আরও বলেন, বেসামরিক প্রতিষ্ঠান, অ্যাসোসিয়েশন ও এনজিওগুলোকে ব্যবহার করে ইরান কীভাবে হিজবুল্লাহর সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থের যোগান দেয়, আসন্ন কয়েক দিনে সেটি আমরা প্রকাশ করবো। সর্বশেষ লেবাননের রাষ্ট্রায়াত্ত সংবাদ সংস্থা এনএনএ'র খবরে বলা হয়েছে, পূর্ব বেকা ভ্যালিসহ বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংক আল কার্দ আল হাসান অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন শাখায় হামলা হয়েছে। বৈরুতের রফিক হারিরি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছেও ব্যাংকটির একটি শাখায় হামলা হয়েছে। ফুটেজে দেখা যাচ্ছে বিমানবন্দরের কাছে বিস্ফোরণস্থল থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, লেবাননজুড়ে ওই ব্যাংকের ৩০টির বেশি শাখা আছে। এর মধ্যে ১৫টি রয়েছে বৈরুতের জনবহুল এলাকায়। ইসরায়েল ওই ব্যাংকের বিরুদ্ধে হিজবুল্লাহকে অর্থায়নের অভিযোগ এনেছে। যুক্তরাষ্ট্রও বলেছে, হিজবুল্লাহর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকটি ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে রোববার ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ। দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছে বলেও দাবি করেছে তারা। রোববার সন্ধ্যায় আইডিএফ জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে কয়েক ডজন রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে। তারা আরও জানিয়েছে যে, বৈরুতে হিজবুল্লাহর একটি ভূগর্ভস্থ সমরাস্ত্র ওয়ার্কশপ এবং হিজবুল্লাহর গোয়েন্দা সদর দপ্তরের কমান্ড সেন্টারে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে হামলা চালানো হয়েছে। বেসামরিক নাগরিকদের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেছে তারা। হিজবুল্লাহ ও লেবাননের কর্মকর্তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর অভিযোগ করেছে। তবে ইসরায়েল এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। রোববার লেবাননে থাকা জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী বাহিনীর একটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার এবং লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর মারওয়াহিনে ইসরায়েলি সীমান্তে জাতিসংঘের অবস্থানের নিরাপত্তা বেড়া ধ্বংস করে দিয়েছে আইডিএফ। অপরদিকে লেবানন আর্মি জানিয়েছে, নাবাতিয়েহ এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় তাদের তিন সেনা নিহত হয়েছে। ইসরায়েল এ দুটি ঘটনার বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। লেবাননের আর্মি ঐতিহাসিকভাবে ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যকার দ্বন্দ্ব থেকে দূরে অবস্থান করে। কিন্তু গত দুই মাসে লড়াই জোরদার হলে ইসরায়েলি হামলায় তাদের বেশ কিছু সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। হিজবুল্লাহ বলছে, গাজায় হামাসের প্রতি সংহতি প্রকাশের জন্যই তারা ইসরায়েলের অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে।

পদ থেকে অব্যাহতি চাইলেন ঢাকা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সে অনুরোধ করেছি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কারণে চলতি বছরের এইচএসসির মাত্র সাতটি পরীক্ষা নেওয়া হয়। এরই মধ্যে তারা সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রবেশ করে পরীক্ষা বাতিলে বাধ্য করে। পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় সাবজেক্ট ম্যাপিং করে গত ১৫ অক্টোবর ফলাফল প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত ফলাফলে অনুত্তীর্ণরা অটো পাসের দাবিতে রোববার (২০ অক্টোবর) ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে হামলা-ভাঙচুর করে। তারা বোর্ড চেয়ারম্যানকে পদত্যাগের ঘোষণা দিতেও বাধ্য করে। এদিকে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসিতে ফেল করা শিক্ষার্থীদের হামলা, ভাঙচুর এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মারধরের প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে। সোমবার (২১ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে ঢাকা বোর্ডের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের সব বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যানারে এ কর্মসূচিতে তিন শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ নেন। 'ঢাকা বোর্ডে হামলা কেন, প্রশাসন জবাব চাই', 'আমার ভাই রক্তাক্ত কেন, প্রশাসন জবাব চাই', 'শিক্ষাঙ্গনে হামলা কেন, জবাব চাই, দিতে হবে' স্লোগান দেন। মানববন্ধনে তারা বলেন, ফলাফল বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করতে বোর্ডের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর হামলা চালিয়ে মারধর করে এসব গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র তছনছ করার অপচেষ্টা করে। তাদের বাধা দিলে তারা আমাদের অনেকের ওপর হামলা করেছেন। শিক্ষা বোর্ডের ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর, অরাজকতা সৃষ্টি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপরে হামলায় জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। অন্যদিকে, ফল বাতিল করে সবাইকে পাস করানোর দাবিতে সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে জড়ো হয়েছেন ফেল করা শিক্ষার্থীরা। সেখান থেকে তারা সচিবালয়ের দিকে মিছিল নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

শেখ হাসিনাসহ ৫৭ জনের নামে

হোসেন খান নিখিল, কামাল আহমেদ মজুমদার, মো. আব্দুল্লাহ। এ ছাড়া রামপুরা থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ইমন ফরাজী, মাজেদুল হক ঝন্টু, আওয়ামী লীগ নেতা শাখারুল ইসলাম শাকিল, মো. রাকিবুল ইসলাম, মো. ওহিদুর, রাকিবুল আল মামুন,আব্দুল মান্নান, এনামুল হক, তারেক আল মামুন, মহিউদ্দিন আহমেদ, মশিয়ার রহমান, হুমায়ুন রশিদ মুহিত, মেহেদী হাসান জয়, মোহন লাল, সাইফুজ্জামান শিখর, খোরশেদ হক, মোবারক হক, আশরাফুল, গৌতম মজুমদার, নকুল চন্দ্র দাস, হোসেন মোল্লা, সালাম মিয়া, ইউসুফ আহমেদ জুয়েল, দুদু মিয়া মোল্লা, নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, ছায়েদুল আরেফিন, রফিক চেয়ারম্যান, মান্নান চেয়ারম্যান, শহিদুল ইসলাম, হাজী আরিফ হোসেন, শেখ আফিল উদ্দিন ভূইয়া, শেখ বশির উদ্দিন ভূইয়া, আহমেদ কায়কাউস, শহিদ উল্লা খন্দকার, মোজাহারুল হক আক্রোঠ, মোসলেহ উদ্দিন, শামীম আকতার, ইকবাল, আশিষ কুমার দাস, সাব্বির মোল্লা। মামলার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত ১৯ জুলাই রাজধানীর রামপুরা থানাধীন সিএনজি স্টেশনের সামনে গুলিতে আহত হন মো. সোহান শাহ (৩০)। এরপর গত ২৮ আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশ করছে

এই সংকট বাংলাদেশ ও আমাদের অঞ্চলের জন্য প্রথাগত ও অপ্রথাগত উভয় ধরণের নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সহায়তা করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চালু রাখা এবং তাদের টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পর্যাপ্ত সহায়তা অব্যাহত চাই। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে চলমান বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রোহিঙ্গারা যেন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করে তাদের নিজ ভূমি রাখাইনে ফিরে যেতে পারে, তার পথ সুগম করা দরকার। ড. ইউনূস বলেন, মায়ানমারের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থা বিবেচনায় রেখে, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করতে প্রস্তুত। তবে সরকারের এসব প্রচেষ্টার মধ্যেও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ চলছে। জানা গেছে, এক শ্রেণির দালাল টাকার বিনিময়ে তাদের অনুপ্রবেশে সহযোগিতা করছে। স্থানীয়দের হিসাবে, গত একমাসে কক্সবাজারের টেকনাফ, উখিয়া ও বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে ১৫ থেকে ২০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। তবে টেকনাফ উপজেলা প্রশাসনের মতে, এ সংখ্যা আট থেকে নয় হাজার। সীমান্ত এলাকার লোকজন বলছে, মিয়ানমারের রাখাইনের মংডু শহরে দেশটির সরকারি বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) লড়াই তীব্র হয়ে উঠেছে। মংডু টাউনশিপ ঘিরে এ লড়াইয়ে আবারও রোহিঙ্গাদের জীবন হুমকির মুখে পড়েছে। প্রাণভয়ে ভিটেমাটি ফেলে গত একমাস ধরে মংডু ও আশপাশের এলাকা থেকে দলে দলে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে ঢুকে পড়ছে। এমনকি অনুপ্রবেশের আশায় সীমান্তের ওপারে জড়ো হয়েছে আরও হাজার হাজার রোহিঙ্গা। অভিযোগ উঠেছে, বর্তমানে টেকনাফ সীমান্ত দিয়েই বেশির ভাগ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করছে। রোহিঙ্গারা কাঠের নৌকায় করে নাফ নদী পার হয়ে দালালদের সহযোগিতায় টেকনাফে ঢুকছে। এরপর তারা টেকনাফ ও উখিয়ার বিভিন্ন রোহিঙ্গা শিবিরে ঢুকে পড়ছে। অনেকে টেকনাফে বিভিন্ন বাসাবাড়িতেও আশ্রয় নিচ্ছে। সীমান্তে বিজিবি ও কোস্ট গার্ডসহ প্রশাসনের কড়া নজরদারির মধ্যেই আবারও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঘটনায় উদ্বিগ্ন স্থানী-য়রা। কক্সবাজার রোহিঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) কক্সবাজারের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান বলেন, ১২ লাখ রোহিঙ্গার বোঝায় এমনিতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে, এ অবস্থায় নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ উদ্বেগের। অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সরকার কঠোর অবস্থানে না গেলে ভবিষ্যতে আরও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতনের মুখে পড়ে বাংলাদেশে অন্তত আট লাখ রোহিঙ্গা আশ্রয় নেয়। সাত বছরে কাউকেই ফেরত নেয়নি মিয়ানমারের জান্তা সরকার। সম্প্রতি চীনের মধ্যস্থতায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের কার্যক্রম শুরু হলেও রাখাইনের যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে তা থেমে যায়। নতুন করে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। সম্প্রতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা নতুন আগতদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে অনুরোধ করেছিল, যা সরকার দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। উপদেষ্টা বলেন, আমরা ইউএনএইচসিআরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, আমাদের পক্ষে আরও রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়। জানা গেছে, এ অবস্থায় বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে নিরাপত্তা ও টহল বাড়িয়েছে বিজিবি। অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে।

রিমান্ড শেষে কারাগারে কামাল

কামাল আহমেদ মজুমদারকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কাফরুল থানার উপ-পরিদর্শক হারুন অর রশিদ। আসামিপক্ষের আইনজীবী জামিন চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধীতা করে। শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। ১৯ অক্টোবর তার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এর আগে ১৮ অক্টোবর রাত সাড়ে ১২টার দিকে গুলশানের একটি বাসা থেকে কামাল আহমেদ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে কাফরুল থানা পুলিশ। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের এমবিএ'র শিক্ষার্থী ইকরামুল হক সাজিদকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় গত ৭ সেপ্টেম্বর ৭৩ জনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন নিহতের বাবা। এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ৪ আগস্ট রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বর এলাকায় আন্দোলনে যোগ দেন সাজিদ। সেখানে আগে থেকেই আওয়ামী লীগের কয়েকশ নেতাকর্মী অবস্থান নেয়। এ সময় দলটির নেতাকর্মীদের হামলায় অনেকে আহত হন। একপর্যায়ে হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হন সাজিদ। গুলিটি তার মাথা ভেদ করে চোখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এরপর গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ভর্তি করা হয়। সেখানে তার মাথায় অস্ত্রোপাচার করা হয়। তবে তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। পরে গত ১৪ আগস্ট নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সাজিদ।

জনসম্পৃক্ততায় ট্রাফিক ব্যবস্থার

আসার পর পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতা ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গসহ নানা শ্রেণিপেশার লোকজনের কায়িক শ্রম ও মূল্যবান পরামর্শে ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ট্রাফিক বিভাগ বেআইনি যানবাহনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের সদস্যদের চেষ্টা সত্ত্বেও ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন আশানুরূপ হয়নি। ট্রাফিক সিগানাল দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে চালু করার জন্য একটি গবেষক দল কাজ করছে। আশা করি স্বল্প সময়ের মধ্যে এটা চালু হবে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নে বর্তমান সরকার কাজ করছে। শুধু সরকার কিংবা পুলিশের কাজ করার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থা আশানুরূপ উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন নগরীর প্রতিটি মানুষকে সম্পৃক্ত করা। রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে গাড়ির চালক ও ট্রাফিক পুলিশের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি নগরীর অধিবাসীদেরও ট্রাফিক আইন মেনে চলা একান্ত কর্তব্য। এবারের ট্রাফিক পক্ষ উদযাপনে ছাত্র-জনতা যোগ দিয়েছে জানিয়ে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, প্রথম অবস্থায় ৩০০ জন ছাত্র এই ট্রাফিক সপ্তাহে কাজ করবেন। পরে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে। এজন্য তাদের আমরা একটা সম্মানি দেব। এ সময় তিনি ডিএমপির ট্রাফিক পক্ষের সাফল্য কামনা করেন। ডিএমপি কমিশনার মো. মাইনুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) মো. ময়নুল ইসলাম। এর আগে ট্রাফিক পক্ষ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করা হয়। পরে বেলুন উড়িয়ে ট্রাফিক পক্ষের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরা। ট্রাফিক পক্ষ-২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে ১৫ দিনব্যাপী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। আগামী ২১ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত এই ট্রাফিক পক্ষ উদযাপন করা হবে।

হত্যাচেষ্টা মামলায় আগাম জামিন

আহমেদ খোকন, মোহাম্মদ শিশির মনির ও আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেনসহ আরও কয়েকজন। রোববার (২০ অক্টোবর) হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চে আগাম জামিন আবেদন করা হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) খিলগাঁও থানায় হত্যাচেষ্টা মামলাটি করেন আহাদুলের বাবা মো. বাকের। মামলায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানসহ ১৮০ জনকে আসামি করা হয়েছে। জেড আই খান পান্না এ মামলার ৯৪ নম্বর আসামি। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ১৯ জুলাই খিলগাঁওয়ের মেরাদিয়া বাজারের পশ্চিমে শুক্কুর আলী গার্মেন্টস মোড়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেন বাদী মো. বাকেরের ছেলে মো. আহাদুল ইসলাম। এসময় পুলিশ, বিজিবি, র‌্যাবসহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠন এবং ১৪ দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ ককটেল ও সাউন্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটান এবং আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি চালান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য হত্যার উদ্দেশ্যে এ গুলি চালানো হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। সেখানে আহাদুল ইসলাম বাম পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে যান। সন্ত্রাসীরা তাকে পরে আরও লাঠিপেটা করেন।

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে দ্রুত

দাবিও তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- স্থগিত হওয়া লিখিত পরীক্ষা দ্রুত সময়ের মধ্যে নিতে হবে, দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে, আউটসোর্সিং এবং প্রকল্প থেকে কাউকে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া যাবে না, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। সচিবের দপ্তর থেকে বের হয়ে এসে ওই প্রতিনিধি দলের সদস্য শাকিল সরকার ও মিজানুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, সচিব স্যার বলেছেন, নির্বাচন কমিশনাররা না থাকলে পরীক্ষা নেওয়া যায় না। কমিশন যোগদানের দুই সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষা নেবে। আউটসোর্সিংয়ের কোনো জনবল বিদ্যমান নিয়োগ কার্যক্রমে পরীক্ষা ছাড়া উত্তীর্ণ করানো হবে না। ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশন নিয়োগ হবে বলে সচিব ধারণা দিয়েছেন বলেও জানান তারা।

ভারতের উড়িষ্যার দিকে ধেয়ে

মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার দুই ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার উপকূলের জেলাগুলোতে ভারি থেকে অতি ভারি বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রামে ভারি বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার মাঝারি থেকে ভারি বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায় ও উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে। এবারের ঘূর্ণিঝড়টির নামকরণ করেছে কাতার। 'ডানা' নামের অর্থ মুক্ত বা স্বাধীনতা।

বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতায়

দক্ষতার কারণে ভারতীয় রপ্তানিকারকরা স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের কাছ থেকে এই খাতের বৈশ্বিক বাজারের শেয়ার দখলে নিতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতি ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য বিশ্বজুড়ে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে আরও প্রসারিত করার নতুন সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তৈরি পোশাক খাতের অপারেশনাল দক্ষতার কারণে ভারতীয় রপ্তানিকারকরা স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের কাছ থেকে এই খাতের বৈশ্বিক বাজারের শেয়ার দখলে নিতে পারে সুযোগকে কাজে লাগাতে ভারতীয় রপ্তানিকারকরা বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক মেলায় অংশ নেওয়ার ও ভারত টেক্স-২০২৫ আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে বলে জানিয়েছেন এইপিসি চেয়ারম্যান সুধীর সেখরি। ভারতের তৈরি পোশাক খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন ভারত টেক্স। দেশটির এই খাতের ব্যবসায়ীরা এই মেলা আয়োজনের পরিকল্পনা করেছেন। সুধীর সেখরি বলেন, ''আমরা বৈশ্বিক বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও কেনাকাটার পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে গোলটেবিল বৈঠক করেছি এবং তাদের উপস্থিতি ভারতীয় রপ্তানিকারকদের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের দৃঢ়? আগ্রহের ইঙ্গিত দেয়।'' ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও ঐতিহ্য বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য এইপিসি স্পেন এবং নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক রোডশো আয়োজন করবে বলে জানিয়েছেন সুধীর সেখরি। সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক মিথিলেশ্বর ঠাকুর বলেন, বর্তমানে ভারতকে পছন্দের সোর্সিং গন্তব্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ভারতীয় পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি চমৎকারভাবে দুই সংখ্যার ঘর ছাড়িয়ে গেছে। ভারতের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএএস) স্বাক্ষর করেছে এমন সব দেশে বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির গতিপথকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এফটিএ অংশীদার দেশগুলো এখন আরএমজির বাজার সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধির পথ তৈরি করছে।

তিন জেলায় ২০০ সরকারি আইন কর্মকর্তা নিয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়া, ঠাকুরগাঁও ও ঝিনাইদহে বিভিন্ন আদালতে ২০০ জন সরকারি আইন কর্মকর্তা অর্থাৎ সরকারি কৌঁসুলি (জিপি), অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি, সহকারী সরকারি কৌঁসুলি, পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি), অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর ও সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ দিয়েছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গতকাল সোমবার এ তথ্য জানান আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ড. মো. রেজাউল করিম। তিনি জানান, আইন কর্মকর্তাদের মধ্যে ১০৭ জন বগুড়ায়, ২১ জন ঠাকুরগাঁও এবং ৭২ জনকে ঝিনাইদহের আদালতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে বগুড়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জিপি ও পিপি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন যথাক্রমে মো. শফিকুল ইসলাম (টুকু) ও মো. আবদুল বাছেদ। ঠাকুরগাঁও জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জিপি ও পিপি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন যথাক্রমে মোহাম্মদ সারওয়ার হোসেন ও মোহাম্মদ আবদুল হালিম। ঝিনাইদহ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জিপি ও পিপি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন যথাক্রমে মো. মোকাররম হোসেন টুলু ও এসএম মশিয়ুর রহমান। গত রোববার রাতে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর উইং থেকে এ সম্পর্কিত তিনটি নিয়োগাদেশ জারি করা হয়। পেশাগত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সততা সম্পর্কে নিজ নিজ জেলার জেলা ও দায়রা জজ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৪৯২ ধারা এবং দ্য লিগ্যাল রিমেমব্রেন্সার্স ম্যানুয়াল, ১৯৬০-এর ২ নম্বর অধ্যায়ের ১ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধি ৯ এবং ৬ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধি ১৭-এর বিধান অনুযায়ী তাদের সাময়িকভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে আদেশে জানানো হয়েছে। উপ সলিসিটর (জিপি-পিপি) সানা মো. মাহরুফ হোসাইনের সই করা এই নিয়োগাদেশে তিনটি জেলায় জেলা ও দায়রা জজ আদালত ও এদের অধীন আদালত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ জজ আদালতে এর আগে নিয়োগ করা সব আইন কর্মকর্তার নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তাদের নিজ নিজ পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

জেড আই খান পান্নার আগাম জামিন, ভুলবশত আসামি করা হয়েছে দাবি বাদীর

স্টাফ রিপোর্টার : হত্যাচেষ্টা মামলায় 'ভুলবশত' আসামি করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী জেড আই খান পান্নাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পান্নার নাম মামলা থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন করেছেন বাদী মো. বাকের। গতকাল সোমবার রাজধানীর খিলগাঁও থানায় এই আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দাউস হোসেন। আবেদনে বলা হয়, 'ভুলবশত' আসামির তালিকায় জেড আই খান পান্নার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই মামলা থেকে তাকে বাদ দিয়ে মামলাটি তদন্ত করার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে। এদিকে এ মামলায় আইনজীবী জেড আই খান পান্নাকে আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। তার আবেদনের শুনানি নিয়ে গতকাল সোমবার বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম, আইনজীবী আলী আহমেদ খোকন, আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির, আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেনসহ অনেকে। এর আগে গত ১৭ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্নার বিরুদ্ধে রাজধানীর খিলগাঁও থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা হয়। ওই মামলায় আসামি হিসেবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানসহ ১৮০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আইনজীবী জেড আই খান পান্না এ মামলার ৯৪ নম্বর আসামি। গত ১৯ জুলাই ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় আহাদুল ইসলাম নামে একজনকে গুলি ও মারধর করে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মামলা হয়। গত ১৭ অক্টোবর মামলাটি করেন আহাদুলের বাবা মো. বাকের। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, গত ১৯ জুলাই খিলগাঁওয়ের মেরাদিয়া বাজারের পশ্চিমে শুক্কুর আলী গার্মেন্টস মোড়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেন বাদী মো. বাকেরের ছেলে মো. আহাদুল ইসলাম। এ সময় পুলিশ, বিজিবি, র?্যাবসহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠন এবং ১৪-দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ ককটেল ও সাউন্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটান এবং আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি চালান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য হত্যার উদ্দেশ্যে এ গুলি চালানো হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। সেখানে আহাদুল ইসলাম বাঁ পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে যান। সন্ত্রাসীরা তাকে পরে আরও লাঠিপেটা করেন।

আহাদুলকে প্রথমে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে, পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে গত রোববার রাজধানীর খিলগাঁও থানায় করা হত্যাচেষ্টা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না হাইকোর্টে আগাম জামিন চেয়ে আবেদন করেন।

সাবেক এমপি মুহিবুর রহমান ২ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : চার আগস্ট ছাত্র জনতার আন্দোলনে হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার সুনামগঞ্জ-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমান মানিককে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। এ ছাড়া অন্য দুই আসামি রিগান ও তাহিরপুর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আফতাব উদ্দিনকে এক দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালতের বিচারক নির্জন কুমার মিত্র। বাকি ৩০ আসামিকে জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ দিয়েছেন। আদালত উভয়পক্ষের আইনজীবীদের শুনানি শেষে আসামিদের উপস্থিতিতে রিমান্ড ও জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। উল্লেখ্য ৪ আগস্ট সুনামগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রজনতার ওপর হামলা মামলার ঘটনার চলতি বছরের ২ সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীর ভাই হাফিজ আলী বাদী হয়ে সুনামগঞ্জ দ্রুত বিচার আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলার আসামিরা হলেন- সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, সাবেক সাংসদ মুহিবুর রহমান মানিক, সাবেক সাংসদ রনজিত সরকার, সুনামগঞ্জে সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজন দাস, সুনামগঞ্জ সদর থানার ওসি খালেদ চৌধুরী, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নূরুল হুদা, সাধারণ সম্পাদক পলিন বখত, সাবেক পৌর মেয়র নাদের বখত, যুবলীগের আহ্বায়ক খায়রুল হুদা চপল, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি দীপঙ্কর দে, সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান রিপন, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সুয়েব আহমদ সাধারণ সম্পাদক জুবের আহমদ অপুসহ ৯৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। বাদীপক্ষের আইনজীবী আবদুল হক বলেন আদালত সাবেক সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমান মানিকের দুই দিন ও আসামি রিগান আফতাব উদ্দিনের এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। এ ছাড়া বাকি ৩০ আসামিকে জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গায় রেললাইনে পড়ে ছিল গৃহবধূর লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় রেল লাইনের ওপর থেকে শিলা খাতুন (২৩) নামের এক গৃহবধূর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করছে পুলিশ। গতকাল সোমবার সকাল ৯টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সীগঞ্জ রেল স্টেশনের অদূরে রেললাইনের ওপর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। শিলা খাতুন আলমডাঙ্গা উপজেলার রোয়াকুলি গ্রামের হামিদুল ইসলামের মেয়ে। তিনি একই এলাকার রাসেল আলীর স্ত্রী। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সকালে রেললাইনের ওপর এক নারীর রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। পরে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহতের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, কুপিয়ে হত্যার পর লাশ রেললাইনে ফেলে রাখা হয়েছে। সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামানসহ জিআরপি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁ-ড়ির এসআই মাসুদ রানা জানান, ঘটনাস্থল থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

রাজু ভাস্কর্যে নারী প্রতিকৃতিতে হিজাব!

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এলাকায় সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের নারী প্রতিকৃতিতে হিজাব পরিয়ে দিয়েছে একদল অজ্ঞাত যুবক। গত রোববার দিবাগত রাতে ভাস্কর্যে হিজাব পরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, কয়েকজন যুবক মাস্ক পরে বাইকে করে এসে ভাস্কর্যে হিজাব পরিয়ে দ্রুত চলে যায়। তবে তারা কারা, সেই পরিচয় জানা যায়নি। পরে রাতে বিষয়টি জানতে পেরে প্রক্টরিয়াল টিম ও সহকারী প্রক্টর গিয়ে হিজাব সরিয়ে ফেলেন। গতকাল সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদএ তথ্য জানিয়ে বলেন, রাতেই আমাদের টিম গিয়ে হিজাব সরিয়ে ফেলেছে। আর কারা কেন কী জন্য এটা করেছে, সেটি খুঁজে বের করতে আমাদের একটি তদন্ত কমিটি করা হবে।

সাবেক এমপি আনার হত্যা মামলার প্রতিবেদনের নতুন তারিখ

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারকে হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণের মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ২৪ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। তবে মামলার তদন্ত সংস্থা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) প্রতিবেদন দাখিল করেনি। এজন্য ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুল হক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নতুন দিন ধার্য করেন। এ মামলায় এখন পর্যন্ত সাত জনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। তারা হলেন- সৈয়দ আমানুল্লাহ আমান ওরফে শিমুল ভূঁইয়া, ফয়সাল আলী সাজী ওরফে তানভীর ভূঁইয়া, সিলিস্তা রহমান, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাজী কামাল আহমেদ বাবু ওরফে গ্যাস বাবু, মোস্তাফিজুর রহমান ও ফয়সাল আলীকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। তাদের মধ্যে মিন্টু ছাড়া ছয় জনই দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে। বর্তমানে আসামিরা কারাগারে। বাড়ি থেকে বেরোনোর পাঁচ দিন পর চলতি বছরের ১৮ মে কলকাতার বরাহনগর থানায় আনার নিখোঁজের বিষয়ে একটি জিডি করেন তার বন্ধু গোপাল বিশ্বাস। এরপরও খোঁজ মেলেনি তিনবারের এ সংসদ সদস্যের। ২২ মে হঠাৎ খবর ছড়ায়, কলকাতার নিউটাউন শহরে সঞ্জিভা গার্ডেনস নামে একটি আবাসিক ভবনের বিইউ ৫৬ নম্বর রুমে আনার খুন হয়েছেন। ঘরের ভেতর পাওয়া যায় রক্তের ছাপ। তবে ঘরে মেলেনি লাশ। এ ঘটনায় ২২ মে ঢাকার শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিন। মামলার এজাহারে তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ৯ মে রাত ৮টার দিকে আমার বাবা মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের বাসা থেকে গ্রামের বাড়ি ঝিনাইদহে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১১ মে ৪টা ৪৫ মিনিটে বাবার সঙ্গে মোবাইল ফোনে ভিডিও কলে কথা বললে কথাবার্তা কিছুটা অসংলগ্ন মনে হয়। এরপর বাবার মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন দিলে বন্ধ পাই। ১৩ মে আমার বাবার ভারতীয় নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে একটি মেসেজ আসে। মেসেজে লেখা ছিল, আমি হঠাৎ করে দিল্লি যাচ্ছি, আমার সঙ্গে ভিআইপি আছে। আমাকে ফোন দেওয়ার দরকার নেই। পরে ফোন দেবো। এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, আমরা বিভিন্ন জায়গায় বাবার খোঁজখবর করতে থাকি। কোনো সন্ধান না পেয়ে বাবার বন্ধু গোপাল বিশ্বাস কলকাতার বরাহনগর পুলিশ স্টেশনে সাধারণ ডায়েরি করেন। বাবাকে খোঁজাখুঁজি অব্যাহত রাখি। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানতে পারি অজ্ঞাত ব্যক্তিরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে বাবাকে অপহরণ করেছে। বাবাকে সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও পাইনি। এ ছাড়া আরও কয়েকটি মেসেজ আসে। মেসেজগুলো বাবার মোবাইল ফোন ব্যবহার অপহরণকারীরা করে থাকতে পারে।

রিমান্ড শেষে কারাগারে কামাল আহমেদ মজুমদার

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থী ইকরামুল হক সাজিদকে গুলি করে হত্যা মামলায় সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুদ্দীন হোসাইনের আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এদিন তিন দিনের রিমান্ড শেষে কামাল আহমেদ মজুমদারকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কাফরুল থানার সাব-ইন্সপেক্টর হারুন অর রশিদ। আসামিপক্ষের আইনজীবী জামিন চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধিতা করে। শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। ১৯ অক্টোবর তার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এর আগে ১৮ অক্টোবর রাত সাড়ে ১২টার দিকে গুলশানের একটি বাসা থেকে কামাল আহমেদ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে কাফরুল থানা পুলিশ। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের এমবিএর শিক্ষার্থী ইকরামুল হক সাজিদকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় গত ৭ সেপ্টেম্বর ৭৩ জনকে আসামি করে মামলাটি করেন নিহত সাজিদের বাবা। এজাহারে বলা হয়, গত ৪ আগস্ট রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বর এলাকায় আন্দোলনে যোগ দেন সাজিদ। সেখানে আগে থেকেই আওয়ামী লীগের কয়েক শ নেতাকর্মী অবস্থান নেন। এ সময় দলটির নেতাকর্মীদের হামলায় অনেকে আহত হন। একপর্যায়ে হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হন সাজিদ।

সম্পাদকীয়

শিক্ষার্থীরাও মাদকে জড়িয়ে পড়ছে: নির্মূল জরুরি

মাদক একটি নেশা জাতীয় ক্ষতিকর বস্তু এটা কম বেশি সবারই জানা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মাদক ক্ষতিকারক জেনেও জড়িয়ে পড়ছেন এই নেশায়। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মাদক কারবারি। যার ফলে সহজেই হাত বাড়ালেই মিলছে মাদক। এতে করে সমাজের যুব সমাজ ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই মাদক যে শুধু খারাপ স্বভাবের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ব্যাপারটা মোটেও এমন নয়। বরং বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরাও জড়িয়ে পড়ছেন মাদক নেশায়। বিষয়টা উদ্বেগের হলেও বাস্তবতা তাই বলছে। মাদকের সহজলভ্যতায় শিক্ষার্থীরা এখন রীতিমতো এই নেশাকে সাথে নিয়েই বেড়ে উঠছেন। প্রশ্ন হলো তবে কী এভাবেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে থাকবে? যে শিক্ষায় মাদক জড়িত, মাদক কারবারি জড়িত সে শিক্ষা কখনো দেশের উন্নতি করতে পারবে না। সম্প্রতি পত্রপত্রিকার খবরাখবর থেকে জানা যায়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পর্যবেক্ষণ, শিক্ষার্থীরা প্রকাশ্যে রাজধানীর অলিগলিসহ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদক সেবন করছে। ক্যাম্পাসেই মিলছে স্বল্পমূল্যে মাদক। স্থানীয় মাদক কারবারিরাও কৌশলে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে কোকেন, গাঁজা, মদ, মারিজুয়ানা, ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন, প্যাথেডিন, সিসা, এলএসডির মতো মাদকের বিস্তার ঘটাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তরুণীদের মধ্যেও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে মাদকের বিস্তার। রাজধানীর একটি কলেজের একজন শিক্ষিকা অভিযোগ করে বলেন, ছেলেমেয়েরা আগের মতো সম্মান দেখায় না। আমাদের সামনেই সিগারেট, গাঁজা টানতে শুরু করে দেয়। কিছু বলাও যায় না। কিছু বললে অপমানিত হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পুলিশের ভয় না থাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নীরব ভূমিকাই এর প্রধান কারণ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। অতীতে মাদকের বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা, জরিমানা ও গ্রেপ্তার করেও মাদক সরবরাহ ও চাহিদা কমানো যায়নি। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশব্যাপী থানাগুলোতে হামলা চালানো হয়। এরপর থেকে বেশ কিছুদিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। এই সুযোগে সারা দেশে মাদক কারবারিদের উৎসব শুরু হয়। মূলত, মাদকের চাহিদা ও ব্যবহারকারীদের বিষয়ে যতটা নজর, ততটা নেই সরবরাহের দিকে। সরবরাহ চলছে প্রায় অবাধে। অবাধে সরবরাহের কারণেই মাদক এভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। দেশ কতটা বিপর্যয়ে দিকে যাচ্ছে তা কী একবার ভেবে দেখায় বিষয় নয়? যেখানে অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে মাদক উঠছে, সেই জাঁতি আগামীতে অন্ধকারেই প্রবেশ করার কথা। তবে তা আমরা কখনোই প্রত্যাশা করি না। শুধু শিক্ষার্থী নয়, বাংলাদেশ থেকেই চিরতরে নির্মূল হোক মাদকদ্রব্য এটাই অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা। আমরা আশা করব, সরকার ওই বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগী হয়ে মাদক নির্মূল রাষ্ট্র গড়ে তুলবেন।

মাদকের চাহিদা ও ব্যবহারকারীদের বিষয়ে যতটা নজর, ততটা নেই সরবরাহের দিকে। সরবরাহ চলছে প্রায় অবাধে। অবাধে সরবরাহের কারণেই মাদক এভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। দেশ কতটা বিপর্যয়ে দিকে যাচ্ছে তা কী একবার ভেবে দেখায় বিষয় নয়? যেখানে অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে মাদক উঠছে, সেই জাঁতি আগামীতে অন্ধকারেই প্রবেশ করার কথা। তবে তা আমরা কখনোই প্রত্যাশা করি না। শুধু শিক্ষার্থী নয়, বাংলাদেশ থেকেই চিরতরে নির্মূল হোক মাদকদ্রব্য এটাই অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা

উচ্চশিক্ষিত বেকার বেড়েই চলছে
উদ্বিগ্ন হচ্ছে তরুণ সমাজ

বেকারের বিপুল সংখ্যা বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান সমস্যা। তরুণ জনগোষ্ঠী বেশি থাকার কারণে বাংলাদেশে এখন জনমিতির সুবিধা (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) বিরাজমান। দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই তরুণ, যাঁরা কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। কিন্তু অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্প্রসারণ হলেও কর্মসংস্থান সেই অনুসারে বাড়ানো যাচ্ছে না। শোভন চাকরি না পেয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও অনেকে টিউশনি, পাঠাও-উবারে ডেলিভারিম্যান, বিক্রয়কর্মীসহ নানা ধরনের কাজ করে জীবন ধারণ করছেন। এমনকি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সরকারি চাকরির জন্যও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা আবেদন করছেন। ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে, তখন দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ২৫ লাখ ৮২ হাজার। এই বেকারদের মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী আছেন ৭ লাখ ৯৯ হাজার। এর মানে হলো মোট বেকারের প্রায় ৩১ শতাংশই উচ্চশিক্ষিত। দেশের মোট বেকারের প্রতি তিনজনের একজন 'বিএ-এমএ' পাস করেও চাকরি পাচ্ছেন না। ২০১৭ সালে শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে, তখন দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ২৬ লাখ ৭৭ হাজার। এই বেকার তরুণ গোষ্ঠীর মধ্যে ৪ লাখ ৫ হাজারের চাকরিপ্রত্যাশীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কমপক্ষে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। দেখা যাচ্ছে মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪ লাখ। বিবিএসের হিসাব অনুসারে দেশের মোট বেকারের মধ্যে সাড়ে ২১ লাখই তরুণ-তরুণী। বেকারদের ৮৩ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছর। সার্বিকভাবে কয়েক বছর ধরে দেশে বেকারের মোট সংখ্যা প্রায় অপরিবর্তিত। কিন্তু এর মধ্যে খারাপ খবর হলো, সাম্প্রতিক সময়ে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট চলছে, যথেষ্ট দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হচ্ছে না। এসব কারণে বেসরকারি খাতে চাকরির সুযোগ কমেছে। পাশাপাশি সরকারি চাকরিতে কোটার কারণে মেধাবীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত থাকায় তরুণদের অনেকেই হতাশ হয়ে পড়ছেন। সরকারি চাকরিতে অনিয়মের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা কোটাবিরোধী আন্দোলন করেন। এই আন্দোলন একপর্যায়ে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। যার ফলে স্বৈরাচার সরকারের পতন হয়। মূলত চাকরি পাওয়া নিয়ে হতাশা থেকেই সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এই আন্দোলন গড়ে তোলেন। এখন প্রশ্ন থাকতেই পারে শিক্ষার্থীরা যে কারণে রাজপথে তাজা প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন তার সমাধান কী আধো মিলবে? প্রশ্ন থেকেই গেল। বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনায় নিযুক্ত রয়েছেন। আমরা মনে করি, অন্তর্বর্তী সরকার উচ্চশিক্ষিত বেকারদের বিষয়ের নজরদারি করাটা জরুরি। বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানে এই সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে এবং সমাধান করতে হবে। এটাই এখন সকলের প্রত্যাশা।

এই আন্দোলন একপর্যায়ে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। যার ফলে স্বৈরাচার সরকারের পতন হয়। মূলত চাকরি পাওয়া নিয়ে হতাশা থেকেই সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এই আন্দোলন গড়ে তোলেন। এখন প্রশ্ন থাকতেই পারে শিক্ষার্থীরা যে কারণে রাজপথে তাজা প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন তার সমাধান কী আধো মিলবে? প্রশ্ন থেকেই গেল। বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনায় নিযুক্ত রয়েছেন। আমরা মনে করি, অন্তর্বর্তী সরকার উচ্চশিক্ষিত বেকারদের বিষয়ের নজরদারি করাটা জরুরি। বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানে এই সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে

জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিবেশী দু'টি দেশ

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

জাতীয় নিরাপত্তা হলো একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা যা নাগরিক, অর্থনীতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারের দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষাই জাতীয় নিরাপত্তা। এর মধ্যে অসামরিক মাত্রাগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সন্ত্রাস থেকে নিরাপত্তা, অপরাধ হ্রাস, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, পরিবেশ নিরাপত্তা, খাদ্যনিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে, জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পাশাপাশি, সহিংস অরাষ্ট্রীয় নেতাদের পদক্ষেপ, মাদক, সংঘটিত অপরাধ, বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর দ্বারা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব। সরকারগুলো একটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির পাশাপাশি কূটনীতিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করে। তারা জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক বর্জন ও পারমাণবিক বিস্তারের মতো নিরাপত্তাহীনতার আন্তর্জাতিক কারণগুলো হ্রাস করে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে নিরাপত্তার শর্ত তৈরি করতেও কাজ করতে পারে। জাঁতি রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার যতই বিস্তৃত হচ্ছে ততই প্রবল হচ্ছে নিরাপত্তার ধারণা। নিরাপত্তার ধারণাটি আজ আর সেকেলে বা গতানুগতিক তত্ত্বকথায় সীমিত নয়। আধুনিক প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে নিরাপত্তা ধারণাটি ক্রমেই প্রযুক্তিনির্ভর ও সংবেদনশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। একসময় ছিল যখন রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি বিবেচনা করত। প্রতিবেশীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় প্রস্তুত থাকত। এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হাজার মাইলের দূরত্বেও আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক ইসরাইল বনাম মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের দিকে নজর দিলে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। ইসরাইল আক্রমণ করছে ইরান অথবা ইরাকের লক্ষ্যবস্তুতে। দূর থেকে জবাব দিচ্ছে হামাস, হিজবুল্লাহ ও ইরান। সুতরাং নিরাপত্তার ধারণাটি ভৌগোলিক বলয় অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতা লাভ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর একক বৈশ্বিক ব্যবস্থা (ঘবি ডড়ৎষফ ৎফবৎ) জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকে নতুন করে উপস্থাপন করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইচ্ছে করলেই হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে ইরাক ও আফগানিস্তান দখল করতে পারে। বিশ্বের যেকোনো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে তারা সক্ষম। তাই জাতীয় নিরাপত্তা তথা, নাগরিক নিরাপত্তা বিষয়ের সাথে অনিবার্যভাবেই যোগ হয়েছে নতুন বৈশ্বিক ব্যবস্থা। গতানুগতিক নিরাপত্তার ধারণায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ। শত্রুতা অথবা মিত্রতার জন্য আমাদেরকে প্রতিবেশীর দিকেই তাকাতে হয়। বৈশ্বিক ব্যবস্থার বা আন্তর্জাতিক বলয়ের এত কিছু পরিবর্তনের পরও বাস্তবতা এই যে, প্রতিবেশী আমাদের শত্রুতার অথবা মিত্রতার ধারক। অবশ্য ভারতের প্রাচীন কূটনৈতিক ভাষ্যকার চাণক্যের ভাষায়- প্রতিবেশী কখনোই মিত্র হতে পারে না। আজকের আধুনিক বিশ্বে তারই প্রতিফলন দেখতে হচ্ছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক বাস্তবতার কথা যদি আমরা স্বীকার করি তাহলে দেখা যাবে, আমাদের দুই প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমার একই বাস্তবতার প্রমাণ দিচ্ছে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ও ভারত চিরশত্রুতার ইতিহাস দিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে আশা করা গিয়েছিল যে, সেই লালিত চিরশত্রুতার অবসান ঘটবে। কিন্তু তা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অকৃপণ সহযোগিতার পরও বাংলাদেশের মানুষ ভারতমুখী হয়নি। ভারতের একজন প্রবীণ তাত্ত্বিক জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছিলেন, 'ইন্ধিরাকা বাপ এক পাকিস্তান বানায়াথা। লেকিন উসকা লাড়কি দ্যো পাকিস্তান বানায়া।' বসন্ত চ্যাটার্জি নামে কলকাতার এক বাবু এসেছিলেন বাংলাদেশ সফরে। তার লিখিত গ্রন্থটির নাম 'ইনসাইড বাংলাদেশ'। সেখানে তিনি লিখেছেন- স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশের মানুষ কী করে ভারতবিরোধী হয়ে ওঠে। মূলত ১৯৭১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ভারত কখনোই বাংলাদেশকে মিত্রতার চোখে দেখেনি। তাদের কাম্য ছিল অধীনতামূলক মিত্রতা। আর তাদের বশংবদ শেখ হাসিনা ১৫ বছরে বাংলাদেশকে প্রায় করদরাজ্যে পরিণত করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন উজাড় করে সব কিছু দিয়েছেন। বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তাকে ভূলুণ্ঠিত করে তিনি নৌ, স্থল ও রেলওয়ে ট্রানজিট দিয়েছেন। অন্যায়ভাবে বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়েছেন। বন্দর সুবিধা দিয়েছেন। নদীর পানি দিয়েছেন। সব কিছু দিয়েও বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি। তিস্তার পানি আসেনি। সীমান্তে মানুষ হত্যা বন্ধ হয়নি।

বিশেষ করে বাংলাদেশের সম্প্রতি গণবিপ্লব, নতুন পরিবেশ ও নতুন সমীকরণের সৃষ্টি করেছে। ভারত ও মিয়ানমার উভয় প্রতিবেশীই বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থার এ পরিবর্তনকে সম্ভবত দুর্বলতা হিসেবে দেখছে। ভারতের ক্রমবর্ধমান বৈরিতা তারই প্রমাণ। মিয়ানমারের সাথে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের সম্পর্ক বন্ধুত্বসুলভ নয়। এখন আবার সীমান্তে এবং সাগরে বাংলাদেশী নাগরিক হত্যার মধ্য দিয়ে মিয়ানমার বৈরিতার নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। তারা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দুর্বল চোখে দেখছে। কিন্তু সরকার যদি হয় জনসমর্থনে শক্ত, তাহলে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে এই সরকার জনসমর্থন তুষ্ট এবং যেকোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে অধিকতর সক্ষম। ভারত ও মিয়ানমার যত দ্রুত এই বিষয়টি বুঝবে, ততই সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে- সকলের প্রতি মিত্রতা কারো প্রতি শত্রুতা নয়। প্রতিবেশী দুটো দেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি মিত্রতাসুলভ। সুতরাং তারা শত্রুতার অবসান ঘটিয়ে মিত্রতার ক্ষেত্র তৈরি করবে, এটিই বাংলাদেশের নাগরিক সাধারণ আশা করে। তাতে উভয় দেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও নাগরিক স্বাধীনতা দ্রুত নিশ্চিত হবে

লজ্জার কথা বাংলাদেশের মন্ত্রীরা সেই হত্যার সাফাই গেয়েছেন। বারবার 'জিরো কিলিং'-এর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু কার্যত তা বাস্তবায়ন ঘটেনি। এর প্রধান কারণ ছিল এই যে, বাংলাদেশে তাদেরই সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। গুলি করতে তারা পরোয়া করত না।

৩৬ জুলাইয়ের গণবিপ্লব বাংলাদেশকে নতুন করে স্বাধীন করে। এই দ্বিতীয় স্বাধীনতার মাধ্যমে ভারতের অধীনতামূলক মিত্রতার অবসান ঘটে। শেখ হাসিনা মিত্র দেশে পলায়ন করেন। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীর এই অঞ্চলে ভৌগোলিক রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ ঘটায়। বাংলাদেশে ভারতের দৃশ্যত কর্তৃত্বের অবসান ঘটায় তারা রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, ৫ আগস্ট তথা ৩৬ জুলাইয়ে ভারত-বাংলাদেশ গোটা সীমান্তে 'উচ্চ সতর্কতা' জারি করে ভারত। অধীন সীমান্ত স্বাধীন সীমান্তে পরিণত হয়। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) নড়েচড়ে বসে। এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সীমান্ত হত্যার বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করেন। এরপরও তাদের দাপট থামেনি। সরকার পরিবর্তনের পর তারা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ৫ আগস্ট-পরবর্তী ভারত সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো এরকম : ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাতে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে ১৬ বছরের এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভোর রাতে ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার কান্তিভিটা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে ১৪ বছর বয়সী এক বাংলাদেশী কিশোর নিহত হয়। গুলিবিদ্ধ হন আরো দু'জন। ৭ অক্টোবর ২০২৪ কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশী যুবক নিহত হয়। পরে তার লাশ নিয়ে যায় বিএসএফ সদস্যরা। সীমান্তে বাংলাদেশীদের ওপর ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যদের গুলিতে হত্যার ঘটনা দিন দিন আরো উদ্বেগের জন্ম দিচ্ছে। আওয়ামী লীগের পতনের পর থেকে আগ্রাসী মনোভাব বাড়ছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও গণমাধ্যমের খবরে এসেছে, সীমান্তে গত ১৫ বছরে ছয় শতাধিক বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বিএসএফ।

৩৬ জুলাইয়ের গণবিপ্লবের পর নানা ছলা-কলায় ভারত বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে চেয়েছে। প্রথমত সংখ্যালঘু কার্ড খেলে বাংলাদেশকে বারবার দুষীয়ে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চেয়েছে। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চেয়েছে। তৃতীয়ত, অতীত সরকারের দোসরদের মদদ দিয়ে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চেয়েছে। অতি সাম্প্রতিক দুর্গাপূজা উপলক্ষে নানা ধরনের মিথ্যাচার ছড়িয়ে এবং নানা উৎপাত সৃষ্টি করে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছে। এসবের প্রতিবাদে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সবসময় সোচ্চার থেকেছে। সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার। পাশাপাশি সব কয়টি সীমান্ত হত্যার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার আহ্বান জানানো হয়েছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের চিঠিতে বলা হয়েছে, সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বারবার প্রতিশ্রুতির পরও বিএসএফের হাতে বারবার হত্যার ঘটনা উদ্বেগজনক। বাংলাদেশ সরকার জোর দিয়ে বলেছে, সীমান্ত হত্যার এ ধরনের ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অযাচিত। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৭৫ সালের ঘটনাবলির পর ভারত বাংলাদেশে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র তৈরি করে। কাদের সিদ্দিকীর মতো লোককে ব্যবহার করে তারা বারবার বাংলাদেশ সীমান্তে আক্রমণ করে। ইতোমধ্যে শত শত আওয়ামী লীগার ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদেরকে ব্যবহার করে অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে পারে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করে। গণবিপ্লবের পর বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক কার্যত তলানিতে ঠেকেছে। বিশেষ করে শেখ হাসিনা সেখানে 'রাজনৈতিক আশ্রয়' লাভের পর বাংলাদেশের মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বেড়েছে। শোনা যায়, শেখ হাসিনা অন্যত্র রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের চেষ্টা করছেন। বাস্তবতা এই যে, যতদিন তিনি ভারতে অবস্থান করবেন বাংলাদেশের মানুষের ভারতপ্রীতির কোনো সম্ভাবনা নেই। একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।

ভারতের সরকার, গণমাধ্যম ও জনগণ বাংলাদেশ বৈরিতার নানা প্রমাণ দিচ্ছে। আর বাংলাদেশের জনগণ সে কারণেই জাতীয় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। দেখা যাচ্ছে, অতি সামান্য ঘটনায় ভারতীয় হাইকমিশন বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করছে। যেমন- সাতক্ষীরায় একটি মন্দিরে স্বর্ণের মুকুট চুরি গেছে। সেটিও তাদের উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে নগ্নভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে লেখা চিঠিগুলো কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করছে। বাংলাদেশ সরকার সংযত থেকে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। যেমন- বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন সেদিন বলেছেন, ভারত শেখ হাসিনাকে ট্র্যাভেল ডকুমেন্ট দিলেও সম্পর্কের অবনতি হবে না। কিন্তু ভারত সেই সংযম ও সহিষ্ণুতা দেখাতে পারছে না। ভারতীয় কোনো কোনো পত্রিকায় কাশ্মির স্টাইলে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'-এর কথা বলা হচ্ছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক মানে হচ্ছে- রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাৎক্ষণিক আক্রমণ পরিচালনা করে প্রতিশোধ গ্রহণ। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বারবার এ ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে ভারত সরকার। বাংলাদেশের ব্যাপারে এ ধরনের কথা চিন্তা করতে পারে ভারত এটিও বাংলাদেশের মানুষকে বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন করেছে। এ ধরনের শত্রুতার অবসান না হলে জাতীয় নিরাপত্তা অনিশ্চিতই থেকে যাবে। আর নাগরিক সাধারণ সীমান্ত হত্যার মতো ঘটনায় ভারতবিরোধী মনোভাব পোষণ করতে থাকবে। উভয় রাষ্ট্রের জন্য বিষয়টি উদ্বেগজনক। এই গেল ভারতের কথা। এবার আসুন আমাদের অপর প্রতিবেশী মিয়ানমারের দিকে তাকাই।

এমনিতেই বাংলাদেশ মিয়ানমার সম্পর্ক ভালোই ছিল। আশির দশক থেকে রোহিঙ্গা মুসলমান বিতাড়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের অবনতি শুরু হয়। এরপর যতই বছর গেছে ততই বেড়েছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ। সাম্প্রতিককালে তা ভয়াবহ ও বিপজ্জনক রূপ লাভ করেছে। অব্যাহতভাবে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটছে। গণবিপ্লবের পর নতুন সরকারের প্রত্যাশা ছিল- মিয়ানমার নতুন করে চিন্তা করবে। কিন্তু নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে। ৮ অক্টোবর প্রকাশিত খবরে জানা যায়, বাংলাদেশ সরকার নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ চলায় নতুন করে রাখাইন রাজ্যের নাগরিকরা বাংলাদেশে নতুন করে অনুপ্রবেশ করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় সশস্ত্র সক্সঘাত নিয়ন্ত্রণ ও রাখাইন থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে মিয়ানমারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের নিজ দেশে দ্রুত, স্বেচ্ছায় ও টেকসই প্রত্যাবাসনের ওপর জোর দিচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস মিয়ানমারের অভ্যন্তরে নিরাপদ অঞ্চল তৈরি করে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের ফেরত নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধে বাংলাদেশ সীমান্ত অরক্ষিত হয়ে পড়ছে। সেখান থেকে আসা গোলাগুলিতে বাংলাদেশের নাগরিক নিহত হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের পর মিয়ানমার বাংলাদেশের ব্যাপারে আরো বৈরী আচরণ করছে। এতদিন আমরা ভারত সীমান্তে বাংলাদেশী নিহত হওয়ার কথা শুনেছি। এবার আমরা মিয়ানমারের নৌবাহিনীর গুলিতে বাংলাদেশী নিহত হতে দেখলাম। ১০ অক্টোবর দুপুরের দিকে বাংলাদেশী মাছ ধরার কয়েকটি ট্রলার লক্ষ্য করে মিয়ানমারের নৌবাহিনী গুলি ছোড়ে। তাতে একজন জেলে নিহত হয়। আহত হয়েছে তিন জেলে। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর-আইএসপিআর এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। ঘটনার বিবরণে বলা হয়, ৫৮ জন জেলেসহ ছয়টি মাছ ধরার ট্রলার আটক করেছিল মিয়ানমার।

ট্রলারগুলো মিয়ানমারের জলসীমায় ঢুকে পড়েছিল। পরে আলোচনাক্রমে ওই জেলেদের ফেরত আনা হয়। জেলেদের ধরতে গিয়ে মিয়ানমার গুলি চালায়। আর তাতেই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। উপরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী আমাদের প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ করছে না। বিশেষ করে বাংলাদেশের সম্প্রতি গণবিপ্লব, নতুন পরিবেশ ও নতুন সমীকরণের সৃষ্টি করেছে। ভারত ও মিয়ানমার উভয়-প্রতিবেশীই বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থার এ পরিবর্তনকে সম্ভবত দুর্বলতা হিসেবে দেখছে। ভারতের ক্রমবর্ধমান বৈরিতা তারই প্রমাণ। মিয়ানমারের সাথে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের সম্পর্ক বন্ধুত্বসুলভ নয়। এখন আবার সীমান্তে এবং সাগরে বাংলাদেশী নাগরিক হত্যার মধ্য দিয়ে মিয়ানমার বৈরিতার নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। তারা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দুর্বল চোখে দেখছে। কিন্তু সরকার যদি হয় জনসমর্থনে শক্ত, তাহলে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে এই সরকার জনসমর্থন তুষ্ট এবং যেকোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে অধিকতর সক্ষম। ভারত ও মিয়ানমার যত দ্রুত এই বিষয়টি বুঝবে, ততই সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে- সকলের প্রতি মিত্রতা কারো প্রতি শত্রুতা নয়। প্রতিবেশী দুটো দেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি মিত্রতাসুলভ। সুতরাং তারা শত্রুতার অবসান ঘটিয়ে মিত্রতার ক্ষেত্র তৈরি করবে, এটিই বাংলাদেশের নাগরিক সাধারণ আশা করে। তাতে উভয় দেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও নাগরিক স্বাধীনতা দ্রুত নিশ্চিত হবে।

**লেখক : অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়**

সংস্কার নাকি প্রতিকার?

নাজনীন হাসান চুমকী

বর্তমান সময়ের অন্যতম হিট শব্দ 'ট্রেন্ডি'। কয়েক মাস যাবৎ সর্বক্ষেত্রে 'ট্রেন্ড' চলছে 'সংস্কার'। এই 'সংস্কার' বলতে আবার ভেঙেচুরে নতুনভাবে তৈরি করা বা গড়ে তোলা বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু সব কি নতুনভাবে গড়ে তোলা যায়? কংক্রিটের শহরে যে ফ্ল্যাটে আমরা বসবাস করি, বছর দশ পরে সেই বাড়ির দেয়ালে ড্যাম ধরলে শুধু সেই দেয়ালটায় ঠিক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অথবা ডিজাইনে একটু পরিমার্জন বা পরিবর্তন করার করার জন্য ভেতরে দেয়াল ভেঙে এদিক-সেদিক করা হয়। পুরো ফ্ল্যাট কী আমরা ভেঙে ফেলি? অথচ এই 'সংস্কার'-এর নামে বর্তমানে মন ভাঙা হচ্ছে, সম্পর্ক ভাঙা হচ্ছে, ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা হচ্ছে, সর্বোপরি মনুষ্যত্ব ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়তে দেখা যাচ্ছে। প্রতিটা সেক্টরে 'বৈষম্য' দূর করতে গিয়ে আরও প্রকট করে তোলা হচ্ছে 'বৈষম্য'। কারণ একটাই, অস্থিরতা। ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দ ন্যাক্কারজনকভাবে বা নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। সর্বজনীনতা লোপ পাচ্ছে। আমি ১৯৯৯ সালে অভিনয়কে পুরোপুরি পেশা হিসেবে গ্রহণ করি। তার পূর্বে আমি ছিলাম ভিজ্যুয়াল মিডিয়ার শুধুই একজন দর্শক। সেই সময়েও লক্ষ্য করেছি, সরকার পরিবর্তন সাথে সাথে সব গণমাধ্যমে কিছু সংখ্যক অভিনয়শিল্পীর অনুপস্থিতি। পত্রিকা পাঠের মাধ্যমে জেনেছিলাম 'কালো তালিকাভুক্ত' তারা। কী অদ্ভুত!

অভিনয়শিল্পী মাত্রই হওয়ার কথা রঙিন, উজ্জ্বল। অথচ একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের অনুসারী হয়ে, তারা হয়ে গেলেন কালো বা কালিমালিপ্ত! আবার কেউ কেউ প্রতিবাদী হওয়ার কারণেও হয়েছিলেন 'কালো তালিকাভুক্ত'। অদ্ভুত বিষয়! একূলে থাকলেও দোষ ওকূলে গেলেও দোষ। এখন মধ্যবর্তী স্থানে যারা আছেন, তারা কী সুবিধাবাদী? কেউ কেউ। তবে, অধিকাংশই ভীত। ভয় কাজ হারানোর। মূলত বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের মতো অভিনয়শিল্পীরা রাজনৈতিক মতাদর্শে সচেতন হলেও, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা একপ্রকার দুর্বলতা। গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল অভিনয়শিল্পীর পরিচিতি, সুনাম এক কথায় 'ফেইম' দলীয় স্বার্থে বা প্রচারণায় ব্যবহার করতে চাইতেই পারে। কিন্তু তিনি বা তারা ব্যবহৃত হবেন কি না, সেটা বারংবার ভাববার বিষয়। মনে রাখা উচিত, সৃষ্টির সেরা জীব, মানুষ যেখানে নশ্বর সেখানে একটি রাজনৈতিক দল কীভাবে অবিনশ্বর হয়? রাজনৈতিক দল মানেই জনগণকে নিয়ে খেলা, আবার জনগণেরও বুদ্ধিবৃত্তিক খেলা। অথচ অভিনয়শিল্পীরা সব সময় জনগণের নিকট 'প্রিয়', 'সম্মানীয়', 'শ্রদ্ধেয়'। অথচ অভিনয়শিল্পীদের দীর্ঘদিন যাবৎ রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার চর্চা এখন জনগণের নিকট অবমূল্যায়ন হওয়ার কারণ।

গোষ্ঠী, ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। সময় আছে, ভাবুন, মানবিক শিক্ষা, ধর্ম নিরপেক্ষতা, অহিংসা, দেশপ্রেম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাসকে বিনির্মাণ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সুনাগরিক কীভাবে গড়ে তোলা যায়। শান্ত হোন সবাই। যে দেশে নিজে বসবাস করতে চান সে দেশে কি কেবল নিজের পরিবার এবং আত্মীয়-পরিজন নিয়ে বসবাস করবেন? কোনো সমাজব্যবস্থায় কী চান না? যদি চান, তবে 'সংস্কার' নয় 'প্রতিকার' করুন। সমবণ্টনে বিশ্বাস করুন

বিশ্বব্যাপী সমাদৃত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ফেসবুক'। এর মাধ্যমে তাই সারাবিশ্বে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকরা এখন প্রতিবাদ, মতামতের মতো ঘৃণাও প্রকাশ করছেন অনায়াসেই। সাম্প্রতিক সময়ে তাই কোনো কোনো অভিনয়শিল্পীদের নিয়েও উষ্মা প্রকাশ বা সমালোচনা করা হয়েছে ভীষণভাবে। সেই সূত্র ধরে 'সংস্কার'-এ নেমেছে অভিনয়শিল্পীরাও। স্বাভাবিক। কারণ, একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির ভুলের দায়ভার বৃহত্তর গোষ্ঠী কেন গ্রহণ করবে? সেক্ষেত্রে, যদি বলি, 'সংস্কার'-এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন 'প্রতিকার'; এটা কী ভুল হবে? ভিজ্যুয়াল মিডিয়াতে অকল্পনীয় অসামঞ্জস্য লক্ষণীয়। সেই অসামঞ্জস্য হলো কর্মক্ষেত্রে, সম্মানীতে।

একটা শ্রেণি আকাশচুম্বী সম্মানীর বিনিময়ে কাজ করছেন। একই মুখ টিভি, সিনেমা, ওটিটি-তে দেখা যাচ্ছে। আর অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা বৃহৎ অংশ আগামীকাল তার বাসায় বাজার করতে পারবেন কি না সেই ভাবনায় ব্লাডপ্রেশার, সুগারের সমস্যায় ভুগছেন। অসুস্থ হওয়ার পরেও ডাক্তারের ভিজিট দেওয়ার ভাবনায় দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা এবং গ্যাসের ওষুধ খেয়ে দিনাতিপাত করছেন। এজন্য প্রয়োজন এক্টরস এজেন্সি? আরে সেজন্যেও তো অর্থ প্রয়োজন। এজেন্সি তো বিনামূল্যে সার্ভিস দেবে না, তাই না? সহমর্মী হোন। আগে আকাশপাতাল অসমবণ্টন, এর প্রতিকার করুন। নিজেদের সংশোধন করে, যতটা প্রয়োজন ততটা গ্রহণ করে সহকর্মীদের সুযোগ দিয়ে, কর্মক্ষেত্রকে সচল রাখুন। থামতে শিখুন। অন্তর্গত চাহিদাকে লাগাম টেনে, একে অপরের কথা ভাবুন।

আগে সব অব্যবস্থাপনার প্রতিকার করে, তারপর সংস্কারে নামুন। অগ্রজদের এখন দোষ ধরা, আঙুল তুলে জবাবদিহিতার প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করার পূর্বে মনে রাখবেন, আপনার আজকের এই পথ কিন্তু তাদেরই তৈরি করা। তাই আগামীতে আপনাদের দিকেও যেন এমন আঙুল না ওঠায় কেউ। তাই বিগত দিনের ভুল নিয়ে কথা বললে হবে না অনুজদের দায়িত্ব বর্তায় বিগত ভুলের পাশাপাশি নিজেদের ভুলগুলোও শুধরে নেওয়া। এজন্য কখনোই অগ্রজদের দোষী সাব্যস্ত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সোজা কথায় যদি বলি, বাবার ভুল দেখলে সর্বাঙ্গে সন্তানকে সতর্ক হতে হয় যেন ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে সর্বক্ষেত্রে 'সংস্কার'-এর নামে যে অবমাননা, অসহনশীলতা, অমানবিকতা, অস্থিরতা, বৈষম্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা সত্যিই হানিকারক। মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, সেই বিচারে জনগণের নিকট কোন আমলে, কোন সরকার সঠিক ছিল? বুঝতে পারি না। দীর্ঘ ১৫ বছর নির্দিষ্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল। ১৫ বছর পর সব বয়সের, পেশার, ধর্মের এক কথায় আপামর জনসাধারণের আন্দোলনের মুখে পতন ঘটে উক্ত শাসনামল। ঐ পতনের দিন থেকেই এক অদ্ভুত সহিংসতা, অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আবার আশ্চর্যজনকভাবে লজ্জিত হয়ে কিছু মানুষ দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাও করেন। যা সত্যিই আশাবাদী করে তুললেও কিছুদিন পর শিক্ষকদের অপসারণ, ধর্মীয় অস্থিরতা, সামাজিক অবক্ষয়, নারী-পুরুষের ভেদাভেদ, মানুষে মানুষে বিদ্বেষ, ক্রোধ 'বৈষম্য' প্রকট করে তুলছে। নমনীয়তা, সহনশীলতা লোপ পাচ্ছে। অধৈর্য, ফেসবুকের কারণেই হোক তিলকে তাল করা হচ্ছে। গুজব ছড়ানো ও লাফানো পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ, বাংলাদেশে শিক্ষার হার ৭৪.৬৬ শতাংশ বা কিছু বেশি। শিক্ষিত মানুষ হবে অহিংস। মুখ খুললেই যত সমস্যা। কারণ, সবার কথা কী সবাই বুঝে না বোঝার চেষ্টা করে? আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, আদ্যোপান্ত না জেনে, না বুঝে, না বিবেচনা করে কেবল প্রতিবাদ করা হচ্ছে।

আপামর জনসাধারণের কথা ভেবে, যুক্তিসংগত পয়েন্ট নিয়ে, নীরব প্রতিবাদ তো দেখছি না! প্রতিবাদ সর্বজনীনতা হারিয়েছে। গোষ্ঠী, ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। সময় আছে, ভাবুন, মানবিক শিক্ষা, ধর্ম নিরপেক্ষতা, অহিংসা, দেশপ্রেম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাসকে বিনির্মাণ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সুনাগরিক কীভাবে গড়ে তোলা যায়। শান্ত হোন সবাই। যে দেশে নিজে বসবাস করতে চান সে দেশে কি কেবল নিজের পরিবার এবং আত্মীয়-পরিজন নিয়ে বসবাস করবেন? কোনো সমাজব্যবস্থায় কী চান না? যদি চান, তবে 'সংস্কার' নয় 'প্রতিকার' করুন। সমবণ্টনে বিশ্বাস করুন।

লেখক : অভিনেত্রী, নাট্যকার ও পরিচালক

মুখ থুবড়ে পড়া অর্থনীতিতে গাজার ৮০ শতাংশ বেকার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েল ও হামাসের এক বছরের সংঘর্ষে গাজার অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় বেকারত্বের হার এখন প্রায় ৮০ শতাংশ। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর দিয়েছে। জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাটি জানিয়েছে, ইসরায়েল ও হামাসের সংঘর্ষ শুরুর পর থেকে উৎপাদন প্রায় ৮৫ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। ফলে প্রায় ২৩ লাখ মানুষ এখন দারিদ্রতায় নিমজ্জিত। গাজা ও পশ্চিম তীরের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে আইএলও বলেছে, অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডজুড়ে অর্থনীতি ও শ্রমবাজারের অকল্পনীয় ক্ষতি হয়েছে এই যুদ্ধে। সংস্থাটি বলেছে, গত বছরের অক্টোবর থেকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে পশ্চিম তীরে বেকারত্বের গড় হার ছিল ৩৪ দশমিক ৯ শতাংশ। এর আগের ১২ মাসের তুলনায় অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে ২১ দশমিক ৭ শতাংশ। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর আগে বেকারত্বের হার পশ্চিম তীরে ১৪ শতাংশ আর গাজায় ৪৫ দশমিক ৩ শতাংশ ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে জেনেভা ভিত্তিক এই সংস্থা। গাজাবাসী হয় তাদের চাকরি হারিয়েছে অথবা অত্যাবশকীয় দ্রব্য ও পরিষেবা ভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক কাজের সঙ্গে অনিয়মিতভাবে জড়িত আছে বলে জানিয়েছে আইএলও। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে প্রবেশ করে নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে ১ হাজার ২০০ ইসরায়েলিকে হত্যা করে হামাস। এ সময় প্রায় ২৫০ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে এখনও প্রায় শ'খানেক মানুষকে গাজায় আটকে রাখা হয়েছে বলে

ইসরায়েলের ধারণা। এই হামলার প্রতিক্রিয়ায় গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি, ইসরায়েলি আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত অন্তত ৪২ হাজার ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। এদিকে, গাজার ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ ও বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা হামাস গোষ্ঠীর সদস্যদের নির্মূল করতে সীমিত পরিসরে হামলা চালায় বলে দাবি করে থাকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। তাদের দাবি অনুযায়ী, বেসামরিক নাগরিক কখনোই হামলার লক্ষ্য নয়। জাতিসংঘের স্যাটেলাইট ডাটা অনুযায়ী, গাজার যুদ্ধপূর্ববর্তী অবকাঠামোর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংখ্যাটি ১ লাখ ৬৩ হাজারের বেশি। আইএলও বলেছে, গাজা সংকটের প্রভাব পশ্চিম তীরেও ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের চলাচল ও দ্রব্যের পরিবহনে ইসরায়েলি বাহিনীর হাজারো বিধিনিষেধের বেড়াজালে সেখানকার সাপ্লাই চেইন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিম তীরে অভিযান চালানোর পক্ষে সাফাই গেয়ে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীদের প্রতিহত ও ইসরায়েলি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে তারা।আইএলও'র আরব দেশগুলোর আঞ্চলিক প্রধান রুবা জারাদাত বলেছেন, 'গাজা যুদ্ধের প্রভাব প্রাণহানি, মারাত্মক মানবিক সংকট ও শারীরিক ক্ষতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এর করাল গ্রাস আরও ভয়ানক। এই যুদ্ধ গাজার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি পুরো নাড়িয়ে দিয়েছে। আর এর প্রভাব পশ্চিম তীরে থেকেও বেশ তীব্রভাবে টের পাওয়া যাচ্ছে। অর্থনৈতিক এই ক্ষতির প্রভাব কয়েক প্রজন্ম ধরে বয়ে বেড়াতে হবে তাদের।'

বিশ্বে চরম দারিদ্র্য পীড়িত ১১০ কোটি মানুষ : জাতিসংঘ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্বের ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ চরম দারিদ্র্য পীড়িত অবস্থায় জীবনযাপন করছে, যাদের অর্ধেকেরও বেশি শিশু। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতিসংঘে উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে। খবর এএফপির। অক্সফোর্ড পোভারটি অ্যান্ড হিউম্যাস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের (ওপিএইচআই) সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশিত ইউএনডিপির এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির পাশাপাশি যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ।

যুদ্ধে জড়িত দেশগুলোতে দারিদ্র্যের এই মাত্রা তিনগুণেরও বেশি। ২০১০ সাল থেকে ইউএনডিপি এবং ওপিএইচআই এই বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক প্রকাশ করে আসছে। এই সূচকে বিশ্বের ১১২টি দেশের ৬৩০ কোটি জনসংখ্যার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আবাসন, পয়নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, রান্নার জন্য জ্বালানি, পুষ্টি ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতির বিষয়গুলো এই তথ্য বিশ্লেষণে নির্ধারক বা সূচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কী আছে জেলেনস্কির 'বিজয় পরিকল্পনা'য়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি এই সপ্তাহে তার 'বিজয় পরিকল্পনা' দেশবাসী ও আন্তর্জাতিক মিত্রদের সামনে উপস্থাপন করছেন, যার লক্ষ্য রাশিয়াকে একটি ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তি মেনে নিতে বাধ্য করা। পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়নি এবং এর বেশ কিছু অংশ গোপন রাখা হবে। তবে জেলেনস্কি কিয়েভে আইন প্রণেতাদের সামনে এর মূল বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। এখন পর্যন্ত এ পরিকল্পনা সম্পর্কে যা জানা গেছে :

ন্যাটো সদস্য পদ

জেলেনস্কির ভাষণ অনুযায়ী, ইউক্রেনকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো প্রতিরক্ষা জোটে যোগদানের আমন্ত্রণ পাওয়াই পরিকল্পনার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তিনি বলেছেন, 'কয়েক দশক ধরে রাশিয়া ইউরোপের ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে কাজে লাগিয়েছে, বিশেষ করে ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্য না হওয়ার সুযোগ নিয়েছে। এই কারণেই রাশিয়া আমাদের নিরাপত্তায় হস্তক্ষেপ করার সাহস পেয়েছে।' ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট বারবার বলেছেন, ন্যাটোতে যোগদান শুধু ইউক্রেনের নিরাপত্তা বাড়াবে না, বরং ইউরোপ ও পুরো পশ্চিমাবিশ্বের নিরাপত্তা জোরদার করবে।

প্রতিরক্ষা

'বিজয় পরিকল্পনার' আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কিয়েভের মিত্ররা যেন ইউক্রেনকে রাশিয়ার ভেতরের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে দূরপাল্লার অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানার অনুমতি দেয়। জেলেনস্কি জানান, ইউক্রেনকে রাশিয়ার সীমান্তবর্তী কুরস্ক অঞ্চলে স্থল অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। সেখানে আগস্টে ইউক্রেন আকস্মিক হামলা চালিয়ে অনেক এলাকা দখল করেছে। তিনি আরো বলেন, মিত্র দেশগুলো যেন ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করে, যাতে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো রক্ষা করা যায়। পাশাপাশি বিদেশে ইউক্রেনীয় সেনাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন তিনি।

অপারমাণবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা

পরিকল্পনার তৃতীয় বিষয়টি ভবিষ্যতে রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধের ওপর ভিত্তি করে। বিষয়টি পুরোপুরি পরিষ্কার নয় এবং এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ 'গোপন' সংযোজন রয়েছে, যা কেবল যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালির নেতাদের জানানো হয়েছে। জেলেনস্কি আইন প্রণেতাদের বলেন, ইউক্রেন একটি 'সম্পূর্ণ অপারমাণবিক কৌশলগত প্রতিরোধ প্যাকেজ' চায়, যা তার ভূখণ্ডে মোতায়েন করা হবে। তিনি আরো বলেন, 'রুশ নেতৃত্ব কেবল তখনই আগ্রাসী আচরণ করে, যখন তারা নিশ্চিত হয়, তাদের ওপর যথাযথ ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া আসবে না।'

অর্থনৈতিক শক্তি

পরিকল্পনার চতুর্থ দিকটি ইউক্রেনের প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে 'ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের গুরুত্বপূর্ণ ধাতু' রক্ষার ওপর ভিত্তি করে। জেলেনস্কি জানান, এই অংশেও একটি গোপন সংযোজন রয়েছে, যা কেবল ইউক্রেনের মিত্রদের জানানো হবে। তিনি পশ্চিমা মিত্রদের প্রতি আহ্বান জানান, যেন তারা ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলোর যৌথ সুরক্ষা, বিনিয়োগ ও ব্যবহার নিয়ে একটি বিশেষ চুক্তি করে। তিনি বলেন, 'এই চুক্তি রাশিয়ার ওপর বিদ্যমান অর্থনৈতিক চাপ ব্যবস্থা, বিশেষ করে আরোপিত সব নিষেধাজ্ঞাকে জোরদার করবে।'

যুদ্ধপরবর্তী সময়

পরিকল্পনার চূড়ান্ত অংশটি যুদ্ধপরবর্তী সময় নিয়ে, যখন 'ইউক্রেন বিশ্বের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও বৃহত্তম সামরিক বাহিনীগুলোর একটি হয়ে উঠবে।'এই অংশে জেলেনস্কি প্রথমবারের মতো মিত্রদের কাছে সাহায্যের আহ্বান না জানিয়ে বরং তাদের জন্য সম্পদ প্রদানের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের মিত্ররা রাজি হলে, ইউরোপে মোতায়েনকৃত যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর কিছু ইউনিটকে ইউক্রেনীয় বাহিনীর মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা করছি।'

বিহারে বিষাক্ত মদপানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য বিহারে বিষাক্ত মদ্যপানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ জনে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই সময় এবং এএনআইয়ের প্রতিবেদনে এই তথ্য বলা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। প্রথমে বিহারের ছাপড়া জেলার সিওয়ানে বিষাক্ত মদ্যপানে ৬ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছিল। গুরুতর অসুস্থ আবস্থায় আরো ১৪ জনকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়, পরে ওই ১৪ জনেরও মৃত্যু হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার তা বেড়ে দাঁড়ায় ২০ জনে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ছাপড়ার পুলিশ সুপার কুমার আশিস জানিয়েছেন, কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

ফক্স নিউজের সঙ্গে হ্যারিসের সাক্ষাৎকার, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আগামী ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার তিন সপ্তাহ আগে রক্ষণশীলদের দিকে ঝুঁকে থাকা টিভি চ্যানেল ফক্স নিউজকে সাক্ষাৎকার দিলেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ব্রেট বেয়ার। আধা ঘণ্টা ধরে চলে ওই সাক্ষাৎকার। ব্রেট বারবার অভিবাসনের প্রসঙ্গ তোলেন, বাইডেনের বিকল্প হিসেবে হ্যারিসের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করেন। হ্যারিসও আগাগোড়া আক্রমণাত্মক ছিলেন। হ্যারিস মূলত রিপাবলিকানদের দিকে ঝুঁকে থাকা ভোটদাতাদের প্রভাবিত করতে চেয়েছেন। **কেমন হলো সাক্ষাৎকার? :** প্রায় ৩০ মিনিটের এই সাক্ষাৎকার ছিল উপভোগ্য, হ্যারিস ও ব্রেট সমানে একে অপরকে অস্বস্তিতে ফেলার চেষ্টা করে গেছেন। হ্যারিস একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন তখন ব্রেট কথার মধ্যেই কিছু বলতে যান তখন হ্যারিস বলে ওঠেন, 'আগে আমাকে অভিবাসন নিয়ে প্রশ্নের জবাব শেষ করতে দিন। আমি কি এই জবাব শেষ করতে পারি?' আরেকবার হ্যারিস উত্তেজিত তর্ক-বিতর্কের মধ্যে বলেন, 'আমার মনে হয়, এই আলাপচারিতা যদি তথ্যের ভিত্তিতে হয়, তাহলে ভালো হয়।' হ্যারিস বারবার ট্রাম্পকে আক্রমণ করতে চেয়েছেন। হ্যারিসকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি প্রেসিডেন্ট হয়ে কেমন করে দেশ চালাবেন? তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট হলে বাইডেনের সময়ের নীতির নিছক অনুসরণ করবেন না। আগের সব প্রেসিডেন্টের মতো তিনিও তার জীবনের অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত অনুভবকে কাজে লাগাবেন। নতুন ধারণার রূপায়ণ করবেন। গত জুলাইয়ে বাইডেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর তাঁর জায়গায় কমলা প্রার্থী হন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের হুঁশিয়ারি হুথির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের অস্ত্রাগারে রাতভর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনারা। এনিয়ে কড়া হুঁশিয়ার বার্তা দিয়েছে গোষ্ঠীটি। গতকাল বৃহস্পতিবার সিএনএনের লাইভ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, ওয়াশিংটনকে মূল্য দিতে হবে বলে অঙ্গীকার করেছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। গোষ্ঠীটির মুখপাত্র নাসরুদ্দিন আমির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে বলেছেন, ইয়েমেনের আগ্রাসন চালানোর জন্য আমেরিকাকে মূল্য দিতে হবে এবং আমরা আগেও বলেছি আমেরিকার এই আগ্রাসন গাজার সমর্থনে ইয়েমেনকে তার অবস্থান থেকে বিরত রাখতে পারবে না। গাজা যুদ্ধে হামাসের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে লোহিত সাগরে জাহাজকে লক্ষ্য করে কয়েক মাস ধরে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে হুথিরা।

বিনোদন

৭ মার্চ বাতিল নিয়ে যা জানালেন শাওন

বিনোদন ডেস্ক : ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসসহ আট জাতীয় দিবস বাতিল করছে অন্তর্বর্তী সরকার। গত বুধবার এই সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানানো হয়েছে তথ্যগুলো। এই সিদ্ধান্তে সোশ্যাল মিডিয়া দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই ইস্যুতে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী, গায়িকা ও নির্মাতা মেহের আফরোজ শাওন। শাওন তার ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতীয় দিবস হিসেবে বাতিল করা হলো আজ! আমি মেহের আফরোজ শাওন বাংলাদেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করলাম। কিছুদিন পর দেখা যাবে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস বাদ, নতুন স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ৩৬ জুলাই পালিত হবে হয়তো!' শাওন আরও লিখেছেন, ?'৭ মার্চের পক্ষে বলার জন্য যদি আমাকে 'দালাল' উপাধি পেতে হয় তবে আমি দালাল। আমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দালাল, স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দালাল।' এদিকে এই সিদ্ধান্তের কথা গণমাধ্যমে শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক ও মুক্তিযোদ্ধা মাসুদ পারভেজ সোহেল রানা, কাজী নওশাবা আহমেদ, নূনা আফরোজসহ অনেকেই। প্রসঙ্গত, গত বুধবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত করেছে। তাকে আপনারা 'জাতির পিতা' মনে করেন কি না? এমন প্রশ্নে উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, 'আওয়ামী লীগ দল হিসেবে ফ্যাসিস্টভাবে ক্ষমতায় ছিল। মানুষের ভোটাধিকার হরণ ও গুম-খুন করে এবং গণহত্যা করে তারা ক্ষমতায় ছিল। কাজেই কারা তাকে জাতির পিতা বলল, তারা কোন দিবসকে জাতীয় দিবস ঘোষণা করল, নতুন বাংলাদেশে সেটার ধারাবাহিকতা থাকবে না। আমরা বাংলাদেশকে নতুনভাবে গঠন করতে চাচ্ছি। ফলে ইতিহাসের প্রতি আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনতে হবে।' জাতীয় দিবসের তালিকা থেকে ৭ মার্চকে বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গে নাহিদ বলেন, '৭ মার্চ গুরুত্বপূর্ণ, তবে জাতীয় দিবস হওয়ার মতো না। আওয়ামী লীগ অনেক দিবসকে নষ্ট করে ফেলেছে।' ৭ মার্চ নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে না জানিয়ে নাহিদ বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান অবশ্যই জাতির জনক না। এই ভূখণ্ডে অনেকেরই ভূমিকা রয়েছে, লড়াই রয়েছে। ইতিহাসের বহুমুখিতা রয়েছে। আওয়ামী লীগ মাওলানা ভাসানীর অবদানকে অস্বীকার করেছে। তাই এখন সময় এসেছে সবার ভূমিকা স্মরণ করার।' ৫ আগস্টকে প্রাধান্য দিয়ে একটি জাতীয় দিবস প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে বলে জানিয়ে নাহিদ বলেন, 'জুলাই অভ্যুত্থানের গুরুত্ব হিসেবে কোনো কোনো দিবস প্রতিষ্ঠিত করা হতে পারে। আপাতত ৫ আগস্টকে প্রাধান্য দিয়ে একটি জাতীয় দিবস প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। নতুন বাংলাদেশে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। চাইলেই আমলাতন্ত্র পুরো বাতিল করা যাবে না। প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। অভিযোগ যে কারও বিরুদ্ধেই হতে পারে। তাই গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছে সরকার। অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ সবার কথাকে গুরুত্ব দেওয়া। জনগণের সমর্থন নিয়েই কাজ করছে সরকার।'

৭ মার্চ নিয়ে যা বললেন সোহানা

বিনোদন ডেস্ক : ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসসহ আট জাতীয় দিবস বাতিল করছে অন্তর্বর্তী সরকার। গত বুধবার এই সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানানো হয়েছে তথ্যগুলো। অন্তর্বর্তী সরকারের এই সিদ্ধান্তের পর সাধারণ জনগণের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন শ্রেনিপেশার মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এবার এই ইস্যুতে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী সোহানা সাবা। সোহানা সাবা গত বুধবার তার ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, "বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু ১৯৭১"। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন অভিনেত্রী। অভিনেত্রীর পোস্টে সমর্থন জানাচ্ছেন বহু অনুরাগী। এদিকে জাতীয় শোক দিবসসহ আট জাতীয় দিবস বাতিলের সিদ্ধান্তের কথা গণমাধ্যমে শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক ও মুক্তিযোদ্ধা মাসুদ পারভেজ সোহেল রানা, সোহানা সাবা, কাজী নওশাবা আহমেদ, নূনা আফরোজ, মেহের আফরোজ শাওনসহ অনেকেই।

হেলেনের অন্তরঙ্গ ভিডিও ফাঁস

বিনোদন ডেস্ক : ভারতের দক্ষিণি সিনেমার অভিনেত্রী ওভিয়া হেলেন হঠাৎ করেই শিরোনামে উঠে এসেছেন। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ১৭ সেকেন্ডের একটি অন্তরঙ্গ ভিডিও ফাঁস হয়েছে। যেখানে দাবি করা হচ্ছে, ভিডিওটি এই অভিনেত্রীর। তবে তামিল ও মালয়ালম সিনেমার এ অভিনেত্রী জানিয়েছেন, ভিডিওটি বিকৃত। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে পুলিশে অভিযোগ করেছেন অভিনেত্রী। ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওভিয়ার অন্তরঙ্গ ভিডিও ফাঁসের খবরটি এখন ভারতজুড়ে আলোচিত হচ্ছে। তবে এই অভিনেত্রীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এটি ডিপফেক ভিডিও। ভিডিওতে থাকা নারীটি ওভিয়া নন। তাকে হেয় করার উদ্দেশে ভিডিওটি ছড়ানো হচ্ছে। যে কারণে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে ওভিয়ার ম্যানেজার গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'এটা ডিপফেক ভিডিও। ওভিয়াকে হেয় করার উদ্দেশে অন্য কারও ভিডিওতে তার চেহারা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যারা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছেন অভিনেত্রী। পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।' ওভিয়ার ম্যানেজার আরও জানিয়েছেন, এটি যেহেতু স্পর্শকাতর বিষয়, ফলে এখনই অভিযুক্তের বিষয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ করতে চাচ্ছেন না তারা। তবে কেরালার ত্রিশুর থানায় যে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে অভিনেত্রীর পক্ষ থেকে, সেখানে অভিযুক্ত হিসেবে উঠে এসেছে ওভিয়ার এক সময়ের বন্ধু তারিকের নাম। তারিকের সঙ্গে একসময় ভালো সম্পর্ক ছিল অভিনেত্রীর। তবে অসৌজন্যমূলক ব্যবহারের কারণে তারিকের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন ওভিয়া। ক্ষিপ্ত হয়ে সে অন্য কারও অন্তরঙ্গ ভিডিওর সঙ্গে ওভিয়ার চেহারা জুড়ে দিয়ে অনলাইনে ছড়িয়ে দিয়েছে, এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে। ওভিয়া নামে পরিচিতি পেলেও অভিনেত্রীর আসল নাম হেলেন নেলসন। মালয়ালম সিনেমা 'কাঙ্গারু' দিয়ে ২০০৭ সালে বড় পর্দায় অভিষেক হয় তার। দুই বছর পর 'কালাভানি' দিয়ে তামিল সিনেমায় অভিনয় শুরু করেন।

সেরা ১০ সুদর্শন পুরুষের তালিকায় শাহরুখ

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের নায়কদের মধ্যে অন্যতম সুদর্শন হৃতিক রোশনকে বলা হয় 'গ্রীক গড', আর রণবীর কাপুর তো অনেক আগে থেকেই নারীদের ক্রাশ। তবে সেরা সুদর্শন পুরুষের তালিকায় জায়গা হলো না তাদের। সৌন্দর্যের দিক থেকে হৃতিক-রণবীর কিংবা বলিউডের আরও অনেক সুদর্শন পুরুষকে ছাড়িয়ে গেলেন এক ভারতীয় অভিনেতা। তিনি শাহরুখ খান। বিশ্বে সেরা সুদর্শন পুরুষদের তালিকায় নাম রয়েছে এই মেগা তারকার। প্রাচীন গ্রিক গণিত অনুসারে সৌন্দর্য পরিমাপ পদ্ধতি 'গোল্ডেন রেশিও অব বিউটি ফাই স্ট্যান্ডার্ডস' নামে পরিচিত। মূলত 'গোল্ডেন রেশিও' হচ্ছে একটি প্রাচীন গ্রিক পদ্ধতি। গ্রিক পণ্ডিতরা সৌন্দর্যের সংজ্ঞায় গাণিতিক ফর্মুলা ব্যবহার করে মুখের বিভিন্ন অংশের অনুপাত নির্ধারণ করেছেন। সেই হিসাবেই পৃথিবীর সেরা ১০ সুদর্শন পুরুষের তালিকা করা হয়েছে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের নামিদামি তারকা স্থান পেয়েছেন সেখানে। এমনকি একমাত্র ভারতীয় হিসেবে সে তালিকায় স্থান পেয়েছেন শাহরুখ খান। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষের তালিকার শীর্ষে রয়েছে হলিউড তারকা অ্যারন টেলর-জনসনের নাম। সম্প্রতি হার্লে স্টিট ফেসিয়াল কসমেটিক সার্জেন্ট ডক্টর জুলিয়ান সি সিলভা এই তালিকা প্রকাশ করেছেন। কম্পিউটারাইজ ম্যাপিং কৌশল ব্যবহার করে তিনি এই তালিকা তৈরি করেছেন। ডক্টর ডি সিলভা যে তালিকাটি প্রকাশ করেছেন সেই তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারা হলেন -

অ্যারন টেলর-জনসন - ৯৩.০৪%
লুসিয়েন ল্যাভিসকাউন্ট - ৯২.৪১%
পল মেসকাল - ৯২.৩৮%
রবার্ট প্যাটিনসন - ৯২.১৫%
জ্যাক লোডেন - ৯০.৩৩%
জর্জ ক্লুনি - ৮৯.৯%
নিকোলাস হোল্ট - ৮৯.৮৪%
চার্লস মেল্টন - ৮৮.৪৬%
ইদ্রিস এলবা - ৮৭.৯৪%
শাহরুখ খান - ৮৬.৭৬%

দশ বছর পর ফিরছেন ক্যামেরন ডিয়াজ

বিনোদন ডেস্ক : হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ক্যামেরন ডিয়াজের ফেরার দিনক্ষন তৈরি। দীর্ঘ এক দশক পর পর্দায় ফিরছেন অভিনেত্রী। তার আসন্ন চলচ্চিত্র 'ব্যাক ইন অ্যাকশন' মুক্তি পাচ্ছে জানুয়ারিতেই। ২০১৪ সালে তিনটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল ডিয়াজের। সে বছরই শেষবার ডিয়াজকে পর্দায় দেখা গিয়েছিল 'অ্যানি' সিনেমায়। তখনই রীতিমতো বলে কয়ে অভিনয় ছেড়ে দিয়েছিলেন জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী। দুই বছর আগে অভিনয়ে ফেরার ঘোষণা দিলেন। সেই কামব্যাক সিনেমা 'ব্যাক ইন অ্যাকশন' মুক্তি পাচ্ছে অবশেষে। বন্ধু জেমি ফক্সের অনুরোধে তার সঙ্গেই অ্যাকশন চলচ্চিত্র দিয়ে ফিরছেন অভিনেত্রী। ডিয়াজ এর আগে ১৯৯৯ সালের স্পোর্টস ড্রামা 'এনি গিভেন সানডে' এবং ২০১৪ সালে 'অ্যানি'র রিমেকে জেমি ফক্সের সাথে কাজ করেছেন। ২০১৪ সালে 'অ্যানি' ছিল অভিনেত্রীর সর্বশেষ চলচ্চিত্র।

মা হচ্ছেন রাধিকা আপ্তে

বিনোদন ডেস্ক : ব্রিটেনের জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক বেনেডিক্ট টেইলরকে বিয়ের পর একদম উধাও হয়ে গেছেন বলিউড অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তে। বিদেশি স্বামী ও সংসার নিয়েই ব্যস্ত আছেন। কখনোই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনায় না থাকা রাধিকা এবার আর লুকোছাপা রাখলেন না। বিয়ের ১২ বছর পর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সুখবরটি জানালেন ভক্তদের। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। তাও আবার লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে হাজির হয়ে! হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বুধবার, বিএফআই লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে রাধিকার সিনেমা 'সিস্টার মিডনাইটে'র স্ক্রীনিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন।

সেখানে, তিনি তার বেবি বাম্প নিয়ে রেড কার্পেটে হেঁটেছেন। ইনস্টাগ্রামে রাধিকার পোস্ট করা ছবিতে দেখা গিয়েছে, কালো রঙে ইভেনিং গাউন পরেছেন তিনি। আর এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার বেবি বাম্প। তবে সেই পোস্টেও মা হওয়া নিয়ে একটা টুঁ শব্দও করেননি! যদিও অনুরাগীরা সেই পোস্টের নিচেই অভিনেত্রীকে শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসিয়েছেন। শিগগিরই মুক্তি পেতে চলেছে রাধিকার দুটি ইংরেজি সিনেমা। একটি 'সিস্টার মিডনাইট', অন্যটি 'লাস্ট ডে'। জানা যায়, এই দুই সিনেমার প্রচারের কাজেই বর্তমানে লন্ডনে রয়েছেন তিনি। লন্ডনে নাচ শিখতে গিয়ে ২০১১ সালে ব্রিটিশ ভায়োলিন বাদক ও সংগীতজ্ঞ বেনেডিক্ট টেলরের সঙ্গে রাধিকার পরিচয় হয়। ২০১২ সালে বিয়ে করেন এ জুটি। এরপর কেটে গেছে দীর্ঘ ১২ বছর। অবশেষে এ দম্পতির সংসার আলো করে আসছে নতুন অতিথি।

রাঙ্গামাটি : বৃষ্টি ও উজানের ঢলে কাপ্তাই হ্রদে পানি বাড়ার ফলে ডুবে যাওয়া 'সিম্বল অব রাঙ্গামাটি' খ্যাত দৃষ্টিনন্দন পর্যটন ঝুলন্ত সেতু দীর্ঘ ২ মাস ২৩ দিন পর ভেসে উঠেছে। এতে পর্যটন কর্তৃপক্ষ সেতুতে আগের দেওয়া পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যটক ভ্রমনে নিষেধাজ্ঞার কারণে পর্যটকদের দেখায় যায়নি।

২ মাস ২৩ দিন পর ভেসে উঠল রাঙ্গামাটির ঝুলন্ত সেতু

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি : বৃষ্টি ও উজানের ঢলে কাপ্তাই হ্রদে পানি বাড়ার ফলে ডুবে যাওয়া 'সিম্বল অব রাঙ্গামাটি' খ্যাত দৃষ্টিনন্দন পর্যটন ঝুলন্ত সেতু দীর্ঘ ২ মাস ২৩ দিন পর ভেসে উঠেছে। এতে পর্যটন কর্তৃপক্ষ সেতুতে আগের দেওয়া পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যটক ভ্রমনে নিষেধাজ্ঞার কারণে পর্যটকদের দেখায় যায়নি। স্থানীয় কিছু পর্যটক সেতুটিতে ঘুরতে দেখা গেছে। কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে কাপ্তাই হ্রদের পানি বেড়ে যাওয়ায় গত ২৪ জুলাই কাপ্তাই হ্রদে সেতুর পাটাতনে প্রায় ১ফুট পরিমাণ পানির নিচে তলিয়ে যায় রাঙ্গামাটি পর্যটনের দৃষ্টিনন্দন ঝুলন্ত সেতু। এতে চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাঙ্গামাটি পর্যটন কর্পোরেশন। বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) ২ মাস ২৩ দিন পর কাপ্তাই হ্রদের পানিতে ডুবে থাকার পর আবারও ভেসে উঠে। আর সেতুটির উপরে পযটকদের ভ্রমনে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে খুলে দেয়া হয়েছে এই ঝুলন্ত সেতু। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা ভূমি হ্রদ, পাহাড় ও ঝর্ণার মিলন মেলার জেলা রাঙ্গামাটি। অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতি বছর এই জেলায় দেশি-বিদেশি কয়েক লাখ পর্যটক ভ্রমণ করে থাকেন। রাঙ্গামাটিতে আগত পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় থাকে পর্যটন করপোরেশনের দৃষ্টিনন্দন ঝুলন্ত সেতু। পাহাড়ের দুই দ্বীপ ও প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে আশির দশকে তৈরি করা হয় ঝুলন্ত সেতুটি। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে রাঙ্গামাটিতে অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে কাপ্তাই হ্রদে পানি বাড়ায় ডুবে যাওয়া 'সিম্বল অব রাঙ্গামাটি' খ্যাত ঝুলন্ত সেতু। সেতু ডুবে যাওয়ায় আসা দর্শনার্থীরা মন খারাপ করে চলে যেতে হয়। পর্যটন বোট ঘাটের ইজারাদার রমজান আলী জানান, কাপ্তাই হ্রদের পানি বাড়ায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরই সেতুটি হ্রদের পানিতে ডুবে যায়। এতে পর্যটন ঝুলন্ত সেতুটি ডুবে যাওয়া ঝুলন্ত সেতু পারাপারের টিকেট বিক্রি বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ।

জরায়ুমুখে ক্যান্সার দেশে নারীর মৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম প্রতিনিধি: বাংলাদেশে জরায়ুমুখে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে নারীর মৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ। যে ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা ব্যর্থ হয়। পরিশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে নারীরা। বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সের সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবিএম মশিউজ্জামানের সভাপতিত্বে জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধী ভ্যাকসিন বিষয়ক প্রচারণায় বক্তারা এ কথা বলেন। বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন পরে হলেও আমাদের দেশের নারীদের বিশেষ করে কিশোরীদের জন্য সুখবর। জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে ভ্যাকসিন এইচপিভি টিকা বের হয়েছে। যদিও সবার দ্বারে এ ভ্যাকসিন পৌঁছানো এবং কিশোরীদের অভিভাবকদের স্বদিচ্ছায় এ ভ্যাকসিন পুশ করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। চলতি মাসের ২৪ তারিখ থেকে ১০ বছর থেকে শুরু করে ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের ৫ম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের এ ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হবে। একইসাথে যারা শিক্ষার্থী নয় কিংবা কোন কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিতে না পারলে তারা উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে এসে এ ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে পারবেন। ১৮ দিনের এ ক্যাম্পেইন টানা ১০ দিন স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পরের ৮ দিন উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে চলবে। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনপূর্বক এ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রশ্মি চাকমার পরিচালনায় প্রচারণায় বক্তারা বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী ভ্যাকসিন প্রয়োগে মাঠে প্রচুর সচেতনার বিকল্প নাই। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিনার, শুক্রবার মসজিদের খুৎবায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এ প্রচারণার একটি অন্যতম অংশ বলেও বক্তারা উল্লেখ করেন। জরায়ুমুখে ক্যান্সারের লক্ষণ উল্লেখ করতে গিয়ে ডা. রশ্মি চাকমা বলেন, নারীদের অতিরিক্ত সাদা স্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, অতিরিক্ত অথবা অনিয়মিত রক্তস্রাব, শারীরিক মিলনের পর রক্তপাত, মাসিক পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় রক্তপাত এবং কোমর/তলপেট / উরুতে ব্যথা। লজ্জা নয় এ ধরনের লক্ষণ দেখা গেলেই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। না হয় পরবর্তীতে মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করতে হবে। তাই মরনব্যাধি এ রোগ থেকে বাঁচতে প্রতিরোধী এ ভ্যাকসিন নেয়া অতী জরুরী। এ ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, হাটহাজারীতে ২২ হাজার ৮২৮ জনকে এ ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হবে। অনুষ্ঠানে সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. মুজাহিদুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রোজিনা রহমান, মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মো. হাবিবুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কার্যালয়ের সুপারভাইজার মো. মোসলেম উদ্দিন, হাটহাজারী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আরিফুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মো. মহিউদ্দিন, কাটিরহাট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম, হাটহাজারী পার্বতী মডেল সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. ইলিয়াছ, হাটহাজারী প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি মো. হোসেন, হাটহাজারী সাংবাদিক ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. বোরহান উদ্দিন প্রমূখ।

আত্রাইয়ে হাসুয়ার কোপে বিএনপি নেতাসহ দুইজন হাসপাতালে

রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর আত্রাইয়ে ছুরিকাঘাতে বিএনপি নেতা এবং হাসুয়ার কোপে এক বৃদ্ধ গুরুত্বর আহত হয়েছে। আহতদের আত্রাই উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার সন্ধায় এবং রাতে পৃথকভাবে এসব ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সাহাগোলা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড বিএনপির প্রচার সম্পাদক ও সাহাগোলা দরগাপাড়া গ্রামের বাবু সরদারের ছেলে আজাদ সরদার (৫৪) জানান,বুধবার সন্ধায় কাজ শেষে সাহাগোলা রেলওয়ে ষ্টেশনে একজনের সাথে গল্প করছিলেন। এ সময় একই এলাকার সাজু আহম্মেদ (৪০) নামে একজন এসে অতুর্কিতভাবে ছুরিকাঘাত করে দৌড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে আত্রাই হাসপাতালে ভর্তি করায়। তিনি আরো জানান,সাজু একই গ্রামের মোবারক আলীর ছেলে। তার নানা অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকি দিচ্ছিল। এসব ঘটনা দলীয়ভাবে নেতা-কর্মীদের জানানো হয়েছে। এরইমধ্যে সন্ধায় ছুরিকাঘাতের এঘটনা ঘটে বলে জানান তিনি। অপর দিকে বুধবার গভীর রাতে উপজেলার চকবিষ্টপুর গ্রামের ইমারত আলীর ছেলে শফির উদ্দীন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধকে জানালার গজ ভেঙ্গে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে। শফিরের ভাতিজা মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, রাতে খাবার খেয়ে শফির উদ্দীন ঘুমিয়ে পরেন। গভীর রাতে ঘরের জানালার একটি গজ ভেঙ্গে কুঞ্চি দিয়ে ঘরের বৈদ্যতিক আলো নিভানোর চেষ্টা করছিল অজ্ঞাত হামলাকারীরা। এ সময় টের পেয়ে শফির উদ্দীন হাত দিয়ে কুঞ্চি আটকে ধরলে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে পালিয়ে যায়। তাকে গুরুত্বর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে আত্রাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভাতিজা মোজাফ্ফর হোসেন আরো বলেন,স্থানীয়ভাবে নদীর পারঘাট নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে। ওই দ্বন্দ্বের জ্বের ধরে এহামলার ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারনা করছেন তিনি। আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাহাবুদ্দীন বলেন,সাহাগোলা ষ্টেশনে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় রাতেই একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনাটির প্রাথমিক তদন্ত চলছে এবং মামলা রুজুর প্রস্তুতি চলছে। এ ছাড়া চকবিষ্টপুর গ্রাম বৃদ্ধকে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে জখমের ঘটনায় এখনো কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পায়রা বন্দর চেয়ারম্যানের পুনর্বাসনের আশ্বাস

পটুয়াখালী প্রতিনিধি : কলাপাড়া উপজেলার টিয়াখালী ইউনিয়নের ইটবাড়িয়া গ্রামে বেড়িবাঁধের ঢালে বসবাসকারী জিয়া কলোনীর ভূমিহীন ১৩৬ পরিবারকে পুনর্বাসনের সহযোগিতার করার আশবাস দিয়েছেন পায়রা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী। আজকে সকাল ১০ টার দিকে ভূমিহীন পরিবারের সদস্যরা পুনর্বাসনের দাবীতে মিছিলসহ পায়রা বন্দরের গেটে এসে অবস্থান নেন। একপর্যায়ে বন্দরের চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনার জন্য ৪ জনের একটি প্রতিনিধি দল বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করতে যান। প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের প্রতিনিধি ইব্রাহিম শিকারী, মোঃ ফোরকান হাওলাদার, লাইলী এবং কলাপাড়া পরিবেশ ও জনসুরক্ষা মঞ্চের সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম। প্রতিনিধি দল পায়রা বন্দর চেয়ারম্যানের কাছে পুনর্বাসনের দাবীতে লিখিত আবেদন জমা। বন্দর চেয়ারম্যান আবেদন গ্রহণ করেন এবং পায়রা বন্দরের ঊর্ধ্বতন ৪ জন কর্মকর্তাসহ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাথে কথা বলেন। এই সময়ে ভূমিহীন পরিবারের প্রতিনিধিদের সাথে ৩০ মিনিটের বেশী কথা বলেন পায়রা বন্দর চেয়ারম্যান। ভূমিহীন পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তার দিক থেকে আইনি জটিলতার কথা বলেন। সেই সাথে পায়রা বন্দর মানবিক দিক বিবেচনা করা পুনর্বাসনের সহযোগীতার আশ্বাস দিয়েছেন। গত শুক্রবার ভূমিহীন পরিবারকে জিয়া কলোনীর ভূমিহীন ১৩৬ পরিবারকে ভেকু নিয়ে উচ্ছেদ করতে আসে। এই সময়ে পুনর্বাসনের দাবীতে বিক্ষোভের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান লোকজন। পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফেসবুকের মাধ্যমে পুনর্বাসনের আগে উচ্ছেদ না করার জন্য নির্দেশনা দেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়িবাঁধের বসবাসকারী এই পরিবারগুলো উচ্ছেদ হতে যাচ্ছে। পরিবারগুলোকে কোন ধরনের ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে না। বিগত দুই দশক আগে তৎকালীন সরকার বাস্তুভিটাহীন হওয়ার কারণে ভূমিহীন পরিবারগুলোকে বসবাসের জন্য ইটবাড়িয়া গ্রামে আন্ধারমানিক নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধের ঢালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিতে কলোনি করে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল। যার পর থেকে তারা দীর্ঘদিন ধরে বেড়িবাঁধের ঢালে বসবাস করে আসছে। ফলে ভূমিহীন মুক্ত কলাপাড়ায় নতুন করে ১৩৬টি পরিবার নতুন করে ভূমিহীন হতে যাচ্ছে। সম্প্রতি পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনাল থেকে পায়রা বন্দর প্রশাসনিক ভবন হয়ে ঢাকা-কুয়াকাটা আঞ্চলিক সড়কের সাথে যুক্ত হওয়ার বিকল্প সড়ক হিসাবে পায়রা বন্দরের গেট থেকে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু পর্যন্ত বেড়িবাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। এই রাস্তা নির্মাণ করতে কলোনীসহ বেড়িবাঁধের ঢালে বসবাসকারী ১৩৬টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বিক্ষোভের সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যরা জানান যে, আমরা বেড়িবাঁধের বাইরের দিকে বসবাস করার ফলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ যার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং বর্ষাকালে জোয়ার-ভাটার পানিতে প্লাবিত হওয়া আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। তারপরও মাছ ধরে, ইট ভাটায় কাজ করে, নির্মাণ শ্রমিক এবং কৃষি শ্রমিক হিসাবে কাজ করে টানা পোড়নের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করে আসছি। নিজের কোন জমি না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা বেড়িবাঁধের ঢালে বসবাস করে আসছি। এই জমির মালিক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তাই আমাদেরকে উচ্ছেদ করা হলেও কোন ধরনের ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন করা হবে না বলে আমরা জানতে পেরেছি। এই পরিস্থিতিতে মাথা গোঁজার শেষ আশ্রয় হারালে আমাদের জীবন ধারণ সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। উচ্ছেদের পরে আমরা কোথায় থাকবো, কি করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কলাপাড়া উপজেলায় বৃহৎ প্রকল্পগুলোর মধ্যে পায়রা বন্দরে ক্ষতিগ্রস্থ ৩,৪২৩ টি পরিবারকে পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। অন্য দিকে এই ভূমিহীন পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করা হলেও কোন ধরনের পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ অথবা সহযোগীতা করা হচ্ছে না। ইতিপূর্বে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলো কলাপাড়া প্রেস ক্লাব চত্বরে একটি বিশাল মানববন্ধন করে পুনর্বাসনের দাবী জানান।

পরবর্তীতে পুনর্বাসনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাছে আবেদন করেছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে বারবার আলোচনা করার পরও কোন সমাধান হয়নি। কোন সমাধান না করেই তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের জলসীমা থেকে দুটি বিদেশি ফিশিং ট্রলার আটক

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : বাংলাদেশ নৌবাহিনীর টহল সদস্যরা বাংলাদেশের জলসীমার মধ্য থেকে ২টি বিদেশী ফিশিং ট্রলার আটক করেছে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ও সমুদ্র সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সর্বদা দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশের জলসীমায় যেকোন ধরনের অনুপ্রবেশ ও অবৈধ ককর্মকাণ্ড ঠেকাতে নৌবাহিনী জাহাজ বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করছে। এ ধারাবাহিকতায় অপারেশন নির্মূলে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ শহীদ আখতার উদ্দিন গত মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর ২০২৪) বিকালে নিয়মিত টহল চলাকালীন বঙ্গোপসাগরের গভীরে বিদেশি পতাকাবাহী দুটি ফিশিং ট্রলার আটক করে। বাংলাদেশ নৌবাহি-নীর যুদ্ধজাহাজ বিএনএস আখতার উদ্দিন 'অপারেশন নির্মূল' এর আওতায় গত ১৪ অক্টোবর ২০২৪ হতে বঙ্গোপসাগরের নিয়োজিত রয়েছে। নিয়মিত প্যাট্রোলিং চলাকালে জাহাজটির রাডারে সন্দেহজনক ট্রলারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ট্রলার দুটির তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে বিদেশি পতাকাবাহী ট্রলার হিসেবে শনাক্ত করা হয়। এ সময় ট্রলার দুটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে নৌবাহিনী জাহাজ শহীদ আখতার উদ্দিন ধাওয়া করে ফিশিং ট্রলার দুটিকে বাংলাদেশের জলসীমার অভ্যন্তরেই আটক করতে সক্ষম হয়। আটককৃত ট্রলার দুটিতে মোট ৩১ জন সদস্য ছিল। তাদের সবাই বিদেশি নাগরিক। পরবর্তীতে আটককৃত ফিশিং ট্রলার দুটি পটুয়াখালীতে নিয়ে আসা হয় এবং যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষে আটককৃত ফিশিং ট্রলার ও জেলেদের কলাপাড়া থানায় হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জলসীমায় যে কোনো ধরনের বিদেশি অনুপ্রবেশ ও অবৈধ কর্মকাণ্ড ঠেকাতে শহীদ আখতার উদ্দিনসহ নৌবাহিনীর ১৩টি জাহাজ সমুদ্রে, ১০টি জাহাজ নদী এলাকায় ও মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফটসমূহ অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

বড়পুকুরিয়া খনি গেটে ক্ষতিগ্রস্তদের বিক্ষোভ সমাবেশ

পার্বতীপুর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের পার্বতীপুরের বড়পুকুরিয়ায় কয়লা উত্তোলনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ খনি পার্শ্ববর্তী চৌহাটি গ্রামের কয়েকশ বাসিন্দা ক্ষতিপূরণের ৫দফা দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত খনির আবাসিক গেটে ৪ ঘন্টা অবস্থান করে। পরে খনি কর্তৃপক্ষ, পুলিশ প্রশাসন ও আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ক্ষতিগ্রস্থদের সংগঠন জীবন ও বসত ভিটা রক্ষা কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে ৫ দফা দাবী নিয়ে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে আগামী ১ মাসের মধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ ঘরবাড়ী সার্ভে করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আন্দোলনকারীদের জানালে তারা দিনের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন। দাবীগুলো হচ্ছে (১) ফাটাবাড়ীর ক্ষতিপুরণ, (২) খনির গেট হইতে চৌহাটি গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার, (৩) খনি প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে চৌহাটি এলাকাবাসীর সমোঝোতা চুক্তির ১০০% বাস্তবায়ন এবং (৪) ঝুকিপূর্ন বসবাসের অযোগ্য বসতবাড়ী ও স্থাপনার স্থায়ী সমাধান। (৫) মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ মাঠ, কবরস্থান ও মন্দির উন্নয়নের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। জীবন ও বসত ভিটা রক্ষা কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান বলেন, আগামী ১ মাসের মধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কর্তৃপক্ষ ঘর-বাড়ী সার্ভে ও ক্ষতিপুরন দেয়ার আশ্বাসে আজকের অবস্থান কর্মসূচি তুলে নেয়া হলো। চৌহাটি গ্রামের সানজিদা খাতুন ও মালেকা বেগম জানান, স্কুল কলেজ মাদ্রাসা কবরস্থান রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়ে গেছে, নলকুপে পানি উঠছে না, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রকৌশলী মোঃ সাইফুল ইসলাম সরকার জানান, আগামী এক মাসের সার্ভে করে ক্ষতিগ্রস্থ চৌহাটি গ্রামের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

হাটহাজারীতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কঠিন চীবর দানোৎসব শুরু

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পবিত্র শুভ দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসব শুক্রবার থেকে শুরু হবে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তথা প্রবারনা পূর্ণিমার পরদিন থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাস ব্যাপী এই দানানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় থাকে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা মহাকারুনিক গৌতমবুদ্ধ তাঁর জীবতকালে বর্ষা মৌসুমে বৌদ্ধ ধর্মগুরু তথা ভিক্ষু সংঘের পিন্ড চারন কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। কারণ বর্ষার সময় বৃষ্টিপাতে মাটি কাদা হয়ে পড়ে। এতে করে ভিক্ষুসংঘদের পথচলা কন্টকর এমনকি পা পিছলে পরে আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই ভিক্ষুসংঘ এই সময় বৌদ্ধ মন্দির / বিহারে অবস্থান করে ধ্যান সাধনা করা সমীচীন মনে করেন গৌতম বুদ্ধ। বর্ষা মৌসুমে মন্দির একপ্রকার নিরিবিলি থাকে বিধায় এই সময়টি ধ্যান সাধনার অনুকূল সময় বলে তিনি(বুদ্ধ) বিশ্বাসী ছিলেন। তাই এই তিন মাস মন্দিরে অবস্থান করে ভিক্ষুসংঘ ধ্যান সাধনা করে মনের কালিমা বিদূরিত করে আত্মসুখ, আত্মমুক্তির মাধ্যম পরকালে নির্বান সুখে সুখী হতে গৌতম বুদ্ধ এই প্রস্তাবনা তথা নির্দেশনা প্রদান করেন। বার্ষাকালীন তিন মাস মন্দিরে অবস্থানের মাধ্যমে ধ্যান সাধনার পর লব্ধ জ্ঞান উপাসক/ উপাসিকা, দায়ক/ দায়িকাদের মাধ্যে দেশনা ও ধর্মবিনয়ের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য কঠিন চীবর দানের প্রবর্তন করেছিলেন। আশ্বিনী পূর্ণিম্ থেকে কার্ত্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাস যেসব বৌদ্ধ বিহার / মন্দিরে ভিক্ষু সংঘ বর্ষাব্রত অধিস্ঠান করে ধ্যান সাধনা করে থাকে একমাত্র সেই বিহার / মন্দিরেই শুধু দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব করা যায়। এই দান করতে মনকে স্হির করতে হয়, হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করতে হয়,চিত্তকে সংযত করতে হয়, মনকে একাগ্র করতে হয়, মনে বিনয় ভাব পোষন করতে হয়। সর্বপরি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিহারে অবস্থান কারি ভিক্ষুসংঘকে এক বছর জন্য তাঁদের পরিধেয় কাপড় দান করতে হয়। বুদ্ধের সময়ে তুলা থেকে সুতা কেটে, সেই সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি করে, কাপড় লাল রং দিয়ে ভিক্ষুদের পরিধানের উপযোগী করে তৈরি করে সেলাই করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এইসব কর্মকান্ড শেষ করে দান করা বিনয় সম্মত নিয়ম ছিল। এই কর্মকাণ্ডের কারণে এই দানকে কঠিন চীবর দান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাটহাজারী অঞ্চলে এই চীবর দানানুষ্ঠান শুক্রবার রুদ্রপুর ধর্মরত্ন বিহার প্রথম চীবর দান অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার মীরেরখীল - চন্দ্রপুর বেনুবন বিহারে, ২৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পশ্চিম ধলই উদালিয়া শান্তি নিকেতর বিহারে চীবর দান, ২৫ অক্টোবর শুক্রবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিশ্ব শান্তি প্যাগোডায় চীবর দান অনুষ্ঠিত হবে, ২৬ অক্টোবর শনিবার জোবরা সুগত বিহারে চীবর দানোৎসব, ৩১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার গুমানমর্দ্দন শান্তি বিহারে, ১ নভেম্বর শুক্রবার মির্জাপুর শান্তিধাম বিহারে, ২ নভেম্বর শনিবার মির্জাপুর গৌতমাশ্রম বিহারে, ৮ নভেম্বর শুক্রবার গুমানমর্দ্দন ধর্মচক্র বিহারে চীবর দানানুষ্ঠান, ৯ নভেম্বর শনিবার বালুখালী জগৎজ্যোতি বিহারে ও ১৫ নভেম্বর শুক্রবার গুমানমর্দ্দন সার্বজনীন নালন্দা বিহার এই উপজেলার আওতাধীন বৌদ্ধ বিহারে সর্বশেষ দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উপজেলায় চীবর দানের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে। চীবর দান উপলক্ষে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার/ মন্দিরে পৃথক পৃথক কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

শহীদ পরিবারকে নিয়ে কারো ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টা

বিরল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : ছাত্র-জনতার বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে শহীদ জিয়াউর রহমান এর বড় ভাইয়ের নাম ব্যবহার করে কে বা কারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীদের কথিত এজাহার তৈরি করেছেন। কথিত এজাহার দেখিয়ে একটি চক্র বিভিন্ন জনকে ফোন করে গ্রেফতারের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে মুনাফা অর্জন করছে বলে শহীদের বড় ভাই ওয়াজেদুর রহমান অভিযোগ তুলেছেন। দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার ৬ নং ভান্ড-রা ইউনিয়নের মুন্সিপাড়া গ্রামে শহীদ জিয়াউর রহমান এর গ্রামের বাড়ি। তিনি ঢাকায় একটি পোষাক শিল্পে কাজ করতেন। স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে ছিল তাঁর সুখের সংসার। সম্প্রতি শহীদ জিয়াউর রহমান এর বড়ভাই ওয়াজেদুর রহমান কথিত এজাহার বিষয়ে সাংবাদিকদের জানান, স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকার পতনের এক দফা ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ঢাকা মেট্রোপলিটনের উত্তর পূর্ব থানা এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে জিয়াউর রহমান গুরুত্বর আহত হন। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৯ আগস্ট শেষ নিঃশ্বস ত্যাগ করেন তিনি। শহীদ জিয়াউর রহমান এর পরিবারের পক্ষে এ পর্যন্ত কোন মামলা করা না হলেও একটি কু-চক্রি মহল অফিসার ইনচার্জ, উত্তর পুর্ব থানা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা বরাবর দেখিয়ে কে বা কারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সাবেক মন্ত্রী ও এমপি এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গসহযোগি সংগঠনের ১৬৫ জন নেতাকর্মীর নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ১৫০ থেকে ২০০ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে কথিত একটি এজাহার তৈরি করে। কথিত ওই এজাহার নামীয় আসামী ও অজ্ঞাতনামা আ'লীগ ও অঙ্গসহযোগি সংগঠনের বিভিন্ন নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে চক্রটি ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে বিষয়টি বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পরেছে। এমনকি স্থানীয় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতাকর্মী ফোনে এজাহারের বিষয় সম্পর্কে অবগত করান। অনেকে আবার মামলা এবং গ্রেফতার থেকে রেহাই পেতে চক্রটির খপ্পরে পরে আর্থিকলেনদেন করেছেন বলেও কথিত এজাহারের বাদি ওয়াজেদুর রহমানকে অনেকে অভিযোগ করে বলেন। কথিত এজাহার নিয়ে দিনাজপুর ও বিরল উপজেলায় ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। শহীদ জিয়াউর রহমান এর বড় ভাই ওয়াজেদুর রহমান তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কথিত মুনাফা অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের জোড় দাবি জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন একটি শহীদ পরিবারকে নিয়ে কারো ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টা অত্যন্ত দুঃখজনক।

টাঙ্গাইলের হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের সীমানা ভেঙে খালে

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে টাঙ্গাইলের বাণিজ্যিক এলাকা করচিয়ায় আবেদা খানম গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের সীমানা প্রাচির ভেঙে খালে পড়ে গেছে। সীমানা প্রাচির ভেঙে যাওয়ায় চুরিসহ নানা শঙ্কার আশঙ্কা করছেন ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ আহসান হাবীব। জানাগেছে, ১৯৪১ সালে দেড় একর জমির ওপর তৎকালীন জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী করটিয়া আবেদা খানম গার্লস হাই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি নারী শিক্ষায় ব্যাপক ভুমিকা রাখে। পরে স্কুলটি উচ্চমাধ্যমিকতরে রূপান্তর করা হয়। বর্তমানে স্কুল ও কলেজে দুই হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ৩৪ জন শিক্ষক রয়েছে। এর মধ্যে ২৯জন এমপিও ভুক্ত। এ ছাড়া ৬জন কর্মচারীদের মধ্যে ৩ জন এমপিও ভুক্ত। সম্প্রতি সারাদেশে টানা বৃষ্টির কারণে আবেদা খানম গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সীমানা প্রাচিরে পুর্ব অংশের এক'শ ফুটের মতো ভেঙে খালে পড়ে যায়। এতে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। সীমানা প্রচির খোলা হওয়ায় যেকোন সময় চুরিসহ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের নানা সমস্যার আশঙ্কা করছেন ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ আহসান হাবীব।

দিঘলিয়ার সাকিব হত্যা মামলায় জবানবন্দি প্রদান

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি ইউনিয়নের হাজীগ্রাম নিবাসী মোঃ কামাল শেখের পুত্র সাকিব হত্যা মামলার গ্রেপ্তারকৃত দুই আসামি আদালতে শিকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। খানজাহান আলী থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি ইউনিয়নের হাজীগ্রাম নিবাসী মোঃ কামাল শেখের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভ্যান চালক সাকিব শেখ (১৯) কে হত্যার ঘটনায় খানজাহান আলী থানার মামলা নং-৪, তারিখ-৯ অক্টোবর ২০২৪ইং ধারা-৩০২/৩৪ পেনাল কোড মামলায় এজাহারনামীয় গ্রেপ্তারকৃত আসামি মোঃ জনি শেখ (২৫), পিতা-মোঃ ফারুক শেখ, সাং-পানিগাতী, পোস্ট-হাজিগ্রাম, থানা-দিঘলিয়া, জেলা-খুলনা এবং মোঃ আসাদুল শেখ (৩০), পিতা-মোঃ জলিল শেখ, সাং-বারাকপুর, থানা-দিঘলিয়া, জেলা খুলনাদ্বয় সাকিব সেখ হত্যা মামলায় ১৬ অক্টোবর বুধবার স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করে বিজ্ঞ আদালতে জবানবন্দি প্রদান করেছে। বর্ণিত হত্যা মামলায় ভিকটিম সাকিব শেখের লুন্ঠন হওয়া ভ্যানটি খানজাহান আলী থানা পুলিশ ইতোমধ্যে উদ্ধার করেছে। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (৫ অক্টোবর) দুই আসামীদ্বয় তাদের খাট আনার কথা বলে স্থানীয় পথের বাজার থেকে ভ্যানচালক সাকিবকে ভ্যানসহ ভাড়া করে। আসামি জনি শেখ ও আসাদুল শেখ। তারা ভ্যানচালক সাকিবকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নদী পার করে খানজাহান আলী থানা এলাকায় নিয়ে যায়। এরপর হত্যাকারীরা সাকিবের গলায় গামছা পেঁচিয়ে হত্যা করে তার ভ্যান এবং সঙ্গে থাকা টাচ মোবাইল নিয়ে পালিয়ে যায়।

ডুমুরিয়ায় ভাতিজার দাঁয়ের কোঁপে চাচা-চাচী আহত

ডুমুরিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার ডুমুরিয়ার চুকনগরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ভাতিজার দাঁ'য়ের কোঁপে চাচা ও চাচী গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে উপজেলার চুকনগর দক্ষিণ পাড়া এলাকায়। আহতরা খুলনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে। থানায় দায়ের কৃত মামলার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার চুকনগর দক্ষিণ পাড়া এলাকার মৃত মোফাজ্জল সরদারে ছেলে আমজাদ সরদার (৫৩) ও তার সহোদর আঃ কাদের সরদার (৬০) এর সাথে জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। তারই জের ধরে ঘটনার দিন সকালে আসামিগণ তাদের হাতে থাকা ধারালো দা লোহার রড লাঠিসোটা নিয়ে পূর্বপরিকল্পিত ভাবে আমজাদ সরদারের স্ত্রী শামিমা আক্তার সাথী (৩৪)কে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। এর কারণ জানতে চাইলে আসামি রাব্বি হাসান সরদার (২০),মিনারুল সরদার (১৯) ও রাবেয়া বেগম (৫০)সহ সংঘবদ্ধ জনতা বেআইনী ভাবে আমজাদের স্ত্রী শামিমা আক্তার সাথীকে খুন করার উদ্দেশ্যে মাথা লক্ষ করে ধারালো দা দিয়ে কোপ দেয়। এ সময় স্বামী আমজাদ সরদার এগিয়ে গেলে তাকেও দা দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মারাত্মক রক্তাক্ত জখম করে। এ সময় আহতরা মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আসামীরা তাদের হাতে থাকা দা ও লোহার রড ও বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারপিট করে। ৩নং আসামীর হুকুমে ১ নং আসামীর হাতে দা দিয়ে খুন করার উদ্দেশ্যে শামিমা আক্তারের মাথা লক্ষ্য করে কোপ মারে। জীবন বাঁচানোর জন্য মাথা সরিয়ে নিতে গেলে ওই কোপ মাথার পেছনের অংশে লেগে গুরুতর কাটা রক্তাক্ত জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।২ ও ৩নং আসামীর হাতে থাকা লোহার রড,বাঁশের লাটি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতাড়ীভাবে মারপিট করে রক্তাক্ত নীলাফোলা জখম করে। স্বামী আমজাদ সরদার আসামীদেরকে ঠেকাতে গেলে ২ নং আসামি ১ নং আসামীর হাত থাকা দাঁ দিয়ে খুন করার উদ্দেশ্যে মাথা লক্ষ্য করে কোপ মারে। লক্ষভ্রষ্ট হয়ে মাথা সরিয়ে নিয়ে হাত দিয়ে ঠেকালে ওই কোপ তার মাথার মাঝ বরাবর সহ বাম হাতের তালুসহ বিভিন্ন স্থানে লেগে গুরুতর কাটা রক্তাক্ত জখম করা হয়।স্থানীয় আলী হোসেন গাজী ঠেকাতে গেলে আসামিরা তাকেও লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ী ভাবে পিটিয়ে আহত করে। নাজমিন বেগম (২৮),নূর জাহান খাতুন (১২), হেকমত আলী গাজী (৬৫), সহ স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠায়। এ সময় আসামীগণ আহতদের জীবন নাশ সহ বিভিন্ন ধরনের ভয় ভীতির হুমকি দিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে চলে যায়।এঘটনায় বুধবার দিবাগত রাতে আহত শামিমা আক্তারের ভাই ইনজামুল হক শিমুল বাদী হয়ে জনকে আসামি করে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলাতদন্তকারি কর্মকর্তা এসআই শহিদুল বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন ঘটনা স্থল পরিদর্শন পূর্বক মামলাটি রেকর্ড করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

টাঙ্গাইল: পুলিশ সুপার মো. সাইফুল ইসলাম সানতু বিপিএম'র সহযোগিতায় সাধারণ মানুষদের নিরাপত্তা দিতে নির্ঘুম রাত কাটান পুলিশ কর্মকর্তারা।

দেশের মাঠে ৪৬ রানেই অলআউট ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক : ধারাভাষ্যে হার্শা ভোগলে বললেন, "দয়া করে চোখ কচলাবানে না, যা দেখছেন, সেটিই সত্যি।" টিভি পর্দায় চোখ রাখলে তবু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঘোরে পড়ে যেতে পারেন অনেকেই। আসলে কী ভারতের স্কোরকার্ড এটি! ঘোর থাকলেও ইতিহাস গড়া হয়েই গেছে। ভারতের প্রবল পরাক্রমশালী ব্যাটিং লাইনআপ ভেঙে পড়েছে তাসের ঘরের মতো। কিউই পেসারদের নিখুঁত লাইন-লেংথ, দুর্দান্ত সুইং ও সিম বোলিং আর ফিল্ডারদের অসাধারণ ক্যাচে দেশের মাঠে সবচেয়ে কম রানে গুটিয়ে গেছে রোহিত শার্মার দল। নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে বেঙ্গালুরু টেস্টের প্রথম ইনিংসে গতকাল বৃহস্পতিবার ৪৬ রানেই অলআউট ভারত। সেই ১৯৩৩ সাল থেকে টেস্ট ক্রিকেট আয়োজন করছে ভারত। ইতিহাসে এই প্রথম তাদের মাঠে কোনো দল পঞ্চাশের নিচে গুটিয়ে গেল। আগের সর্বনিম্ন ছিল ২০২১ সালে নিউ জিল্যান্ডের ৬২। ১৫ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ভারতের মূল হন্তারক ম্যাট হেনরি। টেস্ট ক্যারিয়ারের দারুণ শুরু করা উইল ও'রোকের শিকার ২২ রানে ৪ উইকেট। ভারতের প্রথম আট ব্যাটসম্যানের পাঁচজনই ফেরেন শূন্য রানে। দেশের মাঠে ভারতের আগের সর্বনিম্ন দলীয় স্কোর ছিল ১৯৮৭ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দিল্লিতে ৭৫ রান। দেশ-বিদেশ মিলিয়ে টেস্টে ভারতের তৃতীয় সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ এটি। ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অ্যাডিলেইডে তারা গুটিয়ে গিয়েছিল ৩৬ রানে, ১৯৭৪ সালে লর্ডসে তাদের ইনিংস থেমেছিল ৪২ রানে। তবে এবার দেশের মাঠে ভারতের এমন ব্যাটিং ধস একদমই অভাবনীয়। সবশেষ টেস্টে কানপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে বৃষ্টিতে আড়াই দিনের বেশি ভেসে যাওয়ার পরও চমকপ্রদ বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ম্যাচ জিতে নিয়েছিল তারা। সেই দল এবার দেখাল উল্টো চিত্র। ম্যাচের প্রথম দিন ভেসে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হয় মেঘলা আকাশের নিচে। উইকেটও ছিল কিছুটা স্যাঁতস্যাঁতে। রোহিত তবু টস জিতে ব্যাটিং বেছে নেন। নিয়মিত অধিনায়ক হিসেবে প্রথম টেস্টে টস জিতে ব্যাটিং নিতেন টম ল্যাথামও। ভারতের দুঃস্বপ্নের শুরু হয় রোহিতকে দিয়েই। নেতৃত্ব হারানোর পর প্রথম টেস্ট খেলতে নামা টিম সাউদি স্বপ্নের মতো এক ডেলিভারিতে বোল্ড করে দেন ভারতীয় অধিনায়ককে। বলটি পিচ করে এতটা ভেতরে ঢোকে যে, কোনো অফ স্পিনারকেও চমকে দিতে পারে তা। শুবমান গিল না থাকায় আট বছরের বেশি সময় পর তিন নম্বরে নামেন ভিরাট কোহলি। তাকে শূন্য রানে ফিরিয়ে শিকার শুরু করেন ও'রোক। কোহলির টেস্ট ক্যারিয়ারের ১৫তম শূন্য সেটি। সবশেষ এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার তিন বছর আগে ট্রেন্ট ব্রিজে। পরের ওভারেই ম্যাট হেনরি ফেরান সারফারাজ খানকে। মিড অফে ঝাঁপিয়ে এক হাতে দুর্দান্ত ক্যাচ নেন ডেভন কনওয়ে। ফিট না থাকা গিলের জায়গায় একাদশে ফেরা ব্যাটসম্যান রানের দেখা পাননি। তিন সপ্তাহ আগে কানপুরে তিন ওভারে ফিফটি করে ফেলা ভারত এবার প্রথম ১২ ওভারে বাউন্ডারিই মারতে পারেনি। বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ থাকে আবার। বৃষ্টি শেষে খেলা শুরু হলে উইকেটের বৃষ্টিও শুরু হয় আবার। এজাজ প্যাটেলের দারুণ ক্যাচে বিদায় নেন ইয়াসাসভি জয়সওয়াল। কানপুরে ৫১ বলে ৭২ রান করা ব্যাটসম্যান এবার ১৩ রান করেন ৬৩ বল খেলে। এক প্রান্তে রিশাভ পান্ত টিকে থাকলেও আরেক প্রান্তে একের পর এক উইকেট পড়তে থাকে। রান করতে পারেননি লোকেশ রাহুল, বাজে শটে ফেরেন রাভিন্দ্রা জাদেজা, প্রথম বলেই আউট রাভিচান্দ্রান অশ্বিন। পান্তের লড়াই শেষ হয় ৪৯ বলে ২০ রান করে। অসাধারণ এক ক্যাচে আউট করেন জাসপ্রিত বুমরাহকে। উইল ও' রোক ও ম্যাট হেনরি, দুজনেরই উইকেট তখন চারটি করে। কুলদিপ ইয়াদাভকে ফিরিয়ে পঞ্চম শিকার ধরার পাশাপাশি টেস্টে একশ উইকেটও পূর্ণ করেন হেনরি। এবার চোখধাঁধানো ক্যাচ নেন বদলি ফিল্ডার মাইকেল ব্রেসওয়েল। বেঙ্গালুরুর দর্শকদের হতভম্ব করে ভারত থমকে যায় ৪৬ রানে।

এই প্রথম তাদের মাঠে কোনো দল পঞ্চাশের নিচে গুটিয়ে গেল

দেশ-বিদেশ মিলিয়ে টেস্টে তৃতীয় সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ এটি

আগের সর্বনিম্ন ছিল ২০২১ সালে নিউ জিল্যান্ডের ৬২

ভারতের কিপার-ব্যাটসম্যানকে ফেরানোর পর হেনরি

ধর্ষণের অভিযোগে এমবাপ্পের পাশে রিয়াল

স্পোর্টস ডেস্ক : উয়েফা নেশন্স লিগের শেষ দুই ম্যাচের জন্য ফ্রান্সের স্কোয়াডে এমবাপ্পেকে রাখেনি কোচ দেশম। দলে জায়গা না পেয়ে সময়টা ঘুরে ফিরে কাটিয়েছেন ফরাসি এই তারকা। গিয়েছিলেন সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের একটি নৈশক্লাবে। সেখান থেকে বের হওয়ার পর ধর্ষণের ঘটনায় নাম জড়ায় রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকার। তবে রিয়াল মাদ্রিদ এমবাপ্পের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগটিকে মিথ্যা বলে তার পাশের রয়েছে বলে জানিয়েছে। দলে জায়গা না পেয়ে সুইডেনে ঘুরতে গিয়েছিলেন এমবাপ্পে। সেখানে একটি নৈশক্লাবে গিয়ে ধর্ষণের ঘটনায় নিজের নামও জড়িয়ে এসেছেন ফ্রান্সের এই তারকা। এমবাপ্পেকে ওই ঘটনায় সন্দেহভাজনদের একজন বলে উল্লেখ করেছে সুইডেনের সংবাদমাধ্যম। মঙ্গলবার সুইডেনের গণমাধ্যম 'আফতোব্লাদেত' ও 'এক্সপ্রেসেন' জানায়, এমবাপ্পের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিশ্বকাপের সাফল্যই এখন টাচেলের মূল লক্ষ্য

স্পোর্টস ডেস্ক : ১৯৬৬ সালের পর প্রথম বড় কোন শিরোপার জন্য মুখিয়ে থাকা ইংল্যান্ডকে আর অপেক্ষায় রাখতে চাননা থমাস টাচেল। বিশ্বকাপের মঞ্চে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনই এখন নতুন এই ইংলিশ কোচের মূল চ্যালেঞ্জ। থ্রি লায়ন্সদের নতুন ম্যানেজার হিসেবে গত বুধবার নিয়োগ পেয়েছেন সাবেক চেলসি বস টাচেল। আগামী বছর ১ জানুয়ারি থেকে টাচেল ইংল্যান্ডের সাথে কাজ শুরু করবেন। ১৮ মাসের চুক্তিতে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করবেন। গত মৌসুমের পর বায়ার্ন মিউনিখ ছাড়ার পর থেকে ৫১ বছর বয়সী টাচেল চাকরিবিহীন রয়েছেন। সোভান-গোরান এরিকসন ও ফ্যাবিও ক্যাপোলোর পর তৃতীয় বিদেশি কোচ হিসেবে ইংল্যান্ডের স্থায়ী কোচের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন টাচেল। ইউরো চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইনালে স্পেনের কাছে পরাজিত হবার পরই গ্যারেথ সাউথগেট ইংলিশ দলের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওয়েম্বলিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে টাচেল বলেছেন, 'আমি জানি কিছু ট্রফি থেকে ইংল্যান্ড দীর্ঘদিন বঞ্চিত রয়েছে। অবশ্যই সেগুলো অর্জনে আমি তাদেরকে সহযোগিতা করতে চাই। বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও পিএসজির সাবেক কোচ টাচেলের অধীনে ইংলিশ এফএ ১৯৬৬ সালে ঘরের মাঠের বিশ্বকাপের পর ৫৮ বছরের শিরোপা খরা কাটিয়ে বড় আসরে শিরোপা জয়ের লক্ষ্যস্থির করেছে। ২০২১ সালে চেলসির হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের পর ইংলিশ ফুটবলে টাচেলের ক্যারিয়ার সকলের নজড়ে আসে। ২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সঠিক পরিকল্পনায় দলকে সাজানোই এখন টাচেলের মূল কাজ। জুড বেলিংহামসহ অসম্ভব প্রতিভাবান একটি প্রজন্মকে পরিচালনা করতে যাচ্ছেন টাচেল। যাদের উপর অনায়াসেই ভরসা করা যায়। জুলাইয়ে স্পেনের কাছে ইউরো ২০২৪ চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইনালে পরাজয়ের পরপরই সাউথগেট কোচের পদ থেকে সড়ে দাঁড়ান। টাচেল বলেন, 'গ্যারেথ ও এফএ যা বানিয়ে দিয়ে গেছে আমরা সেগুলোকে কাজে লাগাতে চাই। আশা করছি এ ক্ষেত্রে আমাদের খুব কমই যোগ করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব মূল্যবোধ, নীতি ও আইনকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে যাতে করে স্বপ্ন সত্যি হয়।' টাচেলের সহকারী হিসেবে ইংল্যান্ড জাতীয় দলে কাজ করবেন বায়ার্নে একসাথে কাজ করা এস্টনি ব্যারি। এফএ'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক বুলিংহ্যাম বলেছেন ইতোমধ্যেই ইংল্যান্ডের কোচের পদে ১০জন প্রার্থীর সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে টাচেল বেশ আকর্ষণীয় ভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছে। তার অভিজ্ঞতাও এখানে কাজে লেগেছে।' বুলিংহ্যাম আরো বলেন, 'আমরা এই পদের জন্য সেরা ব্যক্তিকেই বেছে নেবার চেষ্টা করেছি। আমাদের মনে হয়েছে আমরা খেলোয়াড়দের ধারন করতে পেরেছি। পুরো দেশের সহযোগিতা তাদের সাথে আছে। বড় টুর্নামেন্টে যে ধরনের নেতৃত্বগুণ দরকার তার সবই টাচেলের মধ্যে রয়েছে। বিশ্বকাপের মঞ্চে শিরোপা জয়ে থমাসই সেরা ব্যক্তি।' পিএসজি ও বায়ার্নের হয়ে টাচেল লিগ শিরোপা ও ডর্টমুন্ডের হয়ে জার্মান কাপ জয় করেছেন। কিন্তু চেলসিতে এসে তিনি ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় সাফল্য পান। ব্লুজদের দায়িত্ব নেবার একমাসের মধ্যে তিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা উপহার দেন। একইসাথে লন্ডনের ক্লাবটির হয়ে উয়েফা সুপার কাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জয় করেন। কিন্তু চেলসির নতুন মালিকপক্ষের অধীনে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে টাচেলকে চাকরি হারাতে হয়। এর মাত্র ছয় মাসের মধ্যে তিনি বায়ার্নের কোচ হিসেবে নিয়োগ পান। বুন্দেসলিগায় টানা ১১তম শিরোপা জয়ে তিনি বায়ার্নকে সহযোগিতা করেছেন।

সাবিনা-মারিয়াদের প্রস্তুতিতে সেরা একাদশের ইঙ্গিত

স্পোর্টস ডেস্ক : দ্বিতীয় দিনের অনুশীলনের সময় ও ভেন্যু সেই একই। সকাল ৮টা। আনফা গ্রাউন্ডের টার্ফ। যথারীতি রানিং, স্ট্রেচিং হলো। এরপর পিটার জেমস বাটলার নিজেদের মধ্যে আয়োজন করলেন ম্যাচ। সেখানেই ইঙ্গিত মিলল সম্ভাব্য সেরা একাদশের। গতবারের সাফ জয়ী দলের তারকা ফরোয়ার্ড সিরাত জাহান স্বপ্না ও রক্ষণের নির্ভরতা আঁখি খাতুনের অবসরে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা নতুনদের দিয়ে পূরণ করতে চাইছেন বাংলাদেশ কোচ। রক্ষণে আঁখির জায়গায় আফিদা খন্দকারের খেলার সম্ভাবনাই বেশি। বাকি তিন ডিফেন্ডার হতে পারেন শিউলি আজিম, মাসুরা পারভীন ও শামসুন্নাহার সিনিয়র।
রক্ষণের এই চারজন থাকবেন পোস্টের নিচে থাকা রূপনা চাকমাকে আগলে রাখার দায়িত্বে। অনুশীলনে ব্যস্ত সময় কাটালেও রূপনাকে ছাপিয়ে যেতে পারছেন না ইয়ারজান বেগম ও মিলি আক্তার। গোলরক্ষক কোচ মাসুদ হোসেন উজ্জ্বলের দৃষ্টিতে দুজনের 'রিফ্লেক্স' রূপনার মতো নিখুঁত নয় এখনও। মানেটাও পরিস্কার, উইমেন'স সাফের মুকুট ধরে রাখার অভিযানে পোস্টের নিচে গত আসরের সেরা গোলরক্ষক রূপনাই মূল ভরসা। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ এবং আক্রমণের সুর বেঁধে দেওয়ার ভার গতবার সামলেছিল মারিয়া মান্দা ও মনিকা চাকমা জুটি।

লাইফস্টাইল

আর্থ্রাইটিস কী, কেন হয়? প্রতিরোধে করণীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আর্থ্রাইটিস। কাটখোট্টা শব্দটিকে সহজভাবে বলা যায় জয়েন্ট বা গাঁটের ব্যথা। একটা সময় বৃদ্ধরা এই রোগে আক্রান্ত হলেও বর্তমানে অসংখ্য তরুণ ও মধ্যবয়স্করা আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হচ্ছেন। দিনকে দিন যার সংখ্যা বেড়েই চলছে। খুবই সাধারণ একটি স্বাস্থ্য সমস্যা এটি। দীর্ঘসময় বসে কাজ করা, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের কারণে এমনটা হচ্ছে। সচেতনতা আর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণই পারে রোগটির হার কমাতে। আর্থ্রাইটিসের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর ১২ অক্টোবর 'বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস' পালিত হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে এই দিবসের সূচনা। অনেকেই ভাবেন আর্থ্রাইটিস মানে কেবল হাঁটুর ব্যথা। আসলে তা নয়। রোগটি সম্পর্কিত ভুল ধারণাগুলো ভাঙতেই পালন করা হয় বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস।

আর্থ্রাইটিস কী : মূলত আর্থ্রাইটিস বলতে মানুষের শরীরের অস্থিসন্ধি বা জয়েন্টের প্রদাহকে বোঝানো হয়। দেহের দুটি হাড় যে অংশে এসে মেশে তাকেই জয়েন্ট বলা হয়। ছোট-বড় সব জয়েন্টেই আর্থ্রাইটিস হতে পারে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিছু হাড়ের স্বাভাবিক ক্ষয় হয়। সেখান থেকেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে আঘাতের কারণেও আর্থ্রাইটিস হয়ে থাকে। শরীরের যে অংশগুলোতে সবচে বেশি আর্থ্রাইটিস হয়ে থাকে, সেগুলো হলো- হাতের কব্জি, হাঁটু, কোমর, পায়ের গোড়ালি, কাঁধ, পিঠের নিচের অংশ (কটিদেশীয় মেরুদণ্ড)।

আর্থ্রাইটিসের ধরন : জানলে অবাক হবেন, আর্থ্রাইটিসের ১০০টিরও বেশি ধরন আছে। এর মধ্যে কিছু ধরন বেশ পরিচিত এবং ধীরে ধীরে বাড়ে। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় অস্টিওআর্থ্রাইটিস।
অস্টিওআর্থ্রাইটিস: আমাদের দেশের এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অস্টিওআর্থ্রাইটিসকে সহজ বাংলায় বলা যায় হাঁটুর ব্যথা। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুতে ক্ষয়ের কারণে এমনটা হয়ে থাকে। এতে হাঁটু ব্যথা করে, ফুলে যায়। স্বাভাবিক হাঁটা-চলা কঠিন হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন এই সমস্যা চলতে থাকলে অনেকের ক্ষেত্রে হাঁটু বেঁকে যেতে পারে।
রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস: এটি একটি অটোইমিউন বা প্রদাহজনিত রোগ। যার ফলে জয়েন্টে ব্যথা, ফোলাভাব ও জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়। অর্থাৎ ইমিউন সিস্টেম যখন জয়েন্টের ক্ষতি করে তখনই রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস দেখা দেয়।
গাউট আর্থ্রাইটিস: একে বাংলায় গেঁটে বাত বলা হয়। শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এই সমস্যা দেখা দেয়। অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস আর্থ্রাইটিস: এটি মেরুদণ্ডে বেশি হয়। এই আর্থ্রাইটিসে মেরুদণ্ডের শেষ ভাগ বা কোমর আক্রান্ত হয়। জুভেনাইল আর্থ্রাইটিস: কম বয়সে আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হলে তাকে জুভেনাইল আর্থ্রাইটিস বলে। শিশু বা ১৬ বছরের কম কিশোররা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

কেন হয় আর্থ্রাইটিস? : বিভিন্ন কারণে আর্থ্রাইটিস হতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ হলো- বয়স: বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের জয়েন্ট, হাঁটুতে ক্ষয় হয়। যা আর্থ্রাইটিসের কারণ হতে পারে।
ওজন: অতিরিক্ত ওজনের কারণে অস্থিসন্ধি, হাঁটুর ক্ষয় বেশি হয়। এই কারণেও আর্থ্রাইটিস হতে পারে।
পারিবারিক ইতিহাস: বাবা-মা বা বংশে কারো যদি আর্থ্রাইটিস থাকে, তাহলে পরবর্তী সময়ে সন্তানদেরও আর্থ্রাইটিস হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
আঘাত: কোনো কারণে অস্থিসন্ধিতে আঘাত পেলে তা আর্থ্রাইটিসের কারণ হতে পারে।
ইনফেকশন: অস্থিসন্ধিতে যদি ব্যাকটেরিয়াল বা ভাইরাল ইনফেকশন হয়, সেখান থেকে আর্থ্রাইটিস হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
ধূমপান: ধূমপান বা অন্যান্য তামাকজাতীয় পণ্য গ্রহণের অভ্যাস আর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও পঞ্চাশের বেশি বয়স্ক মানুষ, খেলোয়াড়, পেশীর অতিরিক্ত ব্যবহার হয় এমন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের আর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি বেশি থাকে।

আর্থ্রাইটিসের লক্ষণ : আর্থ্রাইটিস হলে জয়েন্ট বা অস্থিসন্ধিতে ব্যথা হয়। এই ব্যথা অল্প হতে পারে, আবার মাঝারি বা অতিরিক্তও হতে পারে। আরও যে সমস্যাগুলো দেখা দেয় তা হলো- ১। অস্থিসন্ধি ফুলে যাওয়া, ২। অস্থিসন্ধি জমে যাওয়া, ৩। গতিশীলতা কমে যাওয়া, ৪। ত্বকের বিবর্ণতা, ৫। অস্থিসন্ধিতে তাপ বা উষ্ণতা অনুভব করা

আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা : চিকিৎসার জন্য রোগীর ইতিহাস ও লক্ষণ জেনে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রথমে শনাক্ত করা হয় কোন ধরনের আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত। পরে চিকিৎসক প্রকারভেদ অনুযায়ী রোগীকে ওষুধ দিয়ে থাকেন। যেকোনো আর্থ্রাইটিসে ব্যথা থাকেই। তাই প্রাথমিক অবস্থায় রোগীকে ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া হয়। ব্যথা না কমলে অনেক সময় ডিজিজ মডিফাইং ওষুধ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ব্যায়াম শিখিয়ে দেওয়া হয়। ওষুধ ও ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে অনেকের আর্থ্রাইটিস ভালো হয়ে যায়। আর্থ্রাইটিসের কারণে যদি অস্থিসন্ধি বেঁকে যায়, নিজস্ব স্থান থেকে সরে যায় এবং ওষুধ ও থেরাপি কাজ না করে, সেক্ষেত্রে কারো কারো ক্ষেত্রে আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসায় সার্জারির প্রয়োজন হয়। হাতের আঙ্গুল, হাঁটু বেঁকে গেলে প্রতিস্থাপনের সার্জারি করা হয়।

আর্থ্রাইটিস প্রতিরোধে করণীয় : আর্থ্রাইটিসের সঙ্গে লড়তে অবশ্যই স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে হবে। শরীরের ওজন যেন না বাড়ে সেদিকে খেয়াল রাখুন। খাদ্যতালিকায় সুষম খাবারের পাশাপাশি এমন খাবার রাখুন যা হাড় মজবুত করতে সাহায্য করবে।
আর্থ্রাইটিসে অস্থিসন্ধি ও হাড়ের ক্ষয় রোধে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। ভিটামিন ডি, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, ওমেগা থ্রি সমৃদ্ধ খাবার, টক জাতীয় ফল, পেস্তা বাদাম, কাঠ বাদাম, শিমের বীজ, সয়াবিন খাওয়া ভালো। এছাড়াও বিশেষায়িত খাবার যেমন বায়ো-একটিভ সমৃদ্ধ ফাংশনাল ফুড আর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে।
রেড মিট অর্থাৎ গরু ও খাসির মাংস এড়িয়ে চলতে হবে। বাঁধাকপি, পালং শাক, গাজর, টমেটো, ডাল জাতীয় খাবার কম খেতে হবে। মিষ্টি জাতীয় খাবার না খাওয়াই ভালো। কফি জয়েন্টের ক্ষতি করে, তাই এটি কম খাওয়ার চেষ্টা করবেন। ছাড়তে হবে ধূমপান বা অ্যালকোহল গ্রহণের অভ্যাস। আর্থ্রাইটিস প্রতিরোধে জয়েন্ট বা অস্থিসন্ধির যত্ন নিন। জয়েন্টে যাতে কোনোভাবে আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখুন। প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করা, জয়েন্টের ব্যায়াম করুন। সিঁড়ি বেয়ে অতিরিক্ত ওঠা-নামা করবেন না।

ডালিমের খোসার চা খেলে কী হয়?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ডালিম খেতে বেশ সুস্বাদু। সেইসঙ্গে এটি অনেক উপকারীও। এখানেই শেষ নয়, ডালিমের খোসাও অনেক সুবিধা দেয়। ডালিম চা, বিশেষ করে এই ফলের খোসা ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয়; এটি পলিফেনল, ফ্ল্যাভোনয়েড, অ্যালকালয়েড এবং ট্রাইটারপেনেসের সমৃদ্ধ সামগ্রীর জন্য পরিচিত এবং এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রদাহরোধী এবং মূত্রবর্ধক প্রভাব রয়েছে। এই চা গলা ব্যাথা, মাড়ির প্রদাহ, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ মোকাবিলায় উপকারী। ডালিমের খোসা পেট ফাঁপা, প্রদাহ, ডায়রিয়া, আমাশয় এবং রক্তপাত কমাতে সাহায্য করে, হজমের উন্নতি করে এবং লিভারকে সুস্থ রাখে। এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর এবং খাদ্য ও ফার্মাসিউটিক্যাল প্রিজারভেটিভ হিসেবে ভালো কাজ করে। স্বাস্থ্য প্রতিকার হিসাবে এই চা খাওয়ার কিছু উপকারিতা চলুন জেনে নেওয়া যাক-

পুরনো কাশি ও কফ নিরাময় করে : কাশি এবং গলা ব্যথা উপশমের জন্য বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে ডালিমের খোসার চা। পুরনো কাশি উপশম করতে এবং গলা থেকে কফ বের করে দিতে কাজ করে। গলা ব্যথা এবং কাশি উপশম করতে ডালিমের খোসার চা গার্গল হিসাবেও ব্যবহার করতে পারেন।

কোলেস্টেরল কমায় : ডালিম চা উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমাতে, এইচডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত করতে এবং আর্থ্রাইটিস ও গাউটের মতো সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। চায়ের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য কার্ডিওভাসকুলার রোগ প্রতিরোধ করতে এবং ক্যান্সার প্রতিরোধেও সহায়তা করে।

ক্যান্সার প্রতিরোধ করে : গবেষণায় দেখা গেছে যে, ডালিম চা স্তন, প্রোস্টেট এবং অন্ত্রের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞরা এই দাবিগুলোকে প্রমাণ করার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। যদিও অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে, তবে ডালিমের চা ডাক্তারের নির্দেশিত চিকিৎসার বিকল্প নয়।

ব্রণমুক্ত পরিষ্কার ত্বক : ব্রণের মতো ত্বকের সমস্যার জন্য ডালিমের খোসার অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য বেশ কার্যকরী। এটি ফুসকুড়ি, পিম্পল এবং ব্রণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে।

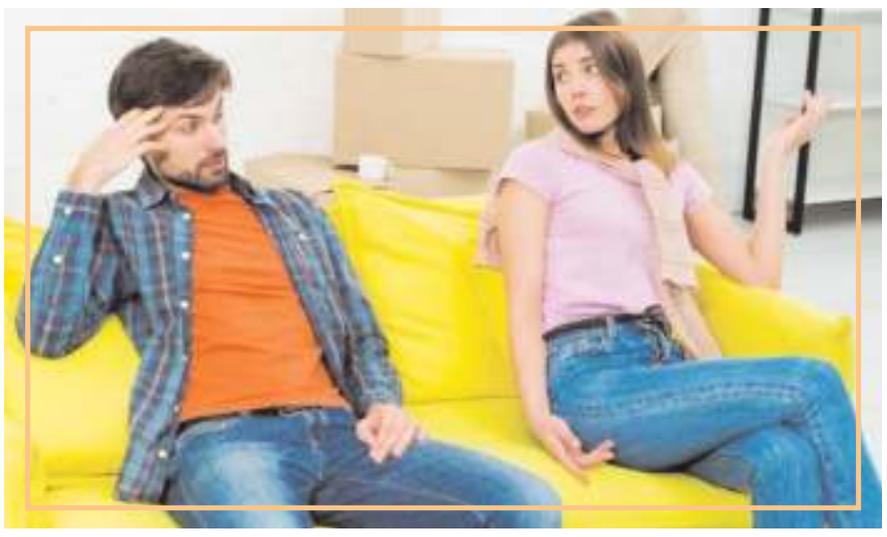

আপনার স্ত্রীকে যে কথাগুলো কখনোই বলবেন না

লাইফস্টাইল ডেস্ক : দাম্পত্য জীবন শান্তিপূর্ণ রাখা কঠিন কিছু নয়। তবে এখানেও ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। আপনার কথা যেন আপনার সঙ্গীকে কোনোভাবেই আঘাত না করে সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি। আপনারা একে অন্যের প্রতিযোগী নন। মজা করে অনেককিছুই বলা যায় তবে তা যেন কখনো সীমা লঙ্ঘন না করে। কথা বলার ক্ষেত্রে এই সতর্কতা আপনাদের সম্পর্ককে আরও বেশি স্বচ্ছ ও সুন্দর করে তুলবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক স্ত্রীকে কোন কথাগুলো কখনোই বলবেন না-

১. 'আই ডোন্ট কেয়ার' : এই কথাটি আসলে দাম্পত্য জীবনে মানানসই নয়। কারণ পরস্পরকে কেয়ার করার কারণেই আপনারা স্বামী-স্ত্রী। আপনি যদি আপনার স্ত্রীর অনুভূতির সঙ্গে একমত না হন তবে তা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি ভালোভাবেও জানানো যায়। তাকে বলতে পারেন যে তার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও আপনি এর সঙ্গে একমত নন।

২. 'সব দোষ তোমার' : আপনি যদি সব সময় তাকে দোষ দিতে থাকেন তাহলে একসময় সে ভুলটাকেই ঠিক ভাবতে শুরু করবে। দোষে-গুণেই মানুষ। আপনার নিজেরও নিশ্চয়ই অনেক দোষ রয়েছে। তাই অপরের দোষ ধরার আগে নিজের ভুলগুলো স্বীকার করুন এবং শুধরে নিন। কারণ দোষারোপ করলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে। তার ভুল হলে সেটি ঠান্ডা মাথায় বুঝিয়ে বলুন।

৩. 'আমি তোমাকে এটা করতে বলেছি' : স্ত্রীর সঙ্গে মালিক-চাকরের সম্পর্ক থেকে বের হয়ে আসুন। সে আপনার সঙ্গী, ভৃত্য নয়। তাই তাকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে হলে সুন্দর করে অনুরোধ করুন। সুন্দর কথা দিয়ে অনেক কিছুই করানো সম্ভব। কঠোরভাবে বলবেন না বা ধমকের সুরে কথা বলবেন না। এতে সে আরও বেঁকে বসতে পারে। এর বদলে দুজনে মিলেই কাজটি করার চেষ্টা করুন বা নিজে না পারলে তাকেই সম্পন্ন করতে অনুরোধ করুন।

৪. 'তুমি কত বোকা!' : ভুল সময়ে কঠোর শব্দ ঘৃণা হিবেবে প্রকাশ পেতে পারে। তাই সুযোগ পেলেই স্ত্রীর বুদ্ধির প্রশংসা করুন, ভুলেও তাকে বোকা বলতে যাবেন না। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে একটি সুস্থ সম্পর্ক নষ্ট না হয়। তাই বুদ্ধিমান হয়ে থাকলে এদিকে খেয়াল রাখবেন।

৫. প্রাক্তনের তুলনা : প্রাক্তনের সঙ্গে স্ত্রীর তুলনা করা ধ্বংসের একটি উন্মুক্ত আমন্ত্রণ। বিভিন্ন বিষয়ে মতের অমিল হলে তা নানা উপায়ে, গঠনমূলকভাবে বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রাক্তনের সঙ্গে তুলনা করলে তা আপনার স্ত্রী কখনোই ভালোভাবে মেনে নেবে না। তাই শুধু প্রাক্তন নয়, বরং কারও সঙ্গেই তুলনা করবেন না। কারণ একজন মানুষ কখনো আরেকজন মানুষের মতো হতে পারে না।